পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 240 Friday, 31 July, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৪০ সংখ্যা ❋ ১৪ শ্রাবণ ১৪৩৩, শুক্রবার, ৩১ জুলাই ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘সাধ্যের মধ্যেই দেশের সেরা হতে হবে’

ব্যারাকপুরের পুলিশকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩০ জুলাইঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে দেশের অন্যতম সেরা বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে খামতি ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়ায় জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে ঐতিহ্যবাহী ‘বড়াখানা’য় (প্রীতিভোজ) যোগ দিয়ে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু ঊর্ধ্বতন পুলিশকর্তাদের প্রশাসনিক নির্দেশ দেওয়াই নয়, নিচুতলার কর্মীদের অভাব-অভিযোগ ও মনের যন্ত্রণা সরাসরি শোনার প্রতিশ্রুতিও দেন পুলিশমন্ত্রী। রাজ্যের বর্তমান বিপুল আর্থিক দেনা এবং পুলিশ বাহিনীর পরিকাঠামোগত ত্রুটির কথা সরাসরি স্বীকার করে নেন মুখ্যমন্ত্রী। ইংরেজি প্রবাদ ‘কাট ইয়োর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ক্লথ’-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ইচ্ছার সঙ্গে সাধ্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েই

এগোতে হবে। বিগত দিনের বেশ কিছু প্রশাসনিক অভ্যাসের সমালোচনা করে তিনি খামতিগুলি শুধরে নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রত্যন্ত এলাকায় কর্মরত পুলিশকর্মীদের আবাসন সমস্যা, পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব এবং যানবাহনসহ লজিস্টিক সমর্থনের ঘাটতির কথা রাজ্য সরকার ওয়াকিবহাল বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সীমিত সম্পদ ও প্রতিকূলতার মধ্যেও বিগত দু মাস বা ১০ সপ্তাহে পুলিশ বাহিনী যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ‘‘চিহ্নিত অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার এবং দুর্নীতি দমনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে পুলিশ। সীমান্ত এলাকা সুরক্ষিত রাখা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে রাজ্য পুলিশ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংগঠিত বাহিনীর মতো কাজ করেছে।’’ রাজ্যের মা, বোন ও মেয়েদের নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশি তৎপরতা নতুন নজির গড়েছে বলে জানান শুভেন্দু। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং দেশের মধ্যে এক নম্বর হতে আর কী করণীয়, তা নিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত চিন্তাভাবনা করেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু বলেন, ‘‘আমাদের পুলিশের কাছে যে মানবসম্পদ রয়েছে, তার সঠিক ব্যবহার করতে পারলে আমরা যে কোনও রাজ্যের পুলিশ বা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির চেয়েও ভাল পারফর্ম করতে পারি। পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক-ডিজি, এডিজি বা আইজিদের সঙ্গেই কেবল বৈঠক হবে না, নিচুতলার পুলিশকর্মীদের মনের দুঃখ-যন্ত্রণা ও অভাব-অভিযোগও আমি নিজে শুনব এবং তা সমাধানের চেষ্টা করব।’’

‘আর একটাও মাওবাদী নেই পশ্চিমবঙ্গে’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাইঃ বাংলায় কোনও মাওবাদী নেই। দেশের সব জেলা মাওবাদী-মুক্ত। রাজ্যসভায় জানাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। দিন কয়েক আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছিলেন, দেশে কোনও মাওবাদী নেই। সম্প্রতি, ঝাড়খণ্ডের শীর্ষ মাওবাদী নেতা মিসির বেসরাও ধরা পড়েছেন। এবার এই বিষয়ে রাজ্যসভায় বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রাজ্যসভায় প্রশ্নের উত্তরে ২০১৮ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ২০১৮ সালে দেশে মাওবাদী প্রভাবিত জেলার সংখ্যা ছিল ১২৬। ২০২৩ সালে দেশে ৪৮৬টি হামলার ঘটনা

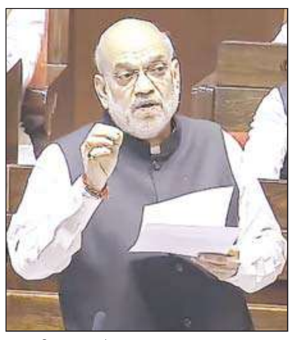

ঘটেছিল। এই হামলায় ১০৭ জন সাধারণ মানুষ এবং ৩২ জন নিরাপত্তা রক্ষীর মৃত্যু হয়। ২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকেই এই সংখ্যা শূন্য। তবে, মার্চের আগে মোট ৩৩টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ছত্তিশগড়ে হামলার ঘটনা ১৮টি। মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। আবার ঝাড়খণ্ডে ১৩টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। ২০২৬ সালে ২১ জুলাই পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলমে মাওবাদী হামলার ঘটনা শূন্য। রাজ্যসভায় সব জেলাকে মাওবাদী-মুক্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তবে, সব জেলাকে মাওবাদী মুক্ত ঘোষণা করলেও ৩৭টি জেলাকে পূর্বের ঘটনার নিরিখে সংবেদনশীল জেলা হিসেবে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি বছর ১৮ মে ছত্তীসগড়ের বাস্তারে একটি অনুষ্ঠানে শাহ বলেছিলেন, ‘‘আমি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি, ভারত এখন মাওবাদী-মুক্ত।’’ তবে, তারপরেও অধরাই ছিলেন ঝাড়খণ্ডের শীর্ষ মাওবাদী নেতা মিসির বেসরা। সাগর ও সুনির্মল নামেও পরিচিত এই মাওবাদী নেতা। ২০০৭ সালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু, ২ বছর পর বিহারের লাখিসরাই আদালত চত্বরে মাওবাদীরা হামলা চালিয়ে তাঁকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এতদিন তাঁর খোঁজেই বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলেছে। তাঁর মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। সম্প্রতি, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধানবাদ-গিরিডি সীমানার মানিয়াদি এলাকা থেকে বেসরাকে গ্রেফতার করে ঝাড়খণ্ড পুলিশ এবং সিআরপিএফ-র এলিট কোবরা বাহিনী।

সিঙ্গুরে কেমিক্যাল হাব করা যেতে পারে

মুখ্যমন্ত্রীকে ‘পরামর্শ’ দিয়ে চিঠি শমীকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুলাইঃ কেন্দ্র সরকারের নতুন ৩,০৩০ কোটি টাকার ‘ভব্য রসায়ন’ প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে বাংলায় এক বিশাল কেমিক্যাল পার্ক গড়ে তোলার আর্জি জানালেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তা কোথায় করা যেতে পারে, তাও বাতলে দিতে চাইলেন শমীক। তাঁর কথায়, জমি নিয়ে বিতর্ক না হলে তা সিঙ্গুরেও করা যেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-কে লেখা এক চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, এটি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সুযোগ। অন্য রাজ্যগুলি আবেদন করার আগেই দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে কেন্দ্র সরকারের কাছে রাজ্যের দাবি জোরালোভাবে পেশ করা উচিত। গত ২৪ জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দেশজুড়ে প্রতিযোগিতামূলক ‘চ্যালেঞ্জ রুট’-এর মাধ্যমে তিনটি আধুনিক কেমিক্যাল পার্ক গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্পে নির্বাচিত প্রতিটি পার্কের জন্য কেন্দ্র সর্বোচ্চ ১,০০০ কোটি টাকা অনুদান দেবে। এখানে জানিয়ে রাখা দরকার, শুধু কেমিক্যাল হাব গড়ার জন্যই নয়, সেমি কন্ডাক্টর শিল্পে বড় বিনিয়োগ টানতেও উৎসাহ দিচ্ছে কেন্দ্রের সরকার। এ ব্যাপারে আগ্রহ রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি কিছুদিন

আগে খোলাখুলিই জানিয়েছেন, বাংলায় সেমি কন্ডাক্টর শিল্পে বিনিয়োগের জন্য টাটাদের প্রস্তাব দেবেন তিনি। শমীক ভট্টাচার্য তাঁর চিঠিতে স্পষ্ট করেছেন, রাজ্য সরকার যদি এই প্রকল্পে সাফল্য পায়, তবে কেবল সরকারি অনুদানই নয়, বরং ভবিষ্যতে হাজার হাজার কোটি টাকার দেশি ও বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ বাংলায় আসবে। এই প্রকল্পের প্রধান সুবিধাসমূহ মোটামুটি এরকম-কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে অন্তত ১,৫০০ কোটি টাকার পরিকাঠামো গড়ে উঠবে। কেমিক্যাল, নির্মাণ, লজিস্টিক্স এবং ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পে প্রচুর নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। বস্ত্র, ওষুধ, ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল এবং কৃষি শিল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লাভবান হবে। আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও কমন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরির সুযোগ মিলবে। চিঠিতে সম্ভাব্য কেমিক্যাল পার্ক গড়ার জন্য রাজ্যের ৪টি কৌশলগত জায়গার নাম প্রস্তাব করেছেন সাংসদ-সিঙ্গুর, হলদিয়া, রঘুনাথপুর এবং দুর্গাপুর। তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন

● এরপর ৬ পাতায়...

ক্লাস ওয়ান থেকে পুরো বদলে যাবে সিলেবাস, জানিয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুলাইঃ পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার আগেই আগেই জানিয়েছে রাজ্য সরকার। এবার সিলেবাস পরিবর্তনের কথা জানিয়ে দিলেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মণ। প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু করে পুরো সিলেবাস আমুল বদলে যাবে বলে বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে এক সেই নীতিকে সামনে রেখে প্রথম শ্রেণি থেকে বদলে যাবে সিলেবাস। বদলে যাবে বই। দীপক বর্মণ বলেন, ‘‘আজকের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য যে সিলেবাস প্রয়োজন, সেটা করা হবে। মাঝে মাঝেই এভাবে রিভিউ কমিটি তৈরি করা হয়ে থাকে, সেরকমই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। কমিটির প্রথম পরিকল্পনা, ২০২৭-এ যে বই

সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন মন্ত্রী। সিলেবাস সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য ইতিমধ্যেই সিলেবাস কমিটি তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, বদল করা হবে সিলেবাস। ২০২৭-এ যে পাঠ্যক্রম শুরু হবে, তাতেই পরিমার্জন করা সিলেবাস পাবে পড়ুয়ারা। অর্থাৎ বইতে আসবে বদল। আর ২০২৮ থেকে রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হলে, বেরবে, সেগুলি রিভিউ করা হবে। ২০২৮-এ শিক্ষানীতি অনুযায়ী সিলেবাস তৈরি হবে। কমিটি যা সুপারিশ করবে, সেই অনুযায়ী সিলেবাস তৈরি হবে।’’ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করেই ওই কমিটি সিলেবাস তৈরি করছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। রাজ্যে স্কুলছুট বা ড্রপ-আউট সমস্যা সম্পূর্ণ দূর করতে এবং সর্বস্তরে প্রতিটি শিশুর

● এরপর ৬ পাতায়...

আরজি কর-কাণ্ডের তদন্তদল বদলে দিল সিবিআই, সরানো হল সীমা পাহুজাকে!

ফের খতিয়ে দেখা হবে হাজার পাতার নথি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুলাইঃ আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তদন্তে বড় পরিবর্তনের পথে হাঁটল সিবিআই। এই বহুল আলোচিত মামলার তদন্ত নতুন করে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। একই সঙ্গে বদলে দেওয়া হয়েছে তদন্তকারী অফিসার (আইও) সীমা পাহুজাকেও। এত দিন এই মামলার তদন্তের দায়িত্বে থাকা সীমা পাহুজার পরিবর্তে নতুন তদন্তকারী অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে সন্দীপনি গর্গকে। বৃহস্পতিবার সন্দীপনি গর্গ শিয়ালদহ আদালতে হাজির ছিলেন। সেখানে তিনি মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন। পাশাপাশি সিবিআই এই মামলার জন্য একটি নতুন বিশেষ তদন্তকারী দলও গঠন করেছে। এদিকে, এদিনই শিয়ালদহ আদালতে সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে তিন পাতার একটি স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টে তদন্তের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। সূত্রের খবর, আরজি কর কাণ্ডের তদন্তের নথিপত্র বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করার জন্য আদালতের কাছে আরও কিছুটা সময় চেয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সিবিআই জানিয়েছে, মামলার বিস্তৃত নথিপত্র নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে এবং সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। বৃহস্পতিবার আদালত চত্বরে নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে কথা বলেন নতুন তদন্তকারী অফিসার সন্দীপনি গর্গ। তিনি নির্যাতিতার

মাকে আশ্বস্ত করেন এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার উপর আস্থা রাখার অনুরোধ জানান। এই সাক্ষা আদালত চত্বরে উপস্থিত অনেকের নজর কেড়েছে। আদালতের নির্দেশে যে নতুন বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে, তার নেতৃত্বে রয়েছেন সিবিআইয়ের যুগ্ম ডিরেক্টর অনুরাগ কুমার। এই দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তকারী অফিসার মণীশ উপাধ্যায়ও। সিবিআই আদালতে জানিয়েছে, এই মামলার প্রায় ১ হাজার পাতার নথি নতুন করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্যাতিতার বাবা ও মায়ের বয়ান ইতিমধ্যেই রেকর্ড করা হয়েছে। তবে নতুন তদন্তকারী দলের মাধ্যমে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনা করতে কিছুটা সময় লাগবে বলেও আদালতকে জানানো হয়েছে। নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষের আইনজীবী এদিন জানান, নির্যাতিতার দেহ উদ্ধারের সময় থেকে শুরু করে সকারের প্রক্রিয়া এবং তার পরবর্তী সময় পর্যন্ত পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের ভূমিকা খতিয়ে দেখার জন্য আগের তদন্তকারী দলকে বলা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, ওই বিষয় ছাড়াও আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ

● এরপর ৬ পাতায়...

নিট আন্দোলন নিয়ে পুলিশ

দিল্লিতে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে আর কোনও আইনি পদক্ষেপ নয়

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাইঃ নিট আন্দোলনে যে সব ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছিল, সব এফআইআর তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে আদালতের নির্দেশ মেনে যাঁদের বিরুদ্ধে আগের কোনও ক্রিমিনাল কেস রয়েছে তেমন কারও মামলা তোলা হবে না। বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিল দিল্লি পুলিশ। তথ্য অনুযায়ী, ২৯ জুলাই ৬টা পর্যন্ত নিট পরীক্ষাকে ঘিরে প্রতিবাদ কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কিত মোট ১৩টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। সব দিক খতিয়ে দেখে দিল্লি সরকার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথমত, নিট আন্দোলনে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের কোনও কর্তৃপক্ষ আর কোনও আইনগত ব্যবস্থা নেবে না। তবে এই সুরক্ষা তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অতীত বা ক্রিমিনাল কেস রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারেই এই ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই মামলাগুলিতে যাঁদের ইতিমধ্যেই গ্রেফতার বা আটক করা হয়েছে, তাঁদের গ্রেফতারির বিষয়টি দ্রুত পুনর্বিবেচনা করা হবে। সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গ্রেফতার ব্যক্তিদের যত দ্রুত সম্ভব মুক্তির ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছে সরকার। তৃতীয়ত, নিট আন্দোলনে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আর কোনও অতিরিক্ত প্রতিকূল ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা নেই দিল্লি সরকারের। সরকার জানিয়েছে, এই বিষয়টিকে ভবিষ্যতে আর কোনও আইনি কার্যক্রম ছাড়াই নিষ্পত্তি করা হবে এবং এই সংক্রান্ত বিষয়টি বন্ধ বলে বিবেচিত হবে। দিল্লিতে নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে অনেক দাগী আসামি সামিল হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। প্রযুক্তিকে অস্ত্র করে গত কয়েকদিনে কেবল যন্তর মন্তর এলাকা থেকেই অন্তত আড়াই হাজারেরও বেশি অপরাধীকে চিহ্নিত করে পুলিশ। সূত্রের খবর, গত ২০ জুলাই বিরোধী দলগুলির সমর্থনে ডাকা আন্দোলনে ব্যাপক হিংসা ছড়ায়। এরপরই আন্দোলনস্থলে নজরদারি বহু গুণ বাড়াতে বসানো হয় অত্যাধুনিক ‘ফেসিয়াল রিকগনিশন সিস্টেম’। ২১ জুলাই থেকে ২৩ জুলাইয়ের মধ্যে এই এফআরএস-এর ফেস ট্র্যাকিং প্রযুক্তির সাহায্যেই ধরা পড়ে যে,

● এরপর ৬ পাতায়...

নবান্নের পর এবার বিকাশ ভবন! নামফলক সাজছে গেরুয়ায়, রং বদলের তোড়জোড় শিক্ষা দফতরেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুলাইঃ পালাবদলের রাজ্যে ভোল বদলাতে শুরু করেছে প্রশাসনিক ভবনগুলি। নবান্ন আগেই হয়েছে, এবার শিক্ষা দফতর ‘বিকাশ ভবন’-এর নামফলও হয়ে উঠছে গেরুয়া। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে তার

প্রাথমিক প্রস্তুতি। খুব তাড়াতাড়ি বিকাশ ভবনের মাথায় শোভা পেতে চলেছে গেরুয়া ফলক। আপাতত ভবনের মূল দেওয়ালের রং নীল-সাদাই থাকছে। তবে প্রশাসনিক মহলে বলাবলি হচ্ছে, কেবল ফলকই নয়, আগামী দিনে গোটা ভবনের রং পরিবর্তন করা হবে কি না, তা নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে। বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে শাসন ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে চাইছে নতুন সরকার। ক্ষমতা হস্তান্তরের কিছু দিন পরই নবান্নকে মুড়ে ফেলা হয়েছিল গেরুয়া আলোয়। নতুন সরকার গঠনের মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে নবান্নের শীর্ষদেশের নামফলকটির রং বদলে গেরুয়া করা হয়। নবান্নের পর বিকাশ ভবন হল দ্বিতীয় সরকারি ভবন, যেখানে একই ধরনের পরিবর্তন ঘটছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, আপাতত নামফলকের রং বদল দিয়ে প্রক্রিয়া শুরু হলেও ধাপে ধাপে রাজ্যের অন্যান্য প্রশাসনিক ভবন ও সরকারি কার্যালয়গুলিতেও এই রঙের পরিবর্তন প্রসারিত হতে পারে। কেবল প্রশাসনিক ভবনের দেওয়ালেই নয়, শিক্ষা ও জনসুরক্ষা ক্ষেত্রেও বিগত জমানার নীল-সাদা প্রলেপ সরানোর স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে। ২০২২ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকারের আমলে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির পোশাকের রং নীল-সাদা করা হয়েছিল। তবে নতুন সরকার আসার পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২২ সালের পূর্ববর্তী ঐতিহ্য ও পরিচিতি ফিরিয়ে আনতেই স্কুলের ইউনিফর্মের রং পুনর্নির্ধারণ করা হবে। এর পাশাপাশি, রাজ্য পুলিশের ‘দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড’-এর সদস্যদের পোশাকেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। তাঁদের জন্য গোলাপি ও কমলা রঙের পোশাক তৈরির নির্দেশ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, রাজনৈতিক পরিবর্তনের ছাপ এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে রাজ্যের প্রশাসনিক ও সরকারি পরিকাঠামোর পরতে পরতে।

‘২০ গদ্দার’ পোস্টার ঝুলিয়ে সংসদ চত্বরে কল্যাণ

দেখতে এসে মমতা-কংগ্রেস প্রসঙ্গ ঝালিয়ে নিলেন প্রিয়ঙ্কা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাইঃ দিল্লিতে সংসদ ভবনের সামনে ফের অন্য রূপে ধরা দিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা চত্বরে বুকে-পিঠে ‘২০ জন গদ্দার’-এর ছবি দেওয়া একটি বড় পোস্টার ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান ৬৮ বছর বয়সি কল্যাণ। সেখানে আবার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধিকে। দু’জনের কথোপকথনে উঠে আসে রাজীব গান্ধি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলত্যাগ এবং রাজ্য রাজনীতির একাধিক পুরনো অধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসা বিদ্রোহী লোকসভা সাংসদদের ‘গদ্দার’ আখ্যা দিয়েই তৈরি হয়েছিল কল্যাণের বিতর্কিত পোস্টারটি। লোকসভায় তৃণমূলের ২৮ জন সাংসদের মধ্যে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে অন্তত ২০ জন সাংসদ আলাদা হয়ে গিয়ে ‘এনসিপিআই’ দলে যোগ দিয়েছেন এবং এনডিএ জোটকে সমর্থন জানিয়েছেন। তালিকায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ চন্দ্র বর্মা, পার্থ ভৌমিক, অরূপ চক্রবর্তী, অভিনেতা দেব (দীপক অধিকারী), সায়নী ঘোষ, বাপি হালদার, আবু তাহের খান, কালীপদ সোরেন খেরওয়াল, অসিত কুমার ও কাকলি ঘোষ দস্তিদার রয়েছেন। তাঁদের ছবি নিয়েই কল্যাণের এই পোস্টার। মঙ্গলবার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অন্য মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে সংসদ চত্বরে আয়োজিত এনডিএ সংসদীয় দলের ‘মঙ্গল মিলন’ বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন এই বিদ্রোহী সাংসদরাও। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রসঙ্গেই ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘‘পাঁচ সপ্তাহ আগেই বিদ্রোহী সাংসদদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পিটিশন জমা দিয়েছি। অথচ এখনও কিছুই হয়নি। অবশ্য বিজেপি রাজত্বে তো সবই সম্ভব!’’ কল্যাণ যখন সাংবাদিকদের ছবি তোলার জন্য পোস্টারটি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন, সেই সময়ে প্রিয়ঙ্কা গান্ধি সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। কিছু পরেই তিনি কল্যাণকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘‘আমাদের দল থেকেও কিছু সাংসদ প্রথমে আপনার দলে গিয়েছেন এবং পরে সেখান থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।’’ এর জবাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেন, ‘‘ওরা আমাদের টিকিটে জিতে তবেই এসেছিল। ২০১৪ সালেও বাংলায় আপনাদের কোনও অস্তিত্ব ছিল না, এখনও নেই। সেই কারণেই ওরা অন্তত আপনাদের টিকিটে সংসদে পৌঁছতে পারত না।’’ বিতর্কে নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব যোগ দিয়ে কংগ্রেসের পক্ষে কথা বলার চেষ্টা করলে কল্যাণ নিজের রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, ‘‘আমিও একসময় কংগ্রেসে ছিলাম, যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ছিলাম। ১৯৯৭ সালে আপনারা মমতা দিদিকে দল থেকে তাড়িয়েছিলেন। যদি দিদিকে দল থেকে না বের করতেন, তবে আজকে কংগ্রেসের এই দুর্দশা দেখতে হত না।’’ কল্যাণের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বলেন, ‘‘কংগ্রেসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুব সম্মানের চোখেই দেখা হত। রাজীব (গান্ধি) জি মমতাজিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।’’ প্রিয়ঙ্কার কথায় সায় দিয়ে কল্যাণ বলেন, ‘‘হ্যাঁ, আমি জানি রাজীবজি দিদিকে সত্যিই ভালবাসতেন এবং সম্মান করতেন। কিন্তু আপনারা সিপিএম-এর সঙ্গে হাত মেলালেন, যাঁদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছিলাম।’’ এরপর সহকর্মী কংগ্রেস নেতাদের ডাকে প্রিয়ঙ্কা গান্ধি সেখান থেকে চলে গেলেও, গলায় সেই পোস্টার ঝুলেই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের ২৩-তম দলের

জম্মু, ৩০ জুলাই ঃ অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের ২৩-তম দল বৃহস্পতিবার ভোররাত ২টো ৪৪ মিনিটে ৮৩টি গাড়ির কনভয়ে রওনা হয়েছে। এই কনভয়ের মধ্যে রয়েছে ৪১টি বাস, ১১টি মাঝারি মাপের গাড়ি, ৩০টি হালকা গাড়ি এবং একটি দু' চাকার যান। প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বার্ষিক শ্রী অমরনাথ যাত্রার জন্য ১ হাজার ৭৯৫ জনের এই তীর্থযাত্রীদের দলটি বুধবার বৃহস্পতিবারের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। এই তীর্থযাত্রীদের দলে রয়েছেন ১ হাজার ৪০৬ জন পুরুষ, ৩৮৯ জন মহিলা।প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই নতুন দলটি যাত্রা করায় এই বছরের পবিত্র গুহা মন্দিরের উদ্দেশে জম্মু বেস ক্যাম্প থেকে রওনা হওয়া তীর্থযাত্রীদের মোট সংখ্যা হয়েছে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ২০১ জন। পবিত্র অমরনাথ গুহা মন্দিরের বার্ষিক তীর্থযাত্রা সুচারুভাবে চলছে। জম্মু-শ্রীনগর ন্যাশনাল হাইওয়ে এবং বালতাল মার্গে নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কড়া বন্দোবস্ত করা হয়।

টুলু মণ্ডলের বিভিন্ন আস্তানায় হানা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি,বীরভূম, ৩০ জুলাইঃপাথর ও বালি ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের শ্যালক মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা ও সোনা উদ্ধারের পরদিনই অভিযান শুরু করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা টুলুর একাধিক আস্তানা ও সম্পত্তিতে একযোগে হানা দিয়েছে জেলা পুলিশের বিশাল বাহিনী।বুধবার মিনারের বাড়ি থেকে নগদ সাড়ে ২৮ কোটি টাকা এবং প্রায় ১৫ কেজি সোনা উদ্ধার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ও পুলিশ। এর পরেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে মহম্মদবাজার ও সিউড়ি একাধিক জায়গায় শুরু হয় তল্লাশি। এদিন সকালে মহম্মদবাজারে টুলুর একটি গাড়ির পার্কিংয়ে হানা দেয় পুলিশ। উল্লেখ্য, মাত্র দু'দিন আগেই এই পার্কিং এলাকা থেকেই বিপুল পরিমাণ বেআইনি বালি বাজেয়াপ্ত করেছিল জেলা প্রশাসন। মহম্মদবাজারের সোঁতসালে টুলুর একটি বিশাল নির্মীয়মান বাড়িতে তল্লাশি চালায় জেলা পুলিশ। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুরো বাড়িটি ঘিরে রেখেছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি, সিউড়ির সুভাষপল্লিতে টুলু মণ্ডলের বাসভবনেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।ঘটনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে মিনারের স্ত্রী কবিরা খাতুনের বিস্ফোরক দাবি। তিনি দাবি করেছেন, উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা এবং সোনা মিনারের নয়। প্রায় এক বছর আগে টুলু নিজেই এগুলো তাঁদের বাড়িতে গচ্ছিত রেখেছিলেন। কবিরা খাতুনের এই বয়ানের পর বালি ও পাথর ব্যবসার আড়ালে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা পাচারের বিষয়টি আরও জোরালো হচ্ছে।অন্য দিকে, টুলুর শ্যালক মিনার মণ্ডলকে মহম্মদবাজার থানা থেকে সিউড়ি আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে এদিন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, এই তল্লাশি অভিযানে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসতে পারে।

সোমেন মিত্রর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা অধীর চৌধুরীর

কলকাতা, ৩০ জুলাই ঃ আজ আমাদের প্রিয় 'ছোড়দা' প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী সোমেন মিত্র মহাশয়ের প্রয়াণ দিবস। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে লিখলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এবং সাংসদ অধীর চৌধুরী।অধীরবাবু লিখেছেন, বাংলার রাজনীতিতে তিনি ছিলেন এক অভিভাবকতুল্য ব্যক্তিত্ব।সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দলীয় কর্মীদের সংগঠিত রাখতে তাঁর নেতৃত্ব ও অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বহু কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞ দিকনির্দেশনা দলকে পথ দেখিয়েছে।আজকের এই দিনে তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম। সোমেনদা, আপনি আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারতের সংবাদপত্রের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিক্ষোভে উত্তাল লোকসভা, দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই ঃ বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভ ও স্লোগানের জেরে বৃহস্পতিবার প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকসভার অধিবেশন দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।অধিবেশন শুরু হতেই বিভিন্ন ইস্যুতে সরব হন বিরোধী সাংসদরা। নিজেদের আসন থেকে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করেন তাঁরা। পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেন, প্রশ্নোত্তর পর্ব সাংসদদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এই পর্বের মাধ্যমেই সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত হয়। তাই প্রশ্নোত্তর পর্ব সংসদের কাজ ব্যাহত না করার জন্য তিনি

বিরোধীদের প্রতি আবেদন জানান।অধ্যক্ষ বলেন, আমি বারবার সদস্যদের অনুরোধ করেছি, প্রশ্নোত্তর পর্ব সাংসদদের অধিকার। এই পর্বেই সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত হয়। আমার আবেদন, প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে দিন। আপনারা সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করবেন না।তবে অধ্যক্ষের আবেদনেও বিক্ষোভ থামেনি। হইচই অব্যাহত থাকায় শেষ পর্যন্ত তিনি লোকসভার অধিবেশন দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি ঘোষণা করেন।এর আগে, ২৩তম কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারতের ১৩ জন ক্রীড়াবিদের পদক জয়ের জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানানো হয়। এদিন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা পুরুষদের লং জাম্পে ৮.০৯ মিটার লাফিয়ে রুপো জেতা মুরলি শ্রীশঙ্করকে শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি পুরুষদের ১০০ মিটার টি-৪৭ বিভাগে সোনা জয়ী দিলীপ মহাদু গাভিত এবং রুপো জয়ী মহম্মদ বাসিল মোরসিং গানকাঠিকেও লোকসভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান।

প্রায় ৬ দশকের হিংসার পর ভারত এখন নকশাল-মুক্তঃস্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই ঃ প্রায় ৬ দশকের হিংসার পর ভারত এখন নকশাল-মুক্ত, গত বুধবার সংসদে এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, প্রায় ৬ দশকের হিংসা কাটিয়ে দেশ নকশাল-এর কবল থেকে মুক্ত হয়েছে- যে সমস্যাটি একসময় দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য অন্যতম বড় ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হতো। নকশাল মোকাবিলায় জাতীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনা, ২০১৫-এর দৃঢ় বাস্তবায়ন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে কোনও জেলাকেই আর নকশাল-কবলিত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না।নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, নকশাল-কবলিত জেলার সংখ্যা ২০১৮ সালের এপ্রিলে ১২৬ থেকে কমে ৯০-এ নেমে আসে এরপর ২০২১ সালের জুলাইয়ে তা ৭০, ২০২৪ সালের এপ্রিলে ৩৮, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ৮ এবং ২০২৬ সালের মার্চএপ্রিল নাগাদ 'শূন্য'-তে এসে দাঁড়ায়। বর্তমানে ৩৭টি জেলাকে 'লেগ্যাসি অ্যান্ড থ্রাস্ট' জেলা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এগুলি আর নকশাল-কবলিত নয়, তবে অর্জিত পরিস্থিতি সুসংহত করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আরও কিছু সময় সহায়তা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। একটি জেলাকে 'ডিস্ট্রিক্ট অফ কনসার্ন' বা 'উদ্বেগজনক জেলা'র শ্রেণিতে রাখা হয়েছে।

১ ও ৮ আগস্ট 'চেঞ্জ অফ দ্য গার্ড' অনুষ্ঠিত হবে না রাষ্ট্রপতি ভবনে

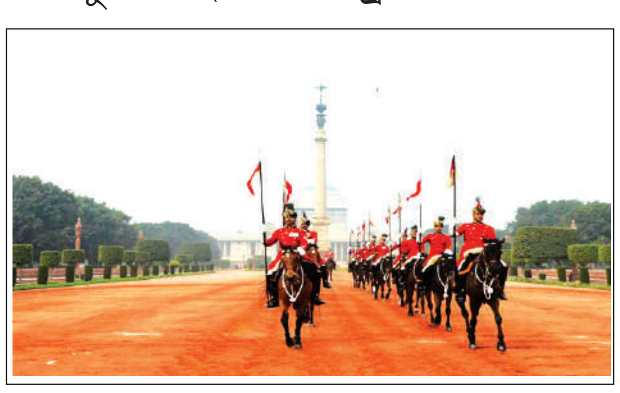

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই ঃ স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতির কারণে রাষ্ট্রপতি ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক রক্ষী পরিবর্তনের ' চেঞ্জ অব গার্ড' অনুষ্ঠানটি আগামী ১ ও ৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে না।রাষ্ট্রপতি ভবনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মহড়ার কারণে দুই দিন চেঞ্জ অব গার্ড অনুষ্ঠান স্থগিত থাকবে। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানটি রাষ্ট্রপতি ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয়। তবে স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতির কারণে এতে সাময়িক পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে এও বলা হয়েছে, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মহড়া সম্পন্ন হওয়ার পর চেঞ্জ অব গার্ড অনুষ্ঠানটি পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী পুনরায় আয়োজিত হবে।

অসমের বন্যা ঃ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জেএসডব্লিউ স্টিলের ৫ কোটি টাকা

গুয়াহাটি, ৩০ জুলাই ঃ অসমের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সর্বশক্তি দিয়ে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পগোষ্ঠী, কর্পোরেট সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এরই মধ্যে জেএসডব্লিউ স্টিল-এর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা এ খবর দিয়ে জানান, জেএসডব্লিউ স্টিল-এর কর্ণধার সজ্জন জিন্দাল কোনও প্রচার বা পূর্বঘোষণা ছাড়া বন্যাকবলিত মানুষের সহায়তায় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫ কোটি টাকা স্থানান্তর করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে লিখেছেন, ' সকালে জেএসডব্লিউ স্টিল-এর সজ্জন জিন্দালের উদারতা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে বা কোনও ধরনের প্রচার ছাড়াই ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫ কোটি টাকা জমা করেছেন।'তিনি আরও জানান, তহবিলের ব্যাংক স্টেটমেন্ট পর্যালোচনার সময় সরকারের দল এই অনুদানের বিষয়টি জানতে পারে।

রাসায়নিক পার্ক করতে শুভেন্দুকে চিঠিতে প্রস্তাব শমীকের

কলকাতা, ৩০ জুলাই ঃ রাজ্যে রাসায়নিক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ' ভারত শিল্প বিকাশ যোজনা রসায়ন' ('ভাব্য -রসায়ন) প্রকল্পের সুযোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি লিখেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্যসভার সাংসদ চাইছেন সিঙ্গুরে এই শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠুক। বৃহস্পতিবার এই খবর প্রকাশ্যে এসেছে।চিঠিতে শমীকবাবু লিখেছেন, রাজ্যে ' কেমিক্যাল পার্ক' (রাসায়নিক শিল্পকেন্দ্র) তৈরির জন্য পাশাপাশি হলদিয়া, রঘুনাথপুর এবং দুর্গাপুরকেও এই শিল্পকেন্দ্র গড়ার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে বলে মনে করছেন তিনি।প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দেশে তিনটি এরকম প্রকল্পের প্রস্তাবের অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্প ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছিল।এই প্রকল্পে মোট আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩,০৩০ কোটি টাকা এর মধ্যে ৩,০০০ কোটি টাকা পার্কের অভ্যন্তরে সাধারণ পরিকাঠামো সুবিধা ও মৌলিক পরিষেবা গড়ে তোলার জন্য এবং ৩০ কোটি টাকা প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষ থেকে ২০৩০-৩১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত অর্থা ৫ বছর ধরে কার্যকর থাকবে।

বাঘ সংরক্ষণে পথপ্রদর্শক ভারত, বাস্তুতন্ত্র বাঁচাতে ব্যাঘ্র সুরক্ষা

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৩০জুলাইঃ বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি গ্রহণ এবং মজবুত প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার মাধ্যমে ভারত বাঘ সংরক্ষণে বিশ্বনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ বাঘের আবাসস্থল ভারত। প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, বিস্তৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং জনসহযোগ বাঘ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনে দিয়েছে। একই সঙ্গে বাঘ ও তাদের আবাসস্থলের ভবিষ্য সুরক্ষিত করতে ভারত বৈশ্বিক সহযোগিতাও জোরদার করছে। বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধিতে, সুরক্ষিত বাস্তুতন্ত্র প্রতি বছর ২৯ জুলাই আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস পালিত হয়। এই প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী বাঘ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে। ভারতের ক্ষেত্রে এই দিনটি বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণ এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রতি সরকারের দীর্ঘদিনের অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করে। একই সঙ্গে এটি বাঘ সংরক্ষণে ভারতের উল্লেখযোগ্য সাফল্যকেও তুলে ধরে। বর্তমানে বিশ্বের সর্বাধিক বন্য বাঘের আবাসস্থল ভারত, যেখানে বিশ্বের মোট বন্য বাঘের প্রায় ৭০ শতাংশ বাস করে। এই সাফল্য দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক নীতিগত সহায়তা, বিস্তৃত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং জনসহযোগিতার ফল, যা বাঘ সংরক্ষণে ভারতকে বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভঃএই সাফল্যের নেপথ্যে বিশেষ ভারতের সঙ্গে বাঘের গভীর সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সম্পর্ক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রাচীন মুদ্রা, রাজমোহর এবং মন্দিরের ভাস্কর্যে বাঘকে শক্তি ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই ঐতিহ্যেরই স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৭২ সালে সরকার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে ভারতের জাতীয় প্রাণী হিসাবে ঘোষণা করে। আজও বাঘ ভারতের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দেশের বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতিগুলোর বিস্তৃত অভিন্ন প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।সাংস্কৃতিক গুরুত্বের পাশাপাশি, বাঘ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শীর্ষ শিকারি (Apex Predator) এবং আমব্রেলা প্রজাতি (Umbrella Species) হিসাবে এটি সুস্থ বনভিত্তিক বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখতে সহাযতা করে। বাঘের আবাসস্থল সংরক্ষণ মানে বন, নদী এবং অগণিত অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতিকে সুরক্ষিত রাখা। এই বনাঞ্চল জলসম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে, মাটির ক্ষয় রোধ করে, পরাগায়নে সহায়তা করে এবং স্থানীয় জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখে। পাশাপাশি, এগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমায় এবং এমন নানা পরিবেশগত পরিষেবা প্রদান করে, যা গ্রামীণ জীবিকা ও নগর অর্থনীতিকে সমর্থন করে। বাঘ ও তার আবাসস্থল সংরক্ষণে সরকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে আরও শক্তিশালী করছে, পরিবেশগত নিরাপত্তা বৃদ্ধি করছে এবং সুস্থাযী উন্নয়নের মাধ্যমে ' ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগিযে চলেছে।আপনি কি জানেন?আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসের সূচনা হয় ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সেন্ট পিটার্সবার্গ টাইগার সামিট থেকে। ভারত-সহ বাঘের আবাসস্থল থাকা ১৩টি দেশের নেতারা ২০২২ সালের মধ্যে বিশ্বে বন্য বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণ করার উচ্চাভিলাষী Tx২ লক্ষ্য গ্রহণ করেন। বর্তমানে এই দিনটি সংরক্ষণে অগ্রগতি পর্যালোচনা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির একটি সার্বিক মঞ্চ হিসাবে কাজ করছে। ২০১০ সালে বিশ্বে আনুমানিক মাত্র ৩,২০০টি বন্য বাঘ অবশিষ্ট ছিল। উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং বৈজ্ঞানিক নজরদারির ফলে ২০২২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে আনুমানিক ৪,৫০০-তে পৌঁছায়, যার সম্ভাব্য পরিসর ছিল ৩,৭০০ থেকে ৫,৬০০। সাম্প্রতিক সামগ্রিক হিসাব অনুযাযী, বর্তমানে বিশ্বে প্রায ৫,৭১১টি বন্য বাঘ রয়েছে, যা ২০১০ সালের তুলনায় প্রায ৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে।ভ্রবাঘের সংখ্যা বৃদ্ধিঃসংকট থেকে পুনরুত্থান বাঘ সংরক্ষণে ভারতের উদ্যোগ আজ বন্যপ্রাণী পুনরুদ্ধারের একটি বিশ্বস্বীকৃত মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০৬ সালের পর থেকে বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন অনুযাযী, দেশে বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন (২০২২) অনুযায়ী, ভারতে বাঘের সংখ্যা ৩,৬৮২। ২০২২ সালের এই সমীক্ষায় দেশের ২০টি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ৬.৪১ লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা পদব্রজে সমীক্ষা করা হয়। এটি বিশ্বের বৃহত্তম এবং সর্বাধিক বিস্তৃত বন্যপ্রাণী সমীক্ষাগুলির অন্যতম। এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য ধারাবাহিক নীতিগত সহায়তা, বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণ এবং শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন। দীর্ঘমেয়াদী আবাসস্থল সংরক্ষণ, কঠোর নজরদারি এবং সমন্বিত বাস্তবাযনের মাধ্যমে ভারতজুড়ে বাঘ সংরক্ষণ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বাঘ সংরক্ষণে শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো বাঘ সংরক্ষণে ভারতের নীতিগত কাঠামো দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার সমন্বয় ঘটিয়েছে। ' টাইগার', ' টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (গজ্ঞক্ক্রি)' এবং ' কনজারভেশন প্ল্যান'- এই তিনটি উদ্যোগ মিলিতভাবে বাঘের আবাসস্থল সংরক্ষণের জন্য একটি শক্তিশালী ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছে।প্রজেক্ট টাইগার প্রজেক্ট টাইগার' ভারত সরকারের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত প্রকল্প। এটি পরিবেশ, বন ও জলবাযু পরিবর্তন মন্ত্রক (MoEFCC) দ্বারা বাস্তবাযিত হয। এই প্রকল্পের লক্ষ্য বাঘের প্রাকৃতিক আবাসস্থলে তাদের সুস্থাযী জনসংখ্যা নিশ্চিত করা। সংরক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তার জন্য বাঘ-অধ্যুষিত রাজ্যগুলিকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয়। আবাসস্থল সংরক্ষণ, বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত ক্ষেত্রভিত্তিক পর্যবেক্ষণের সমন্বয়ে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এই পদ্ধতির ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঘ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হয়েছে। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (NTCA)-র ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ' টাইগার'-এর আওতায দেশের ১৮টি বাঘ-অধ্যুষিত রাজ্যে ৫৮টি টাইগার রিজার্ভের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। এই রিজার্ভগুলির মোট আয়তন প্রায় ৮৪,৫০০ বর্গকিলোমিটার, যা ভারতের মোট ভৌগোলিক এলাকার প্রায় ২.৫৬ শতাংশ। বর্তমানে ' টাইগার' ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং বাঘ ও তাদের আবাসস্থল রক্ষায় সরকারের দীর্ঘমেয়াদী অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটায়। আপনি কি জানেন?বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭২-এর (Wildlife Protection Act, ১৯৭২) ধারা ৩৮ ভি (৩) অনুযাযী, প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে প্রতিটি টাইগার রিজার্ভের জন্য একটি ' কনজারভেশন প্ল্যান' প্রণযন করতে হয়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল, টাইগার রিজার্ভগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং বাঘ, সহ-শিকারি (co-predators) ও শিকার প্রাণীর সুস্থায়ী জনসংখ্যা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (NTCA) ভ্জাঙ্খক্ক ' টাইগার' এবং সংশ্লিষ্ট সংরক্ষণমূলক উদ্যোগগুলির বাস্তবায়ন তদারকি করে। এটি বাঘ-অধ্যুষিত রাজ্যগুলিকে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। সংস্থাটি টাইগার কনজারভেশন প্ল্যান অনুমোদন করে এবং টাইগার রিজার্ভগুলির ব্যবস্থাপনার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) জারি করে। পাশাপাশি, নিয়মিত মূল্যায়নের মাধ্যমে টাইগার রিজার্ভগুলির ব্যবস্থাপনাও পর্যবেক্ষণ করে। NTCA-র বিজ্ঞানভিত্তিক এই পদ্ধতি আবাসস্থল সংরক্ষণকে আরও শক্তিশালী করে, সংরক্ষণমূলক উদ্যোগের সাফল্য বাড়ায় এবং ভারতজুড়ে বন্য বাঘের দীর্ঘমেয়াদী অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।আপনি কি জানেন?NTCA-র চেযারম্যান হলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবাযু পরিবর্তন মন্ত্রী। এছাড়াও, এই কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে রয়েছেন সংসদ সদস্য, ঊর্ধ্বতন সরকারি আধিকারিক এবং বিশেষজ্ঞরা। এই সংস্থা বাঘ সংরক্ষণে নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে, টাইগার রিজার্ভগুলির তদারকি করে এবং সারা দেশে ' টাইগার'-এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে।টাইগার টাস্ক ফোর্স ভারত সরকার বাঘ সংরক্ষণ-সংক্রান্ত হবে।

কেন্দ্রকে নিশানা ইন্ডি জোটের, সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ বিরোধীদের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ জুলাই ঃ প্রশ্নপত্র ফাঁস, ছাত্রদের ওপর পুলিশি পদক্ষেপ এবং পেলেট গান (ছররা) চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী ইন্ডি জোটের সাংসদরা বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ প্রদর্শনে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, কে সি বেণুগোপাল, ধর্মেন্দ্র যাদব, সঞ্জয় রাউত এবং কিশোরী লাল শর্মা-সহ বিরোধী দলগুলির বহু সাংসদ।বিরোধী সাংসদরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে স্লোগান দেন। একটি পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা। তাতে লেখা ছিল 'অর্ডার কিসনে দিয়া' (আদেশ কে দিয়েছিল)। উল্লেখ্য, ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনে পুলিশের পেলেট গান ব্যবহার করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। এই পোস্টারের লেখা সেই উদ্দেশ্যেই বলে মনে করা হচ্ছে।কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল সমাজ মাধ্যমে লেখেন, আর কতদিন দেশকে জবাব দেবেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ? সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনুপস্থিত, আর বিরোধী সাংসদরা সংসদ ভবনের মকর দ্বারে প্রতিবাদ করছেন। বিরোধীরা স্পষ্ট জবাব চায়, পড়ুয়াদের ওপর পেলেট গান চালানোর নির্দেশ কে দিয়েছে? কেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে লোকসভায় বলতে বাধা দেওয়া হয়েছে?প্রসঙ্গত, বিরোধী সাংসদদের অভিযোগ, ছাত্রদের ওপর পুলিশের পদক্ষেপ এবং পেলেট গান ব্যবহারের ঘটনা গুরুতর। সরকারের এই বিষয়ে জবাব দেওয়া উচিত। সরকার পড়ুয়াদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ বিরোধীদের।

জাতীয় হকি দলের জার্সির রং বদল নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ জুলাই ঃজাতীয় হকি দলের জার্সির রং নীল থেকে গেরুয়া করার সিদ্ধান্ত এবং শিক্ষানীতি নিয়ে কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, জার্সির রং বদল বা ইতিহাস নতুন করে লেখার চেষ্টা করলেও দেশের মানুষ সত্যিটা জানেন।প্রিয়াঙ্কা বলেন, জার্সি বদল হোক বা শিক্ষানীতির মাধ্যমে ইতিহাস নতুন করে লেখার চেষ্টা- যাই করা হোক না কেন, দেশের যুবসমাজ কী ভাবছে, তা আপনারা দেখেছেন। যন্তর মন্তরে জড়ো হওয়া তরুণ-তরুণীদের বক্তব্যই দেশের মানুষের কণ্ঠস্বর।তিনি আরও বলেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অহিংসা ও সত্যের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই দেশের আত্মা অহিংসা, সত্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যে নিহিত। যতই বিভাজন, হিংসা বা ঘৃণা ছড়ানোর চেষ্টা করা হোক, দেশের ঐক্য, পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের চেতনাকে নষ্ট করা সম্ভব নয়।এদিন এক কিশোরকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখানোর প্রসঙ্গও তোলেন প্রিয়াঙ্কা। তিনি প্রশ্ন করেন, রাহুলজি যে ছেলেটিকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছিলেন, তার সারা শরীরে যে পেলেটের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো কোথা থেকে এল? আকাশ থেকে পড়েছিল নাকি?

সল্টলেকে দম্পতির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩০ জুলাই ঃ সল্টলেকের অভিজাত এলাকা থেকে উদ্ধার হলো ষাটোর্ধ্ব দম্পতির নিথর দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে সল্টলেকের এ-ই ব্লকে। বৃহস্পতিবার সকালে নিজেদের শোয়ার ঘর থেকেই উদ্ধার করা হয় সজলকুমার কুণ্ডু (৬৪) এবং তাঁর স্ত্রী রঞ্জনা কুণ্ডুর (৬১) মৃতদেহ। ঘর থেকে পোকা মারার বিষের বোতল উদ্ধার হওয়ায় প্রাথমিক তদন্তে বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে। তবে ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।এদিন স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দম্পতির ছেলে বাইরে ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে বারবার বাবা-মায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু টানা ফোন বেজে গেলেও কেউ ফোন না তোলায় সন্দেহ দানা বাঁধে। এরপরই তিনি এক পরিচিত ব্যক্তিকে বিষয়টি জানিয়ে সল্টলেকের বাড়িতে খোঁজ নিতে বলেন। ওই পরিচিত ব্যক্তি সেখানে গিয়ে দেখেন বাড়ি বাইরে থেকে বন্ধ। বারবার কলিং বেল বাজিয়েও ভেতর থেকে কোনও সাড়া পাননি। উদ্বিগ্ন হয়ে ওই ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে দম্পতির ছেলেকে ও পুলিশে খবর দেন।

ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা,৩০জুলাইঃআগামী ১ আগস্ট শনিবার ১০৭-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতিবছরের মতো এবারও সারাদিন ধরে ক্লাবে থাকছে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন।এদিন সকাল সাড়ে ১১টায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চন্দ্র চৌধুরি, শৈলেশ বসু এবং নসা সেনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দিবসের সূচনা হবে। এরপর হবে ক্লাব পতাকা উত্তোলন।বিকেল ৫টায় নজরুল মঞ্চে আয়োজন করা হয়েছে এক জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠান। সেখানে ক্রীড়া ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সম্মান জানানোর ব্যবস্থা করেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ।এবার ইস্টবেঙ্গল ' ভারত গৌরব' সম্মানে ভূষিত করছে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, ইতিহাস-গবেষক ও লেখক সঞ্জীব সান্যালকে। আর বলিউডের জনপ্রিয় সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক প্রীতম চক্রবর্তীকে এই সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে।ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবসে আর যারা সম্মান পাচ্ছেন-নসা সেন নামাঙ্কিত লাইফ টাইম অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক (১৯৮৫) বলাই মুখার্জি।ব্যোমকেশ বসু নামাঙ্কিত লাইফ টাইম অ্যাওযার্ড পাচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক (১৯৮৬) তরুণ দে।অজয় বসু নামাঙ্কিত সাংবাদিক অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন বিক্রান্ত গুপ্তা এবং পুষ্পেন সরকার নামাঙ্কিত চিত্র সাংবাদিক অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হবেন শঙ্কর নাগ দাস।রেফারিদের মধ্যে পঙ্কজ গুপ্ত নামাঙ্কিত অ্যাওযার্ড পাচ্ছেন ভোলানাথ দত্ত। আর প্রতুল চক্রবর্তী নামাঙ্কিত অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হচ্ছেন পীযূষ রায়।ফুটবলে বনোয়ারীলাল নামাঙ্কিত ' ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' সম্মান পাচ্ছেন যৌথভাবে আনোয়ার আলি ও সাথী দেবনাথ।জীবন চক্রবর্তী নামাঙ্কিত বছরের সেরা উদীয়মান ফুটবলারের পুরস্কার পাচ্ছেন এডমুন্ড লালরিনডিকা।ক্রিকেটে গোপাল বসু নামাঙ্কিত ' ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার' সম্মান পাচ্ছেন ঋতম পোড়েল।স্বপন বল নামাঙ্কিত ' সাপোর্টার অফ দ্য ইয়ার' সম্মানে ভূষিত হবেন মনোময় ভট্টাচার্য, ঋজু দাস, কল্পনা চক্রবর্তী এবং শ্যামল মজুমদার।প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামাঙ্কিত অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন বিনো জর্জ।'প্রাইড অফ বেঙ্গল' অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হচ্ছেন সুলঞ্জনা রাউল।আর 'সুপার অ্যাচিভার অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হবে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে এবং ' এক্সিলেন্স ইন মুভি অ্যাওয়ার্ড'-এ সম্মানিত হচ্ছেন পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি আপনার জীবনে মানসিক সমর্থন এবং অর্থবহ কথোপকথন নিয়ে আসবে। পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আপনার শক্তির উৎস হয়ে উঠবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে আপনাকে সাহায্য করবেন। শুভদিন

বৃষঃ আজকের দিনটি মানসিক স্থিতিশীলতা এবং বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে উসাহ দেবে। অর্থব্যয়

মিথুনঃ আপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। অর্থের ব্যয় হবে।

কর্কটঃঘুমন্ত আবস্থায় দেখা সমস্যাগুলো জেগে উঠে মানসিক চাপ আনবে। আপনার ভ্রমণ এবং অর্থ ব্যয় করার মেজাজ থাকবে- কিন্তু আপনি যদি এটা করেন তাহলে আপনি দুঃখিত হবেন।

সিংহ ঃ আজকের দিনটি আপনার জীবনে আত্মবিশ্বাস, শক্তি এবং উদ্দীপনা নিয়ে আসবে। দৃঢ় মনোভাবের কারণে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য বাড়তে পারে। বিভিন্ন আলোচনা ও বৈঠকে আপনি নিজের ভাবনা কার্যকরভাবে তুলে ধরতে পারবেন এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলবেন। প্রেম আসতে পারে

কন্যাঃআজ কর্মক্ষেত্রে আপনার নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার প্রশংসা হতে পারে, যা উন্নতির নতুন সুযোগ এনে দেবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

তুলাঃআধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন। বিতর্ক এবং মুখোমুখি সংঘাত ও অন্যদের মধ্যে অহেতুক দোষ খোঁজা এড়িয়ে চলুন।

বৃশ্চিকঃ আজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। সন্তান হতে পারে।

ধনুঃআজ দলগত কাজ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা আপনাকে সহজে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

মকরঃ আজ কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অর্থবহ সময় কাটালে সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং মানসিক সমর্থন পাবেন। অর্থ ব্যয়।

কুম্ভঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায উন্নতির জন্য সেরা দিন। কারও সাথে পরামর্শ না করে আজ আপনার অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত নয়। আপনি আপনার ঘরের পরিবেশে কোন পরিবর্তন করার আগে অন্যদের সম্মতি পেয়েছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন।।

মীনঃমানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন, কেবলমাত্র তাহলেই সব দিক থেকে উন্নতি করা সম্ভব। মনে রাখবেন এক সুস্থ শরীরে সর্বদা এক সুস্থ মন থাকে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে। অর্থের ব্যয় হবে।

আবহাওয়া

বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে বলে পূর্বাভাস। তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দার্জিলিং-সহ পার্বত্য পাঁচ জেলায় আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সর্তকতা জারি। শনিবার থেকে রবিবার অর্থাৎ সপ্তাহান্তে সেখানে বৃষ্টির সম্ভাবনা ও পরিমাণ বাড়তে পারে।হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগের মেঘ কেটে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ঝড়বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই। বৃষ্টির তীব্রতা এবং পরিমাণ কিছুটা কম হতে পারে এ দিন থেকে।তবে, বুধবার থেকে রবিবার বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। উপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে। সপ্তাহান্তে শনি ও রবিবার উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭২শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৫১মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৩ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৪মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

মানব পাচার বিরোধী দিবসে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট ও নাগেরবাজার থানার সচেতনতা প্রচারভিযান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নাগেরবাজার, ৩০ জুলাই ২০২৬ঃ মানব পাচার রোধে জনসচেতনতা বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট ও নাগেরবাজার থানার পুলিশ। নাগেরবাজার থানা এলাকায় সচেতনতা প্রচার হিসেবে বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি ভ্রাম্যমাণ ট্যাবলোর সূচনা করা হয়। থানা এলাকার বিভিন্ন শপিং মল সেন্টার, অটো স্ট্যান্ড, হনুমান মন্দির প্রাঙ্গণে ও জনবহুল এলাকায় ঘুরে মানব পাচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের সচেতন করা হয় বলেই জানানো হয়েছে। এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন নাগেরবাজার থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরাও। পতাকা নেড়ে ভ্রাম্যমাণ ট্যাবলোটির যাত্রা শুরু হয়। ট্যাবলোটি শপিং মল অটো স্ট্যাণ্ড মন্দির প্রাঙ্গণ সহ বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় পৌঁছে মাইকিংয়ের মাধ্যমে মানব পাচার সম্পর্কে সতর্কতামূলক বার্তা প্রচারভিযান চলে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মানব পাচার একটি সংগঠিত অপরাধ, যার শিকার হন মূলত নারী ও শিশুরা। এই অপরাধের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং সন্দেহজনক কোনও ঘটনার খবর দ্রুত পুলিশকে জানাতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু পাচার বন্ধ হোক সুরক্ষিত হোক প্রতিটি শিশু - সেই বার্তাই তুলে ধরা হয় এই সচেতনতা অভিযানে। ট্যাবলো তে ছিল বিভিন্ন হেল্প লাইন নাম্বার ও। এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের ও পথচলতি সাধারণ মানুষের হাতে মানব পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত তথ্যসম্বলিত লিফলেটও বিতরণ করা হয়। ভ্রাম্যমাণ ট্যাবলোতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তার পাশাপাশি নারী ও শিশু পাচারের কৌশল, তার ভয়াবহ পরিণতি এবং প্রতিরোধের উপায় তুলে ধরা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন নাগেরবাজার থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য, ঘুঘুডাঙা আউটপোস্টের ওসি এসআই অনিমা বিশ্বাস। তাঁরা নাগরিকদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি অপরিচিত ব্যক্তির প্রলোভনে পা না দেওয়া এবং কোনও সন্দেহজনক ঘটনা চোখে পড়লে দ্রুত পুলিশকে জানাতে আহ্বান জানান।পুলিশের আশা, এ ধরনের ধারাবাহিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে মানব পাচারের মতো জঘন্য অপরাধ রোধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে এবং সমাজে নিরাপত্তা ও সচেতনতার পরিবেশ গড়ে উঠবে। অন্যদিকে মানব পাচার বিরোধী ট্যাবলোটি দমদম এবং বেলঘড়িয়া থানা এলাকায় প্রচারভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম এনআইএ থানা, নবান্নের বিজ্ঞপ্তিতে সিলমোহর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ২০২৬ ঃ দীর্ঘদিনের জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) প্রথম নিজস্ব থানা। রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। এর ফলে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তদন্তকারী সংস্থা হিসেবে পরিচিত এনআইএ এবার থেকে পশ্চিমবঙ্গে নিজস্ব থানার মাধ্যমে সরাসরি মামলা রুজু ও তদন্তের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে পারবে। রাজ্যের নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ-সংক্রান্ত তদন্তের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রশাসনিক মহলের একাংশ। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নিউ টাউনের এনবিসিসি ভবনে অবস্থিত এনআইএ-র আঞ্চলিক দফতরের ১৬ তলাতেই চালু হবে নতুন এই থানা। এতদিন পশ্চিমবঙ্গে এন আই এ-র দফতর থাকলেও সংস্থার নিজস্ব কোনও থানা ছিল না। ফলে রাজ্যে এন আই এ-র আওতাভুক্ত কোনও মামলা দায়ের করতে হলে দিল্লির সদর দফতরের মাধ্যমে এফ আই আর নথিভুক্ত করতে হত। সেই কারণে তদন্ত প্রক্রিয়ার বেশ কিছু প্রশাসনিক ধাপ দীর্ঘায়িত হওয়ার অভিযোগ ছিল। নতুন থানা চালু হলে পশ্চিমবঙ্গে এনআইএ-র তদন্তাধীন সমস্ত মামলার এফআইআর এবং প্রাথমিক নথিভুক্তিকরণের কাজ সরাসরি নিউ টাউনের এই থানাতেই সম্পন্ন হবে। তদন্তের গতি আরও দ্রুত হবে বলেই প্রশাসনের আশা। এনআইএ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত পরিচালনার স্বার্থে ইতিমধ্যেই একাধিক শহরে নিজস্ব থানা গড়ে তুলেছে। দিল্লির সদর দফতরের পাশাপাশি মুম্বই, চেন্নাই, রাঁচী, কোচি, ইম্ফল-সহ একাধিক শহরে সংস্থার নিজস্ব থানা রয়েছে। তবে এতদিন কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনও ব্যবস্থা ছিল না। যদিও রাজ্যে এনআইএ-র একটি পূর্ণাঙ্গ দফতর দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছে, কিন্তু থানার অভাবে তদন্তের বেশ কিছু প্রশাসনিক কাজের জন্য দিল্লির উপর নির্ভর করতে হত।

বি.গার্ডেন এলাকায় খুনের চেষ্টার দায়ে আসামীর ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, বি. গার্ডেন, ৩০ জুলাই ২০২৬ ঃ বি.গার্ডেন এলাকায় প্রকাশ্য রাস্তায় খুনের চেষ্টায় দায়ে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৮ ধারায় আসামীর সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ৫,০০০ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন বিচারক। হাওড়ার তৃতীয় ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে এই মামলায় সরকারি আইনজীবী ছিলেন অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। বুধবার হাওড়া জেলার তৃতীয় ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের বিচারক দেবশ্রী লাহিড়ী আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বৃহস্পতিবার এই মামলার সাজা ঘোষণা করা হয়। এই মামলায় অভিযুক্ত যুবককে প্রকাশ্য রাস্তায় এক ব্যক্তির অণ্ডকোষ টেনে ছিঁড়ে দিয়ে অনিচ্ছাকৃত খুনের চেষ্টার অপরাধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৮ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করা হয়। সরকারপক্ষের আইনজীবী অরিন্দম মুখোপাধ্যায় জানান, মামলার ঘটনার সূত্রপাত হয় গত ১০/০৯/২০২০ তারিখে। ওই দিন রাত ১০টা নাগাদ, হাওড়ার বি গার্ডেন থানার অন্তর্গত বি গার্ডেন রোডে মদ খাওয়া নিয়ে এলাকায় গণেশ যাদবের সাথে তাঁর শ্যালকের গণ্ডগোল শুরু হলে নির্মল মাঝি নামের এক ব্যক্তি বিষয়টি মীমাংসা করতে সেখানে যান। তখন হঠাৎ করেই গণেশ যাদব পূর্ব আক্রোশবশত নির্মলের উপর চড়াও হয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে ও তাঁকে মেরে ফেলার উদ্দ্যেশ্যে তার অণ্ডকোষটি টেনে ছিঁড়ে দেয়। নির্মলের বাড়ির লোকজন ঘটনাটি দেখতে পেয়ে সেখানে ছুটে আসেন ও তাঁকে সাথে সাথে সাউথ হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থা ও জখমের গুরুত্ব পরীক্ষা করে তাঁকে সাথে সাথে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তির জন্য লিখে দেয়। নির্মলের বাড়ির লোক উপায় না দেখে তাঁকে সাথে সাথে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। সেখানে বেশ কিছুদিন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি থাকার পর তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে, নির্মলের মেয়ে স্থানীয় বি গার্ডেন থানায় সমস্ত ঘটনা জানিয়ে গণেশ যাদবের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বি গার্ডেন থানার অফিসার তদন্ত শুরু করে গণেশ যাদবকে গ্রেফতার করেন। ইতিমধ্যে নির্মল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। মামলার তদন্ত শেষে মামলাটি বিচারের জন্যে তৃতীয় ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে আসে। মামলার বিচার শুরু হলে আসামী নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে দাবী করেন। বিচার চলাকালীন সরকারপক্ষের তরফে নির্মল, তাঁর ছেলে ও মেয়ে, একাধিক হাসপাতালের তিনজন ডাক্তার সহ একাধিক স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। যাদের মধ্যে যে ডাক্তারবাবু হাওড়া হাসপাতালে নির্মলের চিকিৎসা করেন তিনি নিশ্চিত করে বলে যান যে এই আঘাত মেরে ফেলার জন্যই করা হয়েছিল ও এর ফলে নির্মলের মৃত্যু ঘটলেও সেটা অস্বাভাবিক হতো না। সাউথ হাওড়া হাসপাতালের যে ডাক্তার নির্মলের চিকিৎসা করেন তিনিও একই কথা বলেন। বিচার শেষে বুধবার আদালত গণেশ যাদবকে, নির্মলকে গুরুতর আঘাত করে অনিচ্ছাকৃত খুনের চেষ্টার অপরাধে ৩০৮ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেন। সমগ্র মামলাটি আসামীকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রেখেই সম্পন্ন করা হয়। একাধিকবার জামিনের চেষ্টা করার পরেও তার জামিন হয়নি। বিচারে গণেশ যাদবকে আদালত সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও অতিরিক্ত ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন। বুধবার, আসামীকে আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। বৃহস্পতিবার মামলাটির সাজা ঘোষণা করা হয়। অরিন্দমবাবু আরও জানান যে, মামলাটিতে ৩০৭ ধারার পরিবর্তে কি কারণে ৩০৮ ধারায় কম সাজা ঘোষণা করা হয় সেটি খতিয়ে দেখ তে হবে। রায়ের প্রতিলিপি আরও বিশদে খতিয়ে দেখার পরেই সরকারপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবেন, ৩০৭ ধারায় সাজার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সরকারপক্ষ উচ্চ আদালত অর্থাৎ মহামান্য হাইকোর্টে আপিল করবেন কিনা। ঘটনাটির আঘাতের নৃশংসতা সমাজকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো ছিল। মামলাটিতে গণেশ যাদবের পক্ষের আইনজীবী ছিলেন তন্ময় ভট্টাচার্য।

পুজোর আগেই বঙ্গ বিজেপিতে বড় সাংগঠনিক রদবদল, জেলা থেকে বুথ স্তর পর্যন্ত বদলের প্রস্তুতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ২০২৬ ঃ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করে তুলতে বড় ধরনের সাংগঠনিক রদবদলের পথে হাঁটতে চলেছে বঙ্গ বিজেপি। পুজোর আগেই রাজ্যের সর্বস্তরে সাংগঠনিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্য নিয়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং দলীয় সংগঠনের দায়িত্ব আলাদা রেখে নতুন নেতৃত্বকে সামনে আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের একাধিক জেলায় জেলা সভাপতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু জেলা স্তরেই নয়, মণ্ডল সভাপতি এবং বুথ স্তরেও ব্যাপক রদবদল করা হতে পারে। সংগঠনের ভিত আরও মজবুত করতে নিচুতলায় সক্রিয় ও গ্রহণযোগ্য নেতাদের দায়িত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর গত কয়েক মাসে নিচুতলার কিছু নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রাজ্য নেতৃত্বের কাছে জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। দলের অন্দরের খবর, যাঁদের বিরুদ্ধে দায়িত্বে গাফিলতি, ক্ষমতার অপব্যবহার বা সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের অনেককেই সাংগঠনিক পদ থেকে সরানো হতে পারে। আগামী দিনের সংগঠনকে আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে এই পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বঙ্গ বিজেপি থেকে অন্তত দু'জন নেতাকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও দলের অন্দরে আলোচনা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, একজনকে জাতীয় সহ-সভাপতি এবং অন্যজনকে জাতীয় সম্পাদক পদে আনা হতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁদের নাম চূড়ান্ত হয়নি। এর আগে বাংলার নেতাদের মধ্যে দিলীপ ঘোষ জাতীয় সহ-সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। রাহুল সিনহাও জাতীয় সম্পাদক পদে ছিলেন। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ছিল বিরোধী দল। বর্তমানে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকায় দিল্লির কাছে বঙ্গ বিজেপির গুরুত্ব অনেকটাই বেড়েছে। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় স্তরে বাংলার প্রতিনিধিত্ব আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই কারণে রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভায় জায়গা পাওয়া বিজেপি বিধায়কদের সাংগঠনিক কমিটিতে না রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা নেতাদের পরিবর্তে সংগঠনের কাজে দীর্ঘদিন যুক্ত এবং মাঠ পর্যায়ে সক্রিয় নেতাদের সামনে আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বিজেপি নেতৃত্বের মতে, অন্য রাজ্যগুলিতে ক্ষমতায় থাকার অভিজ্ঞতা থাকলেও বাংলায় এটি দলের প্রথম সরকার। তাই প্রশাসন পরিচালনার পাশাপাশি সংগঠনকে শক্তিশালী রাখা এখন অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। ক্ষমতার পরিবর্তনের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলেও দলের অভ্যন্তরে আলোচনা রয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও সংগঠনে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরির বিষয়ে বার্তা দিয়েছেন। দলের একাংশের বিরুদ্ধে নিচুতলায় ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগও এসেছে বলে জানা গিয়েছে। সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখছে নেতৃত্ব। সব দিক বিবেচনা করেই আগামী দিনের জন্য নতুন সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করতে চাইছে বিজেপি। লক্ষ্য একদিকে সংগঠনের ভিত শক্ত করা, অন্যদিকে দায়িত্বশীল ও সক্রিয় নেতৃত্বকে সামনে নিয়ে আসা। পুজোর আগেই এই রদবদল সম্পন্ন হলে বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক চেহারায় বড় পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবস ঘিরে দুই তৃণমূলের টানাপোড়েন, পুলিশের দ্বারস্থ ঋতব্রত শিবির

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ২০২৬ ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের বিভাজন এবার আরও স্পষ্টভাবে সামনে আসতে চলেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে। গত ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন ঘিরে দুই শিবিরের পৃথক কর্মসূচি যেমন রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল, তেমনই এবার আগামী ২৮ আগস্ট টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নতুন করে সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'কালীঘাট' তৃণমূল, অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'আসল' তৃণমূল; দুই পক্ষই নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। সূত্রের খবর, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের কাছে প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতির আবেদন জানিয়েছে। কয়েকদিন আগেই সেই আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে কোনও নির্দিষ্ট একটি জায়গার জন্য আবেদন না করে একাধিক সম্ভাব্য স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও সেই স্থানগুলির নাম প্রকাশ্যে আনতে রাজি হয়নি ঋতব্রত শিবির। নেতৃত্বের দাবি, তাঁদের কাছে জায়গার থেকে গুরুত্বপূর্ণ আইন মেনে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করা। পুলিশ যে স্থান ও অনুমতি দেবে, সেখানেই প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান করা হবে। তবে কর্মসূচি বাতিল করার কোনও প্রশ্নই নেই বলেও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতার মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির সামনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়ে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই কর্মসূচি দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমাবেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূলের অন্দরে তৈরি হওয়া বিভাজনের জেরে এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সংগঠন, অন্যদিকে তাঁর একসময়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের নিয়ে গঠিত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন শিবির; দুই পক্ষই নিজেদের সংগঠনকে প্রকৃত তৃণমূল হিসেবে তুলে ধরতে মরিয়া। জানা গিয়েছে, প্রতিষ্ঠা দিবসকে সফল করতে ইতিমধ্যেই সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। বিভিন্ন জেলার সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা নেতৃত্বের প্রতিনিধিরা কলকাতায় এসে প্রস্তুতি বৈঠকেও অংশ নিচ্ছেন বলে খবর। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ থেকে বেশি সংখ্যক ছাত্র-যুব কর্মীকে সমাবেশে আনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেই কারণে উত্তরবঙ্গের নেতৃত্বের সঙ্গে পৃথকভাবে ধারাবাহিক আলোচনা চালানো হচ্ছে। সংগঠনের সভাপতি সুদীপ রাহা নিজে গোটা প্রস্তুতির দায়িত্ব নিয়ে প্রতিটি বিষয় তদারকি করছেন বলেও দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরও এবার প্রতিষ্ঠা দিবসকে ঘিরে নিজেদের প্রস্তুতি জোরদার করেছে। আগের মতোই মেয়ো রোডে কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে দলীয় মহলে আলোচনা চলছে। দুই পক্ষের কর্মসূচি ঘিরে শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা পুলিশ, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের। অনুমতি, স্থান নির্বাচন এবং নিরাপত্তা; সবদিক বিবেচনা করেই প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে 'কালীঘাট' তৃণমূলের অন্যতম নেতা তথা দলের আইনজীবী বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা দাঁড়িয়ে গেলেও সেখানেই লোক আসবে। এরা যত অনুমতি বাতিল করবে, তত মানুষ দিদির সঙ্গে আসবে। আর বিজেপি ছাত্রছাত্রীদের উপর যে অত্যাচার করেছে তাতে দিদির কর্মসূচিতেই বাংলার ছাত্র যুবরা আসবে। কারণ তারা জানে, প্রতিবাদের মুখ শুধু দিদিই।' আগামী ২৮ আগস্টের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। একই সংগঠনের পরিচয় দাবি করে দুই শিবিরের পৃথক কর্মসূচির প্রস্তুতি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ কোন পক্ষকে কোথায় অনুমতি দেয় এবং দুই শিবিরের শক্তি প্রদর্শন কতটা সফল হয়, এখন সেই দিকেই নজর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

রিষড়ার ফ্ল্যাটে বসেই দেশজুড়ে সাইবার প্রতারণা, পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ৯, উদ্ধার মোবাইল-ডেবিট কার্ড

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৩০ জুলাই ২০২৬ ঃ হুগলির রিষড়ায় ভাড়া নেওয়া একাধিক ফ্ল্যাটকে ঘাঁটি বানিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে টার্গেট করে সাইবার প্রতারণার জাল বিস্তার করেছিল একটি সংঘবদ্ধ চক্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে ওই চক্রের ৯ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে রিষড়া থানার পুলিশ। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ২১টি মোবাইল ফোন, ১৬টি ডেবিট কার্ড, তিনটি পাসবই, তিনটি চেকবই এবং একটি মেট্রো কার্ড। ধৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক-সহ দেশের একাধিক রাজ্যের বাসিন্দাদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই রিষড়ার একটি আবাসনের তিনটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে এই প্রতারণা চক্র তাদের কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার রাতে ওই ফ্ল্যাটগুলিতে হানা দেয় রিষড়া থানার একটি বিশেষ দল। অভিযানের নেতৃত্ব দেন থানার ওসি পরমেশ্বর প্রামাণিক। তিনটি ফ্ল্যাটের মধ্যে একটি তখন বন্ধ অবস্থায় ছিল। বাকি দুটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে ৯ জনকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদ এবং প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ এখন খতিয়ে দেখছে এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত এবং পলাতক সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রিষড়া থানায় সাংবাদিক বৈঠকে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (শ্রীরামপুর) অর্ণব বিশ্বাস জানান, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরেই রিষড়ায় ভাড়া নিয়ে থাকা ফ্ল্যাট থেকে ফোনের মাধ্যমে সারা দেশে প্রতারণা চালিয়ে আসছিল। তদন্তে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রেকর্ডের প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে দায়ের হওয়া অন্তত ৩৩টি প্রতারণার অভিযোগের সঙ্গে এই চক্রের যোগসূত্র মিলেছে। সেই সমস্ত ঘটনায় প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ হয়েছে বলেও প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। পুলিশের দাবি, ধৃতরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে প্রতারণার জাল বিস্তার করেছিল। বিভিন্ন নম্বরে ফোন করে সাধারণ মানুষকে লটারি জেতার প্রলোভন, সহজ শর্তে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কিংবা অন্যান্য আকর্ষণীয় অফারের কথা বলে বিশ্বাস অর্জন করা হত। এরপর ধাপে ধাপে ব্যাঙ্কের তথ্য বা অনলাইন লেনদেনের মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হত। তদন্তকারীদের অনুমান, প্রতারণার কৌশল অনেকটাই কুখ্যাত জামতারা গ্যাংয়ের ধাঁচে পরিচালিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যেই যেসব রাজ্যে এবং থানায় এই সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের হয়েছে, সেসব থানার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট। আন্তঃরাজ্য সমন্বয়ের মাধ্যমে গোটা চক্রের বিস্তৃতি, আর্থিক লেনদেন এবং ধৃতদের নেটওয়ার্ক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের আশা, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলবে এবং এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও সদস্যদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

সল্টলেকের বাড়িতে দম্পতির রহস্যমৃত্যু, ঘর থেকে উদ্ধার বিষের বোতল, তদন্তে পুলিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ২০২৬ ঃ বিধাননগরের সল্টলেকে এক আবাসিক এলাকার বাড়ি থেকে এক দম্পতির দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় সজলকুমার কুণ্ডু এবং তাঁর স্ত্রী রঞ্জনা কুণ্ডুর নিথর দেহ। প্রাথমিক তদন্তে ঘর থেকে একটি বিষের বোতল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ফলে বিষ পান করে আত্মহত্যার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে নারাজ তদন্তকারীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দম্পতির একমাত্র ছেলে পেশায় চালক। বুধবার তিনি স্ত্রীকে নিয়ে উল্টোডাঙায় শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। সেদিন রাত প্রায় ১০টা নাগাদ বাবা-মায়ের সঙ্গে তাঁর শেষবার ফোনে কথা হয়। সবকিছু স্বাভাবিক ছিল বলেই জানা গিয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁদের ফোনে পাওয়া যায়নি। পরপর একাধিকবার ফোন করলেও দু'জনেরই মোবাইল বন্ধ থাকায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তিনি। পরিস্থিতি অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় ছেলেটি পাশের বাড়ির এক প্রতিবেশীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বাবা-মায়ের খোঁজ নিতে অনুরোধ করেন। প্রতিবেশী দম্পতির বাড়িতে গিয়ে বারবার ডাকাডাকি করলেও ভিতর থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। গেটও কেউ খুলছিলেন না। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় আশপাশের বাসিন্দাদের খবর দেওয়া হয়। একইসঙ্গে পুলিশকেও জানানো হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দম্পতির ছেলেও সেখানে চলে আসেন। পুলিশের উপস্থিতিতে জানা যায়, বাড়ির মূল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। তবে ছেলের কাছে অতিরিক্ত একটি চাবি থাকায় সেটি দিয়েই দরজা খোলা হয়। ঘরে ঢুকতেই খাটের উপর পাশাপাশি পড়ে থাকতে দেখা যায় সজলকুমার কুণ্ডু এবং রঞ্জনা কুণ্ডুর দেহ। ঘটনাস্থল ঘিরে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ঘরের ভিতর তল্লাশি চালিয়ে একটি বিষের বোতল উদ্ধার হয়। সেই সূত্র ধরেই প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, দম্পতি বিষ পান করে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। যদিও এই মুহূর্তে অন্য কোনও সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রঞ্জনা কুণ্ডু দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন এবং চিকিৎসাধীন ছিলেন। তবে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে এই মৃত্যুর কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তকারীরা দম্পতির পারিবারিক পরিস্থিতি, সাম্প্রতিক গতিবিধি এবং মানসিক অবস্থার বিষয়েও খোঁজখবর নিচ্ছেন। ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে, ফলে মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা আরও বেড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ফরেন্সিক পরীক্ষার ফল হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। পাশাপাশি দম্পতির পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী এবং পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সল্টলেকের শান্ত আবাসিক এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে শোকের পাশাপাশি উদ্বেগও ছড়িয়েছে।

জমি জালিয়াতির অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিকে পুনরায় আদালতে পেশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ২০২৬ ঃ জয়নগর জয়নগরে জায়গা জমির নামে জালিয়াতি সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেফতার ব্যক্তিকে পুনরায় বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ জয়নগর থানার পুলিশের। জায়গা বিক্রি করে দেওয়ার নামে কয়েক লক্ষ টাকা জালিয়াতি করার অভিযোগে নরেন্দ্রপুর থেকে গ্রেফতার হওয়া এক ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার পুনরায় জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,বেশ কয়েক মাস আগে তৎকালীন শাসক তৃনমূল ঘনিষ্ঠ কুলতলির কৃপাখালি এলাকার বাসিন্দা অশোক হালদার (৩৮) জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতের এক ব্যক্তির জায়গা কিনে দেওয়ার নামে কয়েক লক্ষ টাকা নেয় এবং সেই জায়গা দেয় ও না আবার টাকা ও ফেরত দেয়না।শেষ পর্যন্ত দক্ষিন বারাশতের ঐ ব্যক্তি জালিয়াতির শিকার হয়ে জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার পরেই তদন্তে নেমে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ নরেন্দ্রপুর থানা এলাকা থেকে ২২শে জুলাই অশোক হালদারকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে ২৩ শে জুলাই জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে মহামান্য বিচারক সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর সেই মত বৃহস্পতিবার ধৃতকে পুনরায় জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে সাত দিনের আবার পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে।ইতিমধ্যে ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। তাই ধৃতকে আবার নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার তদন্তকারি পুলিশআধিকারিক।

গোসাবা থানার উদ্যোগে ২৩টি হারানো মোবাইল তুলে দেওয়া হলো প্রকৃত মালিকদের হাতে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোসাবা, ৩০ জুলাই ২০২৬ ঃ আবার পুলিশি পরিষেবার আরও এক উজ্জ্বল নজির গড়ল বারুইপুর পুলিশ জেলার গোসাবা থানা। বৃহস্পতিবার গোসাবা থানার উদ্যোগে যথাযথ মালিকানা যাচাইয়ের পর উদ্ধার হওয়া ২৩টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনতাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গোসাবা থানার সাইবার হেল্প ডেস্কের নিরলস প্রচেষ্টা ও ধারাবাহিক তৎপরতায় এ পর্যন্ত ১৭০টিরও বেশি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। গোসাবা থানার ওসি সনাতন কর্মকারের নির্দেশেএই সফল উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর সৌমেন্দু নন্দ ও তাঁর টিম। আর দীর্ঘদিন পর নিজেদের মূল্যবান মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে উপভোক্তারা পুলিশের প্রতিআন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁদের মুখে ছিল স্বস্তি ও আনন্দের হাসি। এই উদ্যোগের মাধ্যমে গোসাবা থানার সাইবার হেল্প ডেস্ক ও গোসাবা থানার পুলিশ আবারও প্রমাণ করল, প্রযুক্তি নির্ভর দ্রুত পরিষেবা ও নাগরিক বান্ধব পুলিশিংয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে তারা পুরোপুরি বদ্ধপরিকর।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ শাখার পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করলেন ওংকার নাথ মিশনের রাষ্ট্রীয় মহাসচিব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ২০২৬ ঃ গুরুপূর্ণিমা'-র পবিত্র তিথিতে 'ওঙ্কারনাথ মিশন'-এর সাংগঠনিক তথা ধর্মীয় শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে সংগঠনের রাজ্য শাখাকে নতুন ভাবে সাজানোর লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে সংগঠনের পদাধিকারীকদের নাম ঘোষণা করলেন 'অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়'-এর 'কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদ'এর মহাসচিব প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়। 'অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়' পরিচালিত 'মহামিলন মঠ'-এ আয়োজিত 'শ্রী শ্রী গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব ২০২৬' নামাঙ্কিত এক অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সংগঠনের রাষ্ট্রীয় মহাসচিব প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, তরাজ্য আহ্বায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গে সংগঠনের বিরক্ত সংঘ, বিদ্বত সংঘ, মাতৃ সংঘ, ছাত্রযুব সংঘ, চিকিৎসক সংঘ, অধিবক্তা সংঘ, সমবায় সংঘ, ক্রীড়া সংঘ, শিক্ষক সেবক সংঘ, শ্রমিক সেবক সংঘ, কৃষক সেবক সংঘ, স্বদেশ সেবক সংঘ আদি একাধিক ভ্রাতৃ সংগঠনের মতো একাধিক শাখা সক্রিয় ভাবে কাজ করবে।দ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় একাধিক ভ্রাতৃ সংগঠনের নেতৃবৃন্দর নাম ঘোষণা করে জানান, তসংগঠনের আদর্শ, ধর্মীয় পরম্পরা, সনাতনী রীতি সহ ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক বাহক রূপে কাজ করবে এই আমাদের এই ভ্রাতৃ সংগঠনগুলো।দ 'অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়'-এর নবনির্মিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ শাখার রাজ্য আহ্বায়ক সৌরভ চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে জানিয়েছেন, তভারতীয় উচ্চ সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে 'গুরু কৃপাহি কেবলম' এই আপ্তবাক্যকে পাথেয় করেই কাজ করবে 'অখিল ভারত জয়গুরু সংঘ'-র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ শাখার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন ভ্রাতৃ সংগঠন।দ তিনি আরও জানান যে লোকসভা বিধানসভা এবং জেলা ভিত্তিক এবং মন্ডল কমিটি গঠিত হবে আগামী দিনে।

গোলাপি-কমলা নতুন ইউনিফর্মে পথে নামবে 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড',

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ২০২৬ ঃ কলকাতা শহরে নারীদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে নতুন উদ্যোগ নিল কলকাতা পুলিশ। এতদিন 'উইনার্স' নামে পরিচিত মহিলাদের স্কুটি টহলদারি বাহিনী এবার থেকে নতুন পরিচয়ে কাজ করবে। এই বিশেষ বাহিনীর নতুন নাম রাখা হয়েছে 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড'। শুধু নাম বদল নয়, এই বাহিনীর সদস্যদের জন্য আনা হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন ইউনিফর্ম ও বিশেষ নকশার হেলমেট। কলকাতা পুলিশের মতে, নতুন এই পরিচয় ও পোশাক নারীদের নিরাপত্তা রক্ষার বার্তাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং শহরের সাধারণ মানুষের কাছেও এই বাহিনীকে সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। নতুন ইউনিফর্মে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে রং, নকশা এবং প্রতীকের উপর। 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড'-এর সদস্যদের পরনে থাকবে গোলাপি ও কমলা রঙের সংমিশ্রণে তৈরি ওয়েস্টকোট অথবা অ্যাপ্রন। ডিউটির সময় নিয়মিত পুলিশের পোশাকের উপর এই বিশেষ ইউনিফর্ম পরতে হবে। ইউনিফর্মের সামনের ও পিছনের অংশে থাকবে গোলাপি রং, আর কলার ও দু'পাশে থাকবে উজ্জ্বল কমলা রঙের ব্যবহার। পোশাকের বোতামও হবে কমলা রঙের। পাশাপাশি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বহনের সুবিধার জন্য দু'পাশে থাকবে সাইড পকেট এবং ভিতরেও রাখা হয়েছে অতিরিক্ত পকেটের ব্যবস্থা। এই ইউনিফর্মের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল এর প্রতীকী নকশা। পোশাকের সামনের বাঁদিকে এবং পিছনের অংশে থাকবে মা দুর্গার মুখের ছবি। সেই ছবিতে ত্রিনয়ন থেকে উদ্ভাসিত হবে ত্রিশূলের প্রতীক, যা শক্তি, সাহস ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বার্তা বহন করবে। এই প্রতীকের ঠিক নিচেই ইংরেজিতে বড় অক্ষরে লেখা থাকবে (Durga Suraksha Squad)। কলকাতা পুলিশের দাবি, এই প্রতীক শুধু একটি নকশা নয়, বরং নারীর শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন। শহরের পথে ডিউটিতে থাকা এই বাহিনীর সদস্যদের দেখলেই সাধারণ মানুষের কাছে নিরাপত্তার একটি ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে যাবে। লালবাজারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ইউনিফর্মের রং নির্বাচনেও রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। গোলাপি রং সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা এবং মানবিকতার প্রতীক। অন্যদিকে কমলা রং শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তার বার্তা বহন করে। এই দুই রঙের সমন্বয়ের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড'-এর সদস্যরা যেমন বিপদে পড়া নারীদের পাশে মানবিকভাবে দাঁড়াবেন, তেমনই নারীদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতেও প্রস্তুত থাকবেন। কলকাতা পুলিশের আশা, নতুন এই ইউনিফর্ম বাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও দায়িত্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে তুলবে। ইউনিফর্ম তৈরির ক্ষেত্রেও বেশ কিছু নির্দিষ্ট মানদণ্ড বেঁধে দিয়েছে লালবাজার। পোশাক এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তা আধুনিক, পেশাদার এবং দীর্ঘদিন ব্যবহারের উপযোগী হয়। একইসঙ্গে পোশাক হতে হবে হালকা, আরামদায়ক এবং সহজে পরা ও খোলা যায় এমন। বিভিন্ন শারীরিক গঠনের পুলিশকর্মীরা যাতে স্বচ্ছন্দে এই ইউনিফর্ম ব্যবহার করতে পারেন, সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কলকাতার সামার ক্যাম্প অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন আঞ্চলিক কার্যালয়ের ডেপুটি কমিশনার শ্রীমতী মীনাক্ষী জৈন কে অভ্যর্থনা জানান আই আই এস ই আর এর অধিকর্তা অধ্যাপক সুনীল কুমার খারে। কল্যানী মোহনপুরে। ছবি ঃ আশিস কুমার ঘোষ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৪০ সংখ্যা, শুক্রবার , ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩৩

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ এবং ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম ও অষ্টম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন ২১ জুলাই, ১৯০৬ সালে। ১৮৬৫ সালে দাদাভাই নওরোজির সহায়তার লন্ডনে তিনি ভারতীয়দের জন্যে ইন্ডিয়া সোসাইটি গঠন করেন। পরে ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনে তিনি তাঁর বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহায্য করেন। এটি ছিল ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠায়ও তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এর প্রথম এবং অষ্টম সভাপতি মনোনীত হন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক কাউন্সিলেরও সদস্য ছিলেন ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত। রাজনীতিতে দারুণ উৎসাহী ছিলেন বলে ১৮৯৮ সালে তিনি লিবারেল দলের প্রার্থী হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্সের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। উমেশচন্দ্র ছিলেন উদারনৈতিক এবং স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহী সমর্থক। সেজন্যে তিনি বিলেত থেকে ফিরেই তাঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনীকে আধুনিক শিক্ষা দিয়ে তাঁকে আধুনিকা করে তোলেন। তিন সন্তান সহ তাঁকে তিনি বিলেতে পাঠান ১৮৭৪ সালের প্রথম দিকে। ১৮৮৮ সালে উমেশচন্দ্র লন্ডনের দক্ষিণ শহরতলীতে একটি বাড়ি কেনার পর হেমাঙ্গিনী তাঁর সন্তানদের নিয়ে স্থায়ীভাবে লন্ডনে বাস করতে থাকেন। এই বাড়িটি কার্যত প্রবাসী ভারতীয়দের রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়। উমেশচন্দ্রের পুত্র এবং কন্যারা অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তাঁর জন্ম কলকাতার খিদিরপুরে। তাদের আদি নিবাস ছিল বাগাণ্ডা, হুগলি। তাঁর পিতা গিরীশ চন্দ্র অ্যাটর্নি ছিলেন। উমেশচন্দ্র ১৮৬৪ সালে রুস্তমজী জামশেদজী জিজিবাই বৃত্তি পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে ইংল্যান্ডে আইন অধ্যয়ন করতে যান। ১৮৬৭ সালের জুন মাসে তিনি ব্যারিস্টার হন এবং তার প্রায় দেড় বছর পরে কলকাতায় ফিরে ১৮৬৮ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন। কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর উমেশচন্দ্র ১৯০২ সাল থেকে স্থায়ীভাবে লন্ডনে বাস করেন এবং ১৯০৬ সালে মারা যান। কংগ্রেসের সভাপতি পদ গ্রহণ করে তিনি কংগ্রেস দলরে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কংগ্রেসের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। কংগ্রেস সেই সময়ে ভারতীয়েদর দাবি দাওয়া নিয়ে ব্রিটিশ সরকারে কাছে পেশ করতো এবং সরকারের কাছে আবেদন রাখতো যে ভারতীয়দের দাবিগুলো যেন সরকার মেনে নেয়। শুরুতে কংগ্রেস দল জাতীয় সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। কংগ্রেস তখন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয়দের দাবিগুলোকে বাস্তবে পূরণ করার চেষ্টা করতো। পরে কংগ্রেস দল ভারতের জাতীয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে এবং আরও পর স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রধান দল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস দলটাকে শক্তিশালী দলে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার ফলে কংগ্রেস দল আজও টিঁকে রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে কংগ্রেস দলে সদস্য পদ গ্রহণ করেছিল দেশের অধি কাংশ ইতিহাস বিখ্যাত দেশ নেতারা।

কবি বরফি

রবীন্দ্রনাথকে 'কবিসম্বর্ধনা বরফি' খাইয়েছিলেন যে বিস্মৃত নারী। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্মদিন। অতিথি-অভ্যাগতদের ভিড়। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রয়েছে খাবার-দাবারের আয়োজন। ঠাকুরবাড়ির নিমন্ত্রণ বলে কথা, তার ওপর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব। পদ-নির্বাচনে রুচি ও যত্নের ছাপ তাই অবধারিত। বিশেষ কোনও মেনুও তো প্রয়োজন এমন দিনে। হেমেন্দ্রনাথের মেজো মেয়ে প্রজ্ঞাদেবী কবিগুরুর জন্য বানালেন একটা বিশেষ ধরনের বরফি। ফুলকপি, খোয়া ক্ষীর, বাদাম, কিশমিশ, জাফরানপাতা, সোনা রুপোর তবক দিয়ে তৈরি এই বরফির নাম তিনি দিয়েছিলেন; 'কবিসম্বর্ধনা বরফি'। যেমন নাম, তেমনই স্বাদ। খেয়ে তারিফ করেছিলেন সবাই। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও নাকি বুঝতে পারেননি, বরফি তৈরি হয়েছে ফুলকপি দিয়ে। এমন সব আশ্চর্য খাবার বানিয়ে অনায়াসে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারতেন প্রজ্ঞাদেবী। শুধু নতুন নতুন খাবার তৈরিই নয়, তাদের নামও দিতেন বেশ রসিয়ে। এইভাবে কত নতুন 'শ্রুতিমধুর' ও সুস্বাদু খাবারের সন্ধানই যে তিনি দিয়ে গেছেন রসনাপ্রিয় বাঙালিদের। তবে, প্রজ্ঞাদেবীকে নিছক রন্ধনপটীয়সী বললে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। তাঁকে বরং বলা যেতেই পারে বাংলাদেশের অন্যতম প্রথম রন্ধন-গবেষিকা। রান্না নিয়ে রীতিমতো বইও লিখেছিলেন তিনি। তিন খণ্ডের 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' তখন রাখা থাকত যে কোনও রুচিশীল গৃহস্থের ঘরেই। প্রজ্ঞাদেবীর রান্নার বইয়ের সূচীপত্র- রান্নাঘরের অদ্ভুত সব শব্দ তাঁর বইতে সাজিয়ে দিয়েছেন প্রজ্ঞা। যেমন, ফোড়ন ফাটার শব্দ 'চুটপুট', কাঁচাটে বিস্বাদ গন্ধ 'হালসে', ডাল রাঁধবার চওড়া মুখ হাঁরি 'তিজেল হাঁড়ি', ফোড়ন দেওয়া মানে 'ছুঁকা' ইত্যাদি। লিস্টি শেষ হওয়ার নয়। কচি আমের মুখচলতি নাম নাকি ছিল 'কড়ুই আম', আবার কচি লেবুকে লোকে বলত 'কড়াই লেবু'। উচ্চারণের বৈষম্য কবেই বা যুক্তিবোধকে ব্রহ্মা বলে ভেবেছে! প্রজ্ঞাদেবী তুচ্ছাতিতুচ্ছ শব্দকেও বড় যত্নে তুলে এনেছিলেন তাদের দৈনিক আটপৌরতা-সমেতই। তাঁর বইতে ঠাঁই পেয়েছিল তৎকালীন হেঁশেলের নিজের ভাষা, বাংলার গৃহবধূদের নিজস্ব 'সোশিওলেক্ট'। সঙ্গে ছিল রকমারি বাসন-কোসন, রান্নাঘরের নানা পদের নানা উপাচার, পরিভাষা। নিছক রন্ধনশিল্প নয়, তার সঙ্গে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, এমনকি লোকসংস্কৃতি চর্চাতেও তাই প্রজ্ঞার ভূমিকা ফেলে দেওয়ার মতো নয়। ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা সবাই রান্নায় পটু ছিল। বাদ ছিলেন না প্রজ্ঞা দেবীও।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলেন যে জীবনে উন্নতি করতে হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান। পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, জগতমাতাকে পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। জগত মাতার সাড়া গ্রহণ করতে হবে। তিনি আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে।

শিক্ষা জগতে বিদ্যাসাগর সমানভাবে প্রাসঙ্গিক

রবীন্দ্রকুমার শীল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যিনি তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করে সবার কাছে অতি পরিচিত হতে পেরেছিলেন তাঁর জন্মের দুশো বছর পরে আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর লেখাটি মনে পড়ে যাচ্ছে-' অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিস বড় করিয়া দেখায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ।'। উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক

কলকাতার কলেজ স্কোয়ার (বর্তমানে বিদ্যাসাগর উদ্যান) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমানে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়ান দিবসের দিন তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করছেন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী।

যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮২০ সন।) এই সময়টা হচ্ছে শিক্ষা সংস্কার এবং বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির করার চিত্র সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় সেখানে নানা অসমন্বয় এবং বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম এবং পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে বিদ্যাসাগর এককভাবে ও কিছু সহযোগীদের উদ্যোগে আধুনিক ব্যবহারযোগ্য বাংলা ভাষা, প্রাথমিক ও নীতিশিক্ষার বহু জনপ্রিয় গ্রন্থ, বাংলা মাধ্যমে স্কুল ব্যবস্থা এবং নারী শিক্ষার পাকা বুনিয়াদ স্থাপন করে গেলেন যার ওপরে ভিত্তি করে আজকে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আধুনিক বাংলার সাহিত্যের সূচনাও বলা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার পাকা বুনিয়াদ যিনি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই বিদ্যাসাগরের যাত্রাপথ ছিল খুবই কঠিন ছিল। সব সময়ে তাঁকে বাস্তবের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই সময়ে হুগলি জেলার (এখন পশ্চিম মেদিনীপুর) ঘাটাল মহকুমা বীরসিংহ গ্রামে এক হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবীর জেষ্ঠ্যপুত্র ছোটবেলা থেকে যেমন জেদি এবং একগুঁয়ে ঠিক তেমনি ছিলেন বিদ্যাশিক্ষা লাভের চরম উৎসাহী। মাত্র ন'বছর বয়সে পিতার সঙ্গে এসে সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জেদি এবং একগুঁয়েমির ছবি অঙ্কণ করতে শম্ভুচন্দ্রের লেখার সাহায্য নিয়ে 'বিদ্যাসাগর-চরিত' প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন-''পিতার তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণ মাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া ট্যাঙ্কশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর করাইয়া স্নান করাইতেন।''

ছাত্র জীবনে বহু ঝড় তাঁর পাশ দিয়ে কেটে গেলেও তিনি কিন্তু সংস্কৃতকে ভাষাকে আকঁড়ে ধরে রেখে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোনও বাসনা তাঁর ছিল না। খুব দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে সময়ের স্রোতে ভেসে না গিয়ে সংস্কৃত কলেজে পাঠক্রমের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলেন। ১৮২৬ সালে মে মাস থেকে যে এলাকায় সংস্কৃত কলেজ ভবনটি প্রতিষ্ঠিত তার একটি অংশ সংরক্ষিত ছিল কোম্পানির আমলে ভারতীয়দের জন্য গড়ে ওঠা প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগটি (১৮১৭ সাল)। শিক্ষাবিদ এইচ এইচ উইলসন কলেজের 'পণ্ডিত' এবং স্কুলের 'বাবু'দের জন্য একটি পৃথক রেলিং দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সেই রেলিং ধরে হিন্দু কলেজে চলছে তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ানের (১৮০৩-৩১) হাতে গড়ে তুললেন 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী সংস্কৃতি। হিন্দু সমাজের প্রচলিত সংস্কার এবং প্রথার বিরুদ্ধে এই গোষ্ঠী সক্রিয় সমালোচনা এবং তীব্র বিরুদ্ধচারণ করত, ঠিক তেমনি খাদ্য-পোশাক ও দৈনন্দিন জীবন যাপনে চরম পশ্চিমী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে ডিরোজিও চিন্তাধারাকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখতে পাওয়া গেল সেই সময়ে হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতির কর্ণধারদের কাছে ব্যাপারটা চক্ষুশূল হয়ে ওঠার ফলে ডিরোজিওর চাকরিটি চলে যায়। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময়ে ইশ্বরচন্দ্র এই সব ঝড়কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বটে। কিন্তু তিনি এর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেননি। লক, হিউম, রুশো বা টমাস পেইনের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে গা ভাসানো বিলাসিতার মধ্যে না থেকে ঈশ্বরচন্দ্র ধুতি-চাদর এবং চটি পরেও তিনি ছিলেন আপাদমস্তক যুক্তিবাদী মানবতাবাদের বিশ্বাসী প্রথানিবদ্ধ আধুনিকতার ধারক এবং বাহক। মাত্র বারো বছর ধরে অত্যন্ত কঠোর অধ্যবসায়ের পর (১৮৪১) সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাশিক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। সেই বছরের একদম শেষ দিকে (২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১) কলকাতার ফোর্ড উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত সোরেস্তাদার পদে যোগ দিতেই শুরু হল তাঁর শিক্ষকতা জীবন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজর শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রথম দিককার বিধিবদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের অবদান রয়েছে। ১৮০০ সালের ১০ জুলাই এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তখনকার সময়ে বড়লাট লর্ড ওয়েলসলির কাছে 'স্বপ্নের সন্তান' হিসাবে লালিত পালিত হতে শুরু করে। এদেশে আগত প্রশাসকদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা, আইন প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভুগোল, রাজনীতি, অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় বিষয়ক বিদ্যায় পারদর্শী করার কেন্দ্র হিসাবে তুলতে চেয়েছিলেন বড়লাট ওয়েলেসলি। এককথায় বলা যেতে পারে তিনি চেয়েছিলেন কলেজটি হোক -'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড।' কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানির পরিচালনমণ্ডলী, কোর্ট অব ডিরেক্টরস চাননি এই রকম একটি ব্যয়সাপেক্ষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে। কোম্পানি শুধু মাত্র চেয়েছিল বিলেতের আমাদের প্রশিক্ষই হিসাবে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তাকে অতিক্রম করে তার পরিধি বিভিন্ন শিক্ষা মহলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ভারতীয় ভাষা এবং চর্চার শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করে। ফলে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক এবং অর্থনীতির ক্ষমতা যত বেশি তীব্র হতে থাকে ততই ভারতীয় ভাষা অর্জনের চেয়ে শাসন ও বাণিজ্যে ইংরেজি ভাষার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল। এই প্রেক্ষাপটে ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ভারতের বড়লাট হয়ে এসে প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। যার ফলে ১৮৩০ সাল থেকে কলেজের অর্থ বরাদ্দের ওপরে বড় ধরনের আঘাত এসে পড়ে।

প্রাচ্যবিদ্যাপন্থীদের যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস এবং পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলেন বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের সহায়তায় তাঁর মানসপুত্র প্রতিষ্ঠান ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো তার নাম হল 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। উইলিয়াম জোন্স, এইছ জে কোলব্রুক সহ আরও বেশ কয়েকজনের তত্ত্বাবধানে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এই প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা এবং প্রকাশনায় ইর্ষণীয় স্থান অধিকার করতে শুরু করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবধারার মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র গড়ে ওঠে। উইলিয়াম জোন্সের পর প্রিন্সেপ, লীডেন, উইলসন, হজসন প্রমুখ এই কলজের শিক্ষক, পরীক্ষক এবং সিভিলিয়ন ছাত্র হিসাবে যুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠরত অবস্থাতে (১৮৩৯ সাল) ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু ল কমিটি আয়োজিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে বিদ্যাসাগর কোনও পথ ধরে তিনি চলবেন তা নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করে ছিলেন। হিন্দু আইন বিভাগ থেকে পরীক্ষায় পাশ করে তিনি সংগ্রামে নামেন। **(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।)**

বাংলা সঙ্গীত জগতে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এক অনবদ্য শিল্পী

রাজেন সরকার

কিংবদন্তী অনন্য সঙ্গীতশিল্পী প্রতিমা বন্দোপাধ্যায় (জন্মঃ- ২১ ডিসেম্বর, ১৯৩৪ - মৃত্যুঃ- ২৯ জুলাই, ২০০৪)। বিক্রমপুরে জন্ম তাঁর। বাবা মণিভূষণ চট্টোপধ্যায়ের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল গাইয়ে হিসেবে। চমৎকার ঠুংরি, দাদরা গাইতেন। ওস্তাদ বাদল খানের শিষ্য ছিলেন। বেশ কিছু গানের রেকর্ডও বেরিয়েছিল তার। হিন্দুস্থান কোম্পানি থেকে তার গাওয়া বাংলা কাব্যগীতি বের হয় ১৯৪৩ সালে। অজয় ভট্টচার্যের কথায় ও শচীন দেব বর্মণের সুরে এর একখানি গান ছিল 'যৌবনে হায় ফুল দলে পায়'। তবে মাত্র ২৭ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তার। তখন প্রতিমার বয়স বছরখানেকের মতো। আর যিনি প্রতিমার গর্ভধারিণী, সেই কমলা দেবীরই বয়স ছিল মাত্র ১৮। সেই বয়সে মেয়েকে মানুষ করা, সংসার সামলানোর মতো দুই কঠিন দায়িত্ব এসে চাপে তার কাঁধে। তিনি চেয়েছিলেন, মণিভূষণ চট্টো পাধ্যায়ের কন্যাও যেন তার বাবার মতো গান গাইতে শেখে। প্রাথমিক তালিমটা দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। প্রতিমার বয়স পাঁচ বছর হলে তার গান শেখানোর ভার তুলে দেন পণ্ডিত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য প্রকাশকালী ঘোষালের হাতে।

গান ছিল প্রতিমার রক্তে। আর ছিল মায়াবী কণ্ঠ। প্রকাশকালী সবটুকু উজাড় করে দিয়ে গান শিখিয়ে ছিলেন প্রতিমাকে। গুরু ভীষ্মদেবের কাছে নিয়েও তিনি পরিচয় করিয়ে দেন প্রতিমাকে। ভীষ্মদেব মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রতিমার গান শুনে।

প্রতিমার বয়স তখন সাত কি আট। বিক্রমপুর থেকে ঢাকা শহরে এসেছেন আত্মীয়বাড়ি বেড়াতে। আত্মীয়রা তো বটেই সে বাড়ির আশপাশের লোকজনও প্রতিমার গান শুনে তাজ্জব। তারাই উদ্যোগ নিয়ে ঢাকা রেডিওতে গান গাইবার ব্যবস্থা করে দেন তাকে। কলকাতা বেতারেও গান গাওয়ার সুযোগ এসে যায় সেই কিশোরী বয়সেই। খুব তাড়াতাড়ি চারদিকে নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, গানের জলসা মানেই প্রতিমা।

বিয়ের পর কলকাতায় এক ঘরোয়া আসরে প্রতিমার গান শুনে মুগ্ধ হন সে সময়ের নামকরা সুরস্রষ্টা সুধীর লাল চক্রবর্তী। তিনিই তাকে দিয়ে ১৯৫১ সালে 'সুনন্দার বিয়ে' ছবিতে গাওয়ালেন 'উছল তটিনী আমি সুদূরের চাঁদ'। প্রতিমার সে গান বাজিমাত করল সহজেই। সে আমলে লোকের মুখে মুখে ফিরত সে গান। এরপর ১৯৫৪ সালে সঙ্গীত বহুল ছবি 'ঢুলি'তে রাজেন সরকারের সুরে প্রতিমার সব গানই হিট। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, যুথিকা রায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো ঝানু শিল্পীর পাশে সসম্মানে জায়গা করে নিলেন নবীনা প্রতিমা। এই ছবিতেই প্রতিমার গাওয়া রাগাশ্রিত 'নিঙাড়িয়া নীল শাড়ি শ্রীমতী চলে' তো রীতিমতো ইতিহাস সৃষ্টি করল। সহজ সাবলীল এই গায়কী বিপুল প্রশংসা পায়। ১৯৫৫ সালে সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত বিখ্যাত ছবি 'শাপমোচনে' চিন্ময় লাহিড়ীর সঙ্গে গাওয়া 'ত্রিবেণী তীর্থ পথে কে গাহিল গান' সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। আর একটি গান প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটি-চুপি চুপি এল কে ফুল বনে মোর। ছবি রিলিজ হল। গানদুটি লোকের মুখে মুখে ফিরতো।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যুগপুরুষ ওস্তাদ আমীর খানের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে গান গাওয়ার দুর্লভ সুযোগ এল 'ক্ষুধিত পাশান' ছবিতে। চলচ্চিত্রটির পরিচালক তপন সিংহ সঙ্গীত পরিচালক প্রবাদ প্রতীম সরোদবাদক ওস্তাদ আলি আকবর খানকে বললেন, রবীন্দ্রনাথের 'যে রাতে মোর দুয়ার গুলি ভাঙল ঝড়ে' এই গানের সুর নিয়ে কিছু একটা করা যায় কিনা! আলি আকবর তখনই তৈরি করলেন সেই বিখ্যাত গান 'ক্যায়সে কাটে রজনী ইয়ে সজনী'। এই গানেই ওস্তাদ আমীর খানের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন প্রতিমা বন্দ্যো পাধ্যায়। অত বড় ওস্তাদের সঙ্গে গলা মেলানো চাট্টিখানি কথা নয়। দুরুদুরু বুকে আমীর খানের পাশে মাইক্রোফোনের সামনে বসলেন প্রতিমা। তবে তার সহজ সাবলীল কণ্ঠ উৎড়ে গেল ভালভাবেই। এরপর ১৯৫৪ সালে পণ্ডিত জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের সঙ্গীত পরিচালনায় 'যদু ভট্ট' ছবিতে গাইলেন ওয়াজিদ আলি শা'র সুর দেওয়া ইতিহাস সৃষ্টিকারী সেই গান 'বাবুল মোরা'। এই গানেই প্রথম বিএফজে পুরস্কার এনে দেয় তাকে।

অত্যন্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেটেছে তার জীবনের শেষ দিকটা। মানসিক অসুস্থতাও দেখা দিয়েছিল। মৃত্যু বছর কয়েক আগে এই অবস্থাতেই ১৯৯৬ সালে কলকাতার রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত এক সঙ্গীত উৎসবে তাকে ধরে নিয়ে এলেন নির্মলা মিশ্র। নির্মলার হাত ধরে আটপৌরে শাড়ি পরা প্রবীণা এই শিল্পী ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রবেশ করতেই করতালিতে ফেটে পড়ে গোটা আসর। একে একে গাইলেন ফেলে আসা দিনের অসাধারণ সেই সব গান। আশ্চর্য মাদকতা জড়ানো কণ্ঠে বয়সের ছাপ নেই বিন্দুমাত্র। দীর্ঘ দিন পর কলকাতার শ্রোতারা প্রতিমাকে এভাবে পেয়ে আপ্লুত হয়ে ওঠেন সেদিন।

'জি -জেন'দের উৎশৃঙ্খল আচরণে জনগণ বিভ্রান্ত

সম্বৃদ্ধ দত্ত

' জি'- এরা কারা। ইদানিং যে শব্দ বন্ধ সব থেকে বেশি জনপ্রিয় এবং চর্চিত তা হল 'জি, - জেন' (জেনারেশন-জেড)। কিছুদিন আগে এই 'জি'দের আন্দোলন বাংলাদেশ ও নেপালে আমরা দেখলাম। দেখলাম কি ভাবে এই 'জি' একটা দেশের রাজনীতির চরিত্রটা রাতারাতি পাল্টে দিতে পারে। প্রথমেই জানা প্রয়োজন এই 'জি' কাদেরকে বলা হচ্ছে। কারা এই 'জি'। আশ্চর্যের বিষয় 'জি' নিয়ে কথা বলা মানুষ এবং এমন কি যারা নিজেদেরকে ' জি' বলে জাহির করছে। তাদের কেউ বিশেষ 'জি'র সংজ্ঞা বলতে পারছে না। সবার মোটামুটি একই রকম উত্তর 'জি' মানে নিউ জেনারেশন। উত্তরটা সঠিক না হলেও একেবার ভুল তাও নয়। অন্তত কাছাকাছি বলা যেতেই পারে। 'জি' হল সেই প্রজন্ম যারা ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে জন্মেছে।

সাম্প্রতি ভারতেও 'জি'রা সপ্রতিভ। আমরা দেখলাম নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতি মুক্ত করার দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বে ভারতের 'জি' আন্দোলনে নেমে পড়ল।

উল্লেখযোগ্য ভাবে 'জি' আন্দোলন সফল হল আপাতত বলা যেতেই পারে। কারণ সরকার তাদের দাবি মেনে নিয়েছে। যন্তর মন্তর থেকে ধরণা এবং বিক্ষভ সমাবেশও উঠে গেছে। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতি মুক্ত হবে কি না তার জন্য আমাদের আগামী দিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে যে 'জি' আমরা দেখলাম তাদের সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

যে সব 'জি' যন্তর মন্তর এবং দেশের অন্য শহরগুলোতে দেখা গেছে তারা যে সবাই ছাত্র নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার মানে এই নয় যে যারা ছাত্র নয় তারা এই আন্দোলনের অংশ হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা 'জি'দের কিছু উক্তি, কিছু কাজ এবং সর্বপরি তাদের আচরণ, মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে।

আন্দোলন থেকে একের পর এক

দৃশ্য দেখেছি। দেখেছি এক যুবক একটা গাড়ির উপর দাড়িয়ে কি ভাবে লাঠি দিয়ে ল্যামপোস্টে লাগানো সরকারি ক্যামেরাগুলিকে ভেঙে চলছে। তিন যুবক আবার ক্যামেরা চুরি করে বীরদর্পে সংবাদমাধ্যমকে দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। বাবার বা তাঁর থেকেও বেশি বয়সের পুলিশ কর্মীকে পরিকল্পনা মাফিক যুবক যুবতীরা এক হয়ে রাস্তায় ফেলে পেটাচ্ছে। পুলিশ আধিকারিকরা মাইকিং করে আন্দোলনকারীদের বিশৃঙ্খলা করতে বিরত থাকতে বললেও উল্টে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে পুলিশকে আক্রমণ করে। সবথেকে অবাক হয়েছি কিছু 'জি' যুবতীদের আচরণে। এক যুবতীকে দেখলাম কি অস্বাভাবিক উগ্রতায় অন্য এক মহিলা সংবাদমাধ্যম কর্মীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার হাতের বুমটা মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। পাশের 'জি'রা তখন উপহাসে মত্ত। আর এক যুবতী নিজেকে হিন্দু পরিচয় দিয়েও গোটা আন্দোলন জুড়ে হিন্দুবিরোধী, সরকার বিরোধী, শেষে মোদী বিরোধী অপমান সূচক কথা বলে গেলেন। আন্দোলনকারীরা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের প্রশ্নের মুখে পড়লেই তাকে গদি মিডিয়া বলে আক্রমণ করেছে। রাত ভর 'জি' যুবক যুবতীদের হিন্দি গানের সঙ্গে নাচতে দেখা গেল। আলো আধারিতে মনে হচ্ছিল যেন সদ্য মুক্তি পাওয়া কোন হিন্দি সিনেমার আইটেম সং। অথচ এই আনন্দ উৎসবে আন্দোলনে মাতোয়ারা 'জি'রাই সরকারের কাছে নিট কান্ডে আত্মহত্যা করা ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি পরিবারের ক্ষতি পূরনের জন্য এক কোটি টাকার দাবি জানিয়েছে। সরকার অবশ্য আন্দোলনকারীদের সব দাবি মনেও নিয়েছে। নিট এবং শিক্ষা সংস্কারকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে উঠলেও সময় এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকার এবং মোদী বিরোধী আন্দোলনের চেহারা । যে ভাষায় এবং যে অঙ্গভঙ্গীতে দেশের প্রধান মন্ত্রীকে আক্রমণ করা হয়েছে তা কোন সভ্য সমাজ ও দেশে হয় না। এক যুবতী দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গুলি করে হত্যার কথা ঘোষণা করছে। শুধু তাই না তার কথার মধ্যে ফুটে উঠছে ভয়ানক দম্ভ এবং হিংসার প্রতিফলন।

এই 'জি'দের এমন আচরণ ও ঔদ্ধত্যের কারণ কি? কারাই বা এরা? এখন গভীর ভাবে এই সব ঘটনার বিশ্লেষণের করা প্রয়োজন। প্রথমত- বামপন্থী বিচারধারা। যারা শুধু ভারতবিরোধীই না সমান ভাবে হিন্দু বিরোধী। এরা যে কোন ভারত বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতকে ভাঙতে চায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী ও যুব সম্প্রদায়ের প্রধানমন্ত্রী মোদী বিদ্বেষের কারণ ধর্ম জনিত। তারা মোদী সরকারের পতন চায়। ভাতরবর্ষকে ইসলামি ভারত বানাবার নেশায় এরা লাগাতার কাজ করে চলেছে। তৃতীয়ত, জাতের নামে বজ্জাতি করা রাজনীতির চিন্তার অনুসারীরা। এদের স্লোগান ব্রাহ্মণ্যবাদ নিপাত যাক, মনুবাদ নিপাত যাক কিন্তু সংরক্ষণবাদ দীর্ঘজীবী হোক। যে সব ছাত্র- ছাত্রী,যুবক- যুবতী বা তথাকথিত 'জি' আন্দোলনের নামে প্রধানমন্ত্রীর মতো সম্মানীয় পদের মানুষের স্বর্গীয় মাকে ভাষার অযোগ্য নোংরা কথা বলেছে। যারা দেশের প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু কামনা করে। যে যুবতী প্রধানমন্ত্রীকে গুলি করে মারতে চায়। যে 'জি' পাথর ছুড়ে দেশের পুলিশ- মিলিটারিকে যারা আক্রমণ করে এবং নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করে। জাতীয় পতাকার উপর দাঁড়িয়ে যারা দেশকে অপমান করে তারা কি রাষ্ট্রদ্রোহী নয়। খোদ কলকাতায় যারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কুরুচিপূর্ণ ছবি নিয়ে আন্দোলন করে, তাদের পারিবারিক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে। প্রশ্ন জাগে এরা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রডাক্ট? কোন সমাজেরই বা প্রতিনিধি? আয়োজকদের অবশ্যই দেশবাসীর কাছে এদের স্বরূপ উপস্থাপন করা উচিত। এমন অসামাজিক উপদ্রবিদের নিয়ে আন্দোলন করব অথচ দায় নেব না এমন হতে পারে না।

সরকার এখন সব কিছুকে বোঝার চেষ্টা করছে। কী চায় 'জি'রা সেটা বোঝার চেষ্টা করছে এবং কোনও বিদেশি শক্তি এদের মদত দিয়ে চলেছে তা জানার চেষ্টা করছে। সরকার অতি ধীরে পদক্ষেপ নেবে।

ইণ্ডিয়ান কাল্টিভেশন অব সায়েস-এর ১৫০ বছর

বিদেশ দাস

২৯ জুলাই ১৮৭৬ সালে ভারতবর্ষে প্রথম বিজ্ঞানকেন্দ্র 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশেন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতবর্ষের বিজ্ঞান ইতিহাসে এই দিনটি তাই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় দিন।

সে সময় পরাধীন ভারতবর্ষে একটি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের খুব প্রয়োজন,তা অনুভব করেন

মেধাবী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ কয়েকজন তরুণ। এই বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র গড়ে ওঠার যাবতীয় খরচদিয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষের কয়েকজন উদ্যোগী, চিন্তাশীল, বিজ্ঞান সচেতন মানুষ। বস্তুত এই উদ্যোগ ছিল উনবিংশ শতকের নব জাগরণ প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ।

প্রতিষ্ঠাতা ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪) চেয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠান হবে '(only native and purely national– ব্রিটিশ ব্যবস্থাপনার বাইরে, ভারতীয়দের বিজ্ঞানচর্চার গবেষণা কেন্দ্র। মহেন্দ্রলাল স্বপ্ন দেখে ছিলেন, রয়াল সোসাইটির ধাঁচে তৈরি হবে এই প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৭ সাল থেকেই এরকম একটি মৌলিক গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন ডা.সরকার।

ভারতবর্ষের প্রথম এই বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র গড়তে বিশিষ্ট বাঙালিদের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান মহেন্দ্রলাল। সদিচ্ছা আর অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, কাশিম বাজারের মহারানি স্বর্ণময়ী দেবী,ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ। ডা.সরকারের আহ্বানে এগিয়ে এসেছিলেন খ্যাতনামা ফিজিসিস্ট এবং সেন্ট জেভিয়ার্সের শিক্ষক ফাদার লাফোঁ, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জে সি বোস,আচার্য পি সি রায় প্রমুখ পণ্ডিত সমাজ। ১৯০৭ থেকে ১৯৩৩ অবধি Professor C V Raman যুক্ত ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে। এখানেই তিনি 'স্ক্যাটারিং অফ লাইট-এর গবেষণা করেন (রামন ইফেক্ট নামে যা পরিচিত)। এই সাফল্যের জন্যে ১৯৩০ সালে ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার পান সি ভি রামন। আমার 'আলোকসাগর পারে' বইয়ে 'নিজেই হয়ে উঠেছিলেন এক প্রতিষ্ঠান' শীর্ষক লেখায় IACS প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা এবং ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের অবদানের কথা বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র)

শুরু কাউন্টডাউন, প্রত্যন্ত সুন্দরবনে এখন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ততা মৃৎশিল্পীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৯ জুলাই ঃ পুজো মানেই শুধু চার দিনের উৎসব নয়। পুজো আসলে একটা দীর্ঘ অপেক্ষার নাম। সেই অপেক্ষার শুরু হয়ে যায় অনেক আগেই। কেউ নতুন জামাকাপড়ের

তালিকা বানাতে শুরু করেন, কেউ ট্রেন বা বিমানের টিকিট কাটেন, কেউ আবার পাড়ার পুজোর বাজেট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আর শিল্পীদের কাছে তো পুজো শুরু হয়ে যায় মাসের পর মাস আগে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের প্রত্যন্ত সুন্দরবনে এখন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ততা মৃৎশিল্পীদের। একাধিক মহিলা শিল্পীর হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে প্রাণ পাচ্ছে মৃন্ময়ী প্রতিমা। বাঁশ, কাঠ ও বিচুলির কাঠামোর উপর নদী থেকে আনা এঁটেল মাটির প্রলেপ দিয়ে গড়ে উঠছে দেবী দুর্গার রূপ। এই প্রতিমাগুলি শুধু স্থানীয় এলাকায় নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পুজো মণ্ডপেও পৌঁছে যায়। তবে দুর্গাপুজোর সবচেয়ে বড় শক্তি তার আবেগ। সারা বছর পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিরা এই কয়েকটা দিনের জন্য বাড়ি ফেরার পরিকল্পনা করেন। বিদেশে থাকা মানুষও ক্যালেন্ডারে দিন গুনতে শুরু করেন- কবে আবার ঢাকের শব্দ শুনবেন, কবে অঞ্জলি দেবেন, কবে পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খিচুড়ি খাবেন। তবে এই মানুষগুলোর জীবন একটু আলাদা। প্রায় দুই থেকে তিন দশক ধরে বংশপরম্পরায় এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন একাধিক মহিলারা। পরিবারের বড়দের কাছেই প্রতিমা গড়ার হাতেখড়ি। বর্তমানে শুধু মহিলারাই নন, পরিবারের পুরুষ সদস্যরাও সমানভাবে সহযোগিতা করছেন। কেউ কাঠামো তৈরি করছেন, কেউ মাটি প্রস্তুত করছেন, আবার কেউ প্রতিমা শুকানো ও রং করার কাজে হাত লাগাচ্ছেন। তাঁদের কথায়, পরিবারের সবার সহযোগিতা না থাকলে এত বড় কাজ সময়মতো শেষ করা সম্ভব হতো না। পুজোর এই ৯০ দিনের যাত্রা আসলে বাংলার অর্থনীতিরও এক নতুন অধ্যায়। বাজারে বাড়তে শুরু করে কেনাকাটা, ছোট-বড় ব্যবসায়ীদের মুখে ফুটে ওঠে হাসি। হোটেল, রেস্তোরাঁ, পরিবহণ, পর্যটন- প্রায় সব ক্ষেত্রেই উৎসবের প্রস্তুতির প্রভাব পড়তে শুরু করে। তবে এবছর প্রতিকূলতারও শেষ নেই। বর্ষায় অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে প্রতিমা শুকাতে দেরি হচ্ছে। পাশাপাশি কাঠ, বাঁশ, বিচুলি, রং-সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন খরচ অনেকটাই বেড়েছে। অথচ সেই তুলনায় মিলছে না প্রতিমার দাম। অনেক ক্রেতাই প্রতিমা পছন্দ করলেও শেষ পর্যন্ত দর কষাকষি করেন, ফলে পরিশ্রমের যথাযথ মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শিল্পীরা। এখন শুধু অপেক্ষা- কখন বাজবে ঢাক, কখন খুলবে প্যান্ডেলের আলো, আর কখন মা দুর্গার আগমনী বার্তা ছড়িয়ে পড়বে বাংলার আকাশে বাতাসে... কিন্তু তার মাঝেও শিল্পীদের আক্ষেপ, এত পরিশ্রমের পরও রোজগার খুব বেশি নয়। পুজোর মরশুমে গড়ে ১০ থেকে ১২ টি প্রতিমার অর্ডার আসে। সেই আয় দিয়েই বছরের বড় একটা সময় সংসার চালাতে হয়। কিন্তু বর্তমান বাজারদরে সেই আয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই নতুন প্রজন্মের অনেকেই এই পেশায় আসতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না বরং অন্য পেশার দিকে ঝুঁকছে। প্রতিটি দিন যেন একটু একটু করে উৎসবকে কাছে নিয়ে আসে। নতুন জামার পরিকল্পনা, প্যান্ডেলের খোঁজ, পুজোর ছুটির হিসাব, বন্ধুদের আড্ডা- সব মিলিয়ে শুরু হয়ে যায় 'পুজো আসছে'র অনন্য অনুভূতি। দুর্গাপুজোর এখনও ৮১ দিন বাকি। তাই এখন চলছে প্রতিমার মৃন্ময়ী রূপ দেওয়ার কাজ। এরপর ধাপে ধাপে রং, অলংকরণ ও শৈল্পিক সাজে ফুটে উঠবে দেবী দশভূজার পূর্ণাঙ্গ রূপ। এবছর অর্ডার কিছুটা বাড়বে বলে আশাবাদী শিল্পীরা। তাঁদের বিশ্বাস, ভাল কাজের মূল্যায়ন হলে সুন্দরবনের এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প আরও এগিয়ে যাবে। কলকাতার কুমোরটুলিতে ইতিমধ্যেই ব্যস্ততা বেড়েছে। মৃৎশিল্পীদের হাতে খড়, মাটি আর রঙের স্পর্শে ধীরে ধীরে প্রাণ পাচ্ছেন দেবী দুর্গা। অন্যদিকে বিভিন্ন ক্লাবে চলছে থিম চূড়ান্ত করার কাজ। কোথাও শিল্পীরা কাঠামো তৈরি করছেন, কোথাও আলো শিল্পীরা নতুন চমক দেওয়ার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। ডিজাইনার, ঢাকি, ফুল ব্যবসায়ী, আলোকসজ্জা শিল্পী, তাঁতি, মিষ্টি প্রস্তুতকারক- হাজার হাজার মানুষের জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে এই একটি উৎসবকে ঘিরে। মৃৎশিল্পীরা জানান, এই শিল্পই তাঁদের জীবন-জীবিকা এবং পরিচয়। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা ঐতিহ্য ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। তবে সরকারি সহাযতা, ন্যায্য দাম এবং বাজারের নিশ্চয়তা না মিললে আগামী দিনে সুন্দরবনের বহু মৃৎশিল্পী পরিবার এই পেশা ছেড়ে অন্য জীবিকার সন্ধানে যেতে বাধ্য হতে পারে।

উত্তরবঙ্গে আবার তোলপাড় বৃষ্টি! দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ারে কমলা সতর্কতা, পাহাড়ে ধসের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গে বর্ষার দাপট আরও জোরালো হতে চলেছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রবি এবং সোমবার অতিরিক্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ বাংলা ছেড়ে ছত্তিশগড়ে। সরাসরি প্রভাব আর নেই বাংলায়। মৌসুমী অক্ষরেখার অবস্থান গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপরে। তবে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কোথাও মেঘলা আকাশ, আবার কোনও জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি বেশিরভাগ জেলাতে। সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। মঙ্গলবার বাড়বে বৃষ্টি। অন্যদিকে, দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে। পাহাড় ও সংলগ্ন সমতল এলাকায় দিনের বিভিন্ন সময়ে দফায় দফায় বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ফলে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। টানা বৃষ্টির জেরে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের ঝুঁকি বেড়েছে। পাশাপাশি তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা -সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক নদীর জলস্তর বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে আইএমডি। নদী সংলগ্ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার ও সোমবারও উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলায় বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই দু-দিনও হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা তুলনামূলকভাবে কমলেও পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং পুরুলিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গেই বৃষ্টির প্রভাব সবচেয়ে বেশি থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গে দিনভর আংশিক মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। মঙ্গলবার ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তিন জেলায়। আজ বৃহস্পতিবার কোথাও ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কোথাও বা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস ৩ জেলায়। পুরুলিয়া-বাঁকুড়া- পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি এবং সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। শুক্রবার এবং শনিবার এই দু'দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। রবিবার এবং সোমবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা সামান্য বাড়বে।

উত্তাল সমুদ্র, দিঘায় জারি সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩০ জুলাই ঃ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকূলবর্তী এলাকায় একটানা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এর জেরে সমুদ্র উত্তাল। সেই কারণে দিঘা, তাজপুর ও মন্দারমণিতে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সমুদ্রে নামায় সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া সমস্ত ট্রলারকে অবিলম্বে উপকূলে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বুধবার থেকেই সমুদ্র উত্তাল, সঙ্গে প্রবল বাতাস বইছে। উত্তাল ঢেউয়ের কারণে সৈকতের নিরাপত্তা প্রাচীরের কিছু অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সমুদ্রসৈকতে ব্যারিকেড তৈরি করেছেন প্রশাসন। পর্যটকদের সমুদ্র থেকে দূরে থাকার জন্য লাগাতার ঘোষণা করছেন পুলিশ ও নুলিয়ারা। জেলা পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা জানান, সমুদ্রের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে পর্যটকদের সমুদ্রে নামার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি গভীর সমুদ্রে যাওয়া সমস্ত মাছ ধরার ট্রলারকে দ্রুত উপকূলে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য বন্দরগুলোতে প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে নজরদারি চালানো হচ্ছে। টানা বৃষ্টির কারণে জেলার নিচু এলাকায় জল জমার পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে।

বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে এক বিশেষ সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত

রতন দে, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩০ জুলাই ঃ বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী

দিবস উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের কুমারগঞ্জ হাই স্কুলে শক্তি বাহিনী ও কুমারগঞ্জ হাই স্কুলের যৌথ উদ্যোগে এক বিশেষ সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মানব পাচার প্রতিরোধ নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ শিশু অধিকার সাইবার নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন সরকারি জরুরি সহায়তা পরিষেবা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জ থানার আইসি আশীষ কুণ্ডু। তিনি বলেন, মানব পাচার রোধে পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও দ্রুত তথ্য প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্দেহজনক কোনও ঘটনা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খিরোদ বর্মন বলেন পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলাও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ছাত্র- ছাত্রীরাই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের দূত হতে পারে। শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান বলেন, মানব পাচার প্রতিরোধে প্রশাসন বিদ্যালয় পরিবার ও সমাজকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সচেতনতাই এই অপরাধ রোধের সবচেয়ে বড় শক্তি। এমডি কবিরুল ইসলাম BCW কুমারগঞ্জ ব্লক বলেন সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা ও আইনি সহায়তা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। অনুষ্ঠিতে কুমারগঞ্জ রুরাল হাসপাতালের আধিকারিকবৃন্দ স্বাস্থ্য সচেতনতা ও মানসিক সুস্থতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা শিশুদের পুষ্টি সুরক্ষা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মাঠপর্যায়ে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠির শেষে উপস্থিত সকলকে মানব পাচার বাল্যবিবাহ ও নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালনের শপথ গ্রহণ করানো হয়।

চালকল মালিকদের কড়া বার্তা দিলেন খাদ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৩০ জুলাই ঃ খাদ্য ভবনে চালকল মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। তিনি বলেন, চাষিদের স্বার্থরক্ষা করাই সরকারের মূল লক্ষ্য। সেই কারণেই ধানের ক্ষেত্রে প্রতি কুইন্ট্যালে ২০০ টাকা করে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে সরকার ব্যবসায়ীদের বিরোধী নয় বলেও স্পষ্ট করেন তিনি। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে রাজনৈতিক নেতাদের দাপটের কারণে নানা অনিয়ম হয়েছে। সেই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হবে। বাইরে থেকে চাল এনে পালিশ করার মতো বেআইনি কাজ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তিনি জানান, যে কোনও সময় তিনি নিজেই গুদাম পরিদর্শনে যেতে পারেন। ধান সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ আরও কীভাবে উন্নত করা যায়, তা নিয়ে শীঘ্রই কৃষি দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়ে বলেন, কোনও গুদামে যদি কোনও আধিকারিক টাকা দাবি করেন, তা হলে সরাসরি সরকারকে জানাতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চালকল মালিকদের উদ্দেশ্যে অশোক কীর্তনীয়া বলেন, রেশন ব্যবস্থার সুনাম বজায় রাখার দাযিত্ব সকলের। সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য, প্রকৃত উপভোক্তারা যাতে সঠিকভাবে রেশনের সুবিধা পান। তিনি আরও বলেন, যে দলেরই নেতা হোন না কেন, কেউ যদি টাকা দাবি করেন, তা হলে অভিযোগ জানাতে হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে এক সপ্তাহের মধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগ থেকে বাঁচাতে অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩০ জুলাই ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর বালুরঘাট বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগ থেকে বাঁচাতে অভিনব উদ্যোগ নিতে চলেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। সেই লক্ষ্যে তারা কাজে লাগাতে চলেছে স্বনির্ভর দলের মহিলাদের। সেই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের বালুছায়া সভাগৃহে প্রশিক্ষণ দিল জেলা DRDC দপ্তর। জেলায় আটটি ব্লকের স্বনির্ভর দল গুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে এদিনের এই প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়। যেখানে DRDC দপ্তরের ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, আজকে প্রশিক্ষণ নেওয়া স্বনির্ভর দলের মহিলারা তাদের এলাকায় গিয়ে অন্যান্য দলগুলিকে প্রশিক্ষণ দেবে এইভাবে জেলায় বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগ রোদে জেলা প্রশাসন একটি বৃহৎ সৈন্যদল গড়ে তুলতে চাইছে। যারা প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল গুলিতে বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগ নিবারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর DRDC দপ্তরের এক কর্মকর্তা প্রদীপ কুমার বর্মন জানান আমাদের জেলায় প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশুদের অপুষ্ট জনিত রোগ রোধে আমরা স্বনির্ভর দলগুলিকে কাজে লাগাতে চাইছি। আজ আমাদের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। তিনি আশা করেন এই স্বনির্ভর দলের মহিলারা আরো অন্যান্য মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন।

বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ১, আহত ১০

মুম্বই, ৩০ জুলাই ঃ মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলায় বৃহস্পতিবার সকালে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন যাত্রী। আহতদের উদ্ধার করে অমরাবতী উপ-জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দরিয়াপুর-অমরাবতী সড়কের লক্ষাপুর গ্রামের কাছে মহারাষ্ট্র স্টেট ট্রান্সপোর্ট (এসটি)-এর একটি যাত্রিবাহী বাসের সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের অভিঘাতে দু'টি গাড়ির সামনের অংশই দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালকের পা গাড়ির কেবিনে আটকে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা ট্রাকের কাচ ভেঙে তাঁকে বাইরে বের করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দরিয়াপুর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। একইসঙ্গে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে এলএইচএস/আরইউবির ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৩৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২৮-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেণ্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার সংখ্যা. ১৩-এপি-I-২০২৬। কাজের নামঃ** ঘোকসাডাঙ্গা-সাজেরপারঃ এডিইএন/I/নিউ কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ১১০/৬-৭ কিলোমিটারে মানববিযুক্ত এল-জিং নং. এনএন/৬১ এর (আপ এবং ডাউন) পরিবর্তে এলএইচএস/আরইউবির ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫,১৮,৮৯,০১৫.২১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১০,৩৭,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৯-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Government of West Bengal
Irrigation & Waterways Directorate

SNIT No. : 9/EE/MDD-I/2026-27 under MDD-I is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafied contractors for 2 (Two) Nos. Emergent works related to the Irrigation Bungalow at Salt Lake amounting to **Rs.31.65 Lakhs** & **Rs.38.77 Lakhs** and 1 (One) No. Emergent work of wooden bridge repair over Lower Bagjola Khal at Chhelegoalia amounting to **Rs.12.69 Lakhs**. Last date and time of application of SNIT is **03.08.2026** up to **14:00 Hrs**. Other details may be seen in the website : **https://iwd.wb.gov.in** and in the office of the undersigned.

Sd/-
Executive Engineer
Metropolitan Drainage Division No.-I
Jalasampad Bhavan, 4th Floor, Kol.-91

e-Corrigendum

e-Corrigendum is hereby made for 'Installation of Height Barrier' under WBSRDA, Jalpaiguri Division, vide NIeT No. WBSRDA/02-EE/JLP/2026-27, ID No. 2026_PRD_1033725_1, dated-22.07.2026. Last date for dropping Tender is 04.08.2026. All details may be had from this office Notice Board and in website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA, Jalpaiguri Division

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড
CIN L24230WB1982PLC034492
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ৪, এন. এস. রোড, প্রথম তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেলঃ investors@adinathbio.com, ওয়েবসাইটঃ www.adinathbio.com

৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'আদিনাথ বায়োল্যাবস লিমিটেড'-এর ৪৫ তম (পঁয়তাল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৫ আগস্ট, ২০২৬, মঙ্গলবার দুপুর ২.০০টায় (আইএসটি) শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা হবে। কোম্পানি ২৫।০৭।২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ৪৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে অথবা রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিগুলোর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এমসিএ এবং সেবি-র নির্দেশিকা বা সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির হার্ড কপি বা মুদ্রিত প্রতিলিপি পাঠানোর আবশ্যিকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

২. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুযায়ী, যেসব সদস্য কোম্পানি অথবা কোনো ডিপোজিটরি কিংবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের কাছে ২৫ জুলাই, ২০২৬ তারিখে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে। এই চিঠিতে একটি ওয়েব-লিঙ্ক (সঠিক পাথ বা পথ-সহ) দেওয়া হয়েছে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

৩. কোম্পানির ২০২৫-২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন-যার মধ্যে ৪৫ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-তা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.adinathbio.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com-এও এর একটি প্রতিলিপি পাওয়া যাচ্ছে।

৪. কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) ধারা ১০৮-এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ (সময়ে সময়ে সংশোধিত), এমসিএ-এর ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ৯ /২০২৪ ও ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/ ২০২৫ এবং সেবি (এলওডিআর/ LODR) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪-এর সাথে পঠিত সেবি বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133 (তারিখ ৩ অক্টোবর ২০২৪)-এর বিধানাবলী পরিপালনপূর্বক, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহের ওপর সভার পূর্বে এবং সভা চলাকালীন 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান)-এর সুবিধা প্রদান করছে। এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদানের প্রক্রিয়াটি সহজতর করার জন্য কোম্পানি সিডিএসএল -কে নিয়োগ করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে

ক. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাটি নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবেঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সূচনা	২১ আগস্ট, ২০২৬, শুক্রবার (সকাল ৯.০০টা) থেকে
দূরবর্তী ই-ভোটদান ব্যবস্থার সমাপ্তি	২৪ আগস্ট, ২০২৬ (বিকাল ৫টা) পর্যন্ত

এরপর ভোটগ্রহণের জন্য CDSL কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে সদস্যদের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।

খ. সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানিটির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে তাঁদের অংশের অনুপাতে নির্ধারিত হবে (**১৮ আগস্ট, ২০২৬, মঙ্গলবার**-যা 'কাট তারিখ' হিসেবে গণ্য হবে)। সভার চলাকালীন 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) ব্যবস্থার সুবিধাও উপলব্ধ থাকবে সভায় উপস্থিত যেসব সদস্য ইতিমধ্যে রিমোট ই- ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি, তাঁরা সভার সময় তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। তবে যদি উভয় পদ্ধতিতেই ভোট প্রদান করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ভোট গণনার সময় শুধুমাত্র ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমেই প্রদত্ত ভোটটিই গণ্য করা হবে।

গ. শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই এজিএম -এর আগে বা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন, যাঁর নাম 'কাট-অফ তারিখ'-এ সদস্যদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ঘ. কোনো ব্যক্তি যদি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্যপদ লাভ করেন এবং 'কাট-অফ তারিখ'-এ শেয়ারের মালিক থাকেন, তবে তিনি রিমোট ই- ভোটিং-এর জন্য লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা CDSL-এর টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০২২৫৫৩৩ -এ যোগাযোগ করতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি www.evotingindia.com-এর 'হেল্প' বিভাগে থাকা 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন। যে ব্যক্তি 'কাট-অফ তারিখ'-এ কোম্পানির সদস্য নন, তিনি এজিএম -এর এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের জন্য গণ্য করবেন

৫. এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট আইনের ৯১ ধারা ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা এবং SEBI (LODR) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, ৪৫তম এজিএম -এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির 'সদস্য রেজিস্টার' এবং 'শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত বই' বুধবার, ১৯ আগস্ট ২০২৬ থেকে মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং. HO/38/13/11 (2)2026-MIRSD-POD/I/3750/ 2026 (যার শিরোনামঃ Ease of Doing Investment - Special Window for Transfer and Dematerialization of Physical Securities) অনুযায়ী, যে সকল শেয়ারহোল্ডারের কাছে কোম্পানির ফিজিক্যাল বা কাগজের শেয়ার রয়েছে, তাঁদের জানানো যাচ্ছে যে সেবি একটি 'বিশেষ উইন্ডো' চালু করেছে। এই সুবিধাটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত-অর্থাৎ ১ (এক) বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। এর আওতায় ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে কেনা-বেচা হওয়া ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ বা শেয়ারের হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন -এর জন্য আবেদন করা যাবে অথবা এমন কোনো হস্তান্তর-সংক্রান্ত আবেদন যা পূর্বে নথি বা প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে বাতিল বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল (অর্থাৎ যার ওপর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি), সেগুলোর জন্যও আবেদন করা যাবে। এ সংক্রান্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের মূল শেয়ার সার্টিফিকেটসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-'মেসার্স অ্যাডরয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড' (M/s. Adroit Corporate Services Pvt. Ltd.)-এর ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ঠিকানাঃ ১৯-২০, জাফরভাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৫৯ ফোনঃ (০২২) ৪২২৭০৪০০ ইমেইলঃ info@adroitcorporate.com ওয়েবসাইটঃ www.adroitcorporate.com। নথিপত্র জমা দেওয়ার আগে শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ উল্লিখিত সার্কুলারটি ভালোভাবে দেখে নেওয়ার জন্য। শেয়ারহোল্ডাররা প্রয়োজনে investors@adinathbio.com-এ আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড-এর পক্ষে,
সুনীল কুমার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
ডিআইএন ঃ ০৭৭৭৭৩৫১

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ৩০।০৭।২০২৬

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২৮.০৭.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং : টিএন-১৪২-২৬-২৭। কাজের নাম :** প্ল্যাটফর্ম নং ১এ/১-এর নিকট আউটলেট নং ১-এ ২৬০ কেএলডি ক্ষমতার, বেলেঘাটা আরওবি-র (ব্রিজ নং এস/২) নিকট আউটলেট নং ২ ও ৩-তে ৬৫০ কেএলডি ক্ষমতার, আরএমএস পার্সেল ও ক্যাশ অফিসের নিকট আউটলেট নং ৪-এ ৩৯০ কেএলডি ক্ষমতার এবং সার্কুলার ক্যানেলের (কোল ডিপো এলাকা) নিকট আউটলেট নং ৫-এ ৩০০ কেএলডি ক্ষমতার, মোট ১.৬০ এমএলডি ক্ষমতার ৪ সেট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কাম রিসাইক্লিং প্লান্ট নির্মাণ তৎসহ অপরিশোধিত জল গ্রহণ ও পরিশোধিত জল নির্গমনের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপ লাইন বসানো, ভাল্‌ভের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৮৮,০০,৪৮২.১০ টাকা। **ইএমডি:** ৫,৭৬,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২১.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ২১.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে।

(SDAH-157/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমি আমার মক্কেল শ্রী গুণময় কুম্ভকার, পিতা- শ্রী মনোহর কুম্ভকার, সাকিম গ্রাম- ভূঁইয়াপাড়া, পোষ্ট- বুধনপুর, থানা- ছাতনা, জেলা- বাঁকুড়া। এই মর্মে জ্ঞাত করিতেছি যে, তিনি গত ২৯।০৫।২০২৬ তারিখের ২৪১৭/২০২৬ নম্বর বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে শ্রী প্রহলাদ চন্দ্র পরামানিক, পিতা- স্বর্গীয় ভূষন চন্দ্র পরামানিক সাকিম -নাপিতপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৭, পোষ্ট নামোপাড়া, থানা-পুরুলিয়া (শহর), জেলা- পুরুলিয়া, দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী ভোলানাথ মাঝি, পিতা- স্বর্গীয় কালিপদ মাঝি সাকিম গ্রাম বলরামপুর, পোষ্ট- রাঙ্গাডি থানা-বলরামপুর জেলা- পুরুলিয়া এর নিকট হইতে পুরুলিয়া মৌজাস্থিত ৩৩০০ নং হাল খতিয়ানভুক্ত হাল প্লট নং ১৯১০ /২৫৬৫ এর ২ কাঠা ১১ ছটাক ৬ বর্গফুট জমি খরিদ করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি দখলে আছেন। উক্ত শ্রী ভোলানাথ মাঝির আমমোক্তারনামা দলিল নম্বর হইল I-7440 তারিখ ৮।১২।২০২৫। উপরোক্ত প্লটের ২ কাঠা ১১ ছটাক ৬ বর্গফুট জমি আমার উক্ত মক্কেল তাহার নামে মিউটেশন করার জন্য বি. এল. এন্ড এল. আর. ও পুরুলিয়া ১ এর অফিসে আবেদন করিবেন। তাই যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বি. এল. এন্ড এল. আর. ও পুরুলিয়া ১ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য গৃহীত হইবে।

KRISHNA PADA MAHATO
Advocate
District Judge Court, Purulia
Enrolment No. F-209/210 of 2006

৫০ এলএইচবি কোচের টয়লেট-এর ইপোক্সি ফ্লোরিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. **M-TSK-2026-24,** তারিখ ঃ ২৮-০৭-২০২৬। **টেন্ডার নং.ঃ M-TSK-2026-24। কাজের নামঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডিব্রুগড় কোচিং ডিপোতে প্রাথমিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা ৫০ এলএইচবি কোচের টয়লেট-এর ইপোক্সি ফ্লোরিং। **কাজের স্থানঃ** ডিব্রুগড় এবং তিনসুকিয়া। টেন্ডার মূল্যঃ ২০,৬৬,০০২/- টাকা। বায়নার মূল্যঃ ৪১,৩০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়ঃ ১৯-০৮-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ ১৯-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টার পরে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**।

সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice

e-NIT is invited by the District Engineer, Jhargram Zilla Parishad, Ref: JGM/ZP/N-04/2026-27 (Sl.No-1) Tender id 2026_ZPHD_1033845_1 different PS area under Jhargram Zilla Parishad. Technical and Financial bid submission closing date & time is extended to 06.08.2026 upto 14:00 Hours. All details can be obtained from the website www.wbtenders.gov.in & www.jhargram.gov.in

Sd/-
District Engineer
Jhargram Zilla Parishad
Memo no.-120/1(1)/Adv/DICO/JGM Date: 30.07.2026

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ৫৮ টি স্টেশনের অন্তর্ভাগ এলাকায় নন-ডিজিট্যাল বিজ্ঞাপনের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা. সিএপিএনএফআরএডিভিটি২০২৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-এপিডিজে-এপিডিজে-ওএসএন-৫২৮-২৬-১ (এডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইজ (নন-ডিজিটাল)	সংলগ্ন এলাকার বিস্তৃত তথ্য অনুসারে আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের অন্তর্গত ৫৮ টি স্টেশনের অন্তর্ভাগের নির্ধারিত স্থানে নন ডিজিটাল বিজ্ঞাপন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০৮-২০২৬ তারিখে **১৩.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ ১৩.৩০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য এডিইএন/ডিব্রুগড় টাউন কার্যালয়ের সার্কুলেটিং এরিয়ায় পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** টিএসকে-পার্কিং-০৯, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ ১৮-০৮-২০২৬** তারিখের **১১:০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ ১৮-০৮-২০২৬** তারিখের **১১:৩০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল। **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-টিএসকে-ডিবিআরটি-এমএক্স-২৮-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য স্থান এডিইএন/ডিব্রুগড় টাউন কার্যালয়ে (তিনসুকিয়া ডিভিশন) দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে ২৮-০৭-২০২৬ তারিখে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Deputy Chief Engineer (Mechanical), Sewer Cleansing Wing under Sewerage & Drainage, KMC invites e-tender online for the following works:

(1) NIeT No. : KMC/S_D/MSCDS/2026_27/PY/38/1st Call
Name of the work: **Repairing and replacement of various worn out spares of Blow-VAC Desilting Machine (Engine) WB 05A 2589 under MSCD (South).** Estimated cost: ₹ **2,99,256.00**. Earnest money deposit: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(2) NIeT No. : KMC/S_D/MSCDS/2026_27/PY/42/1st Call
Name of the work: **Repairing and replacement of various damaged spares of engine, cabin body and other accessories of Blow VAC Dump Tank WB 05A 2539 under MSCD (South).** Estimated cost: **₹ 2,99,322.00.** Earnest money deposit: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(3) NIeT No. : KMC/S_D/MSCDS/2026_27/PY/41/1st Call
Name of the work: **Overhauling, repairing and replacement of damaged spares of Jetting cum Suction Machines WB 05A 0692 and WB 05A 0694 under MSCD (South).** Estimated cost: **₹ 2,98,762.00.** Earnest money deposit: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(4) NIeT No. : KMC/S_D/MSCDS/2026_27/PY/40/1st Call
Name of the work: **Repairing and replacement of various damaged spares of engine, cabin body and other accessories of Blow VAC Dump Tank WB 05A 2525 under MSCD (South).** Estimated cost: **₹ 2,98,708.00.** Earnest money deposit: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(5) NIeT No. : KMC/S_D/MSCDS/2026_27/PY/39/1st Call
Name of the work: **Overhauling, repairing and replacement of damaged spares of Jetting cum Suction Machines WB 05A 0685 and WB 05A 0686 under MSCD (South).** Estimated cost: **₹ 2,99,247.00.** Earnest money deposit: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(6) NIeT No. : KMC/S_D/MSCDS/2026_27/PY/43/1st Call
Name of the work: **Overhauling, repairing and replacement of worn out spares of three sets of Power Bucket Machine vide no. 2A, 2B, 7A, 7B and 8A, 8B under MSCD (South).** Estimated cost: **₹ 2,99,321.00.** Earnest money deposit: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(7) NIeT No. : KMC/S_D/MSCDS/2026_27/PY/44/1st Call
Name of the work: **Servicing, repairing and replacement of damaged spares of two sets of Power Bucket Machine vide no. 10A, 10B, and 14A, 14B under MSCD (South).** Estimated cost: **₹ 1,17,178.00.** Earnest money deposit: **₹ 2,400.00.** Period of completion: **7 days.**

(8) NIeT No. : KMC/S_D/MSCDS/2026_27/PY/45/1st Call
Name of the work: **Overhauling, repairing and replacement of damaged spares of Jetting cum Suction Machines WB 05A 0698 under MSCD (South).** Estimated cost: **₹ 1,46,282.00.** Earnest money deposit: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(9) NIeT No. : KMC/S_D/MSCDS/2026_27/PY/37/1st Call
Name of the work: **Replacement and repairing of various damaged spares of engine, cabin body and other accessories of Blow VAC Dump Tank WB 05A 2521 under MSCD (South).** Estimated cost: **₹ 2,99,245.00.** Earnest money deposit: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **7 days. Last date and time of submission of bid: 08.08.2026 - 11 AM (For Sl. No. 1 to 9).** Technical bid opening date and time: **11.08.2026 - 11 AM (For Sl. No. 1 to 9). The bid forms and other details will be available on and from 01.08.2026 - 9 AM** from the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 9).**

The Dy. Chief Engineer (Mech.)/Roads, KMC invites e-tender/quotation online in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/GG/AR/E-02/2026-2027
Name of the work: **Inspection and testing of motors in operation in Batch-mix and Drummix plants under Asphaltum Department Goragacha.** Estimated amount: **₹ 2,95,608.82.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/ASPH/GG/AR/EQ-01/2026-27
Name of the work: **Supply, delivery and installation of new motor of hot elevator unit at Batch-mix plant under Asphaltum Department Goragacha.** Estimated amount: **Quotation.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **10 days. Last date and time of submission of bid: 21.08.2026 at 9 AM (For Sl. No. 1) and 21.08.2026 at 10 AM (For Sl. No. 2).** Bid opening date for technical proposal: **24.08.2026 at 9 AM (For Sl. No. 1) and 24.08.2026 at 10 AM (For Sl. No. 2).** The bid forms and other details are available on and from **12.08.2026 at 5 PM** from the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).** (290/26-27)

অফবিট

সত্যি কি পূর্বজন্ম দেখা সম্ভব? নাকি পুরোটাই হিপনোটিজমের খেলা?

অভি ব্যানার্জী

পাস্ট লাইফ রিগ্রেশন বা পিএলআর-শব্দটি এখন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ড্রয়িং রুমের আড্ডায় বেশ পরিচিত। কেউ বলছেন এটি কুসংস্কার, আবার কেউ দাবি করছেন এটিই একমাত্র পথ যা আমাদের বর্তমানের সব সমস্যার উত্তর দিতে পারে। সত্যি কি আমরা আমাদের পূর্বজন্ম দেখতে পারি? নাকি পুরোটাই হিপনোটিজমের কারসাজি? সম্প্রতি একটি জনপ্রিয় পডকাস্টে বিখ্যাত রেইকি গ্র্যান্ডমাস্টার এবং হিপনোথেরাপিস্ট সুপ্রিয়া লাহিড়ী এমন কিছু অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন, যা বিজ্ঞানের লজিককেও চ্যালেঞ্জ করতে পারে। স্বপ্নে দেখা আর পূর্বজন্ম দেখার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কেন কিছু মানুষ হাজার চেষ্টা করেও পূর্বজন্ম দেখতে পান না? আসুন, সেই রহস্যের জট খুলি। সুপ্রিয়া দেবীর মতে, স্বপ্ন আর পাস্ট লাইফ রিগ্রেশনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, ঘুম ভাঙার কিছুক্ষণ পরেই তা ভুলে যাই। কিন্তু পিএলআর সেশনে একজন ব্যক্তি যা দেখেন, তা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে রাখেন। এটি কোনো সাধারণ হিপনোটিজম নয় যেখানে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। বরং এটি একটি 'ট্রান্স' বা গভীর ধ্যানের অবস্থা, যেখানে মানুষ সম্পূর্ণ সজাগ থেকেও নিজের অবচেতন মনের গভীরে ভ্রমণ করেন।

● এই জন্মের শত্রু কি আগের জন্মের কেউ?

পডকাস্টে উঠে এসেছে বেশ কিছু লোমহর্ষক কেস স্টাডি। যেমন-

১. সন্তান যখন শত্রুঃ এক ভদ্রমহিলা অভিযোগ করেছিলেন তাঁর একমাত্র ছেলে তাঁকে সহ্য করতে পারে না। পিএলআর সেশনে দেখা যায়, পূর্বজন্মে ওই মহিলা ছিলেন এক জেলের জেলার এবং তাঁর বর্তমান ছেলে ছিলেন কয়েদি। সেই জন্মে তিনি কয়েদিটিকে চাবুক দিয়ে মারতেন। সেই কর্মফল বা 'কর্মা' এই জন্মে ফিরে এসেছে ছেলের ঘৃণার রূপে।

সমাধানঃ থেরাপিস্টের পরামর্শে ওই মহিলা ধ্যানে বসে সেই 'সোল' বা আত্মার কাছে ক্ষমা চান। অবিশ্বাস্যভাবে, মাত্র ১৯ দিনের মধ্যে ছেলের ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন আসে।

২. পারিবারিক অভিশাপঃ একটি পরিবারের সবাই কেন ক্যান্সারে মারা যাচ্ছেন? পিএলআর সেশনে দেখা যায়, কয়েক প্রজন্ম আগে পরিবারের এক সদস্য গ্রামের এক নিরীহ মানুষকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে গ্রামছাড়া করেছিলেন। সেই অভিশাপেই পুরো বংশ আজ ভুগছে। ক্ষমা চাওয়ার পর সেই 'কার্স' বা অভিশাপ থেকে মুক্তি মেলে।

● ক্লিনিক্যাল হিপনোথেরাপিঃ স্পিরিট বা আত্মার মুক্তি

অনেকেই ভাবেন পাস্ট লাইফ রিগ্রেশন মানেই ভূত-প্রেত। কিন্তু সুপ্রিয়া লাহিড়ী একে 'ক্লিনিক্যাল হিপনোথেরাপি' বা চিকিৎসার অংশ হিসেবেই দেখেন। অনেক সময় দেখা যায়, কোনো মৃত ব্যক্তির অতৃপ্ত আত্মা বা 'এনার্জি' জীবিত মানুষের শরীরে ভর করে থাকে। একে বলা হয় 'স্পিরিট অ্যাটাচমেন্ট'। একটি ঘটনায় দেখা যায়, এক তরুণী ডাক্তার আত্মহত্যার প্রবণতায় ভুগছিলেন। সেশনে জানা যায়, হাসপাতালে মারা যাওয়া এক যক্ষ্মা রোগীর আত্মা তাঁর সঙ্গে জুড়ে গেছে, যে কি না পূর্বজন্মে তাঁর স্বামী ছিল। বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই 'কড কাটিং' বা আত্মিক বন্ধন ছিন্ন করার পরই মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

● সবাই কি দেখতে পান? বিপদ কোথায়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ১০০ জনের মধ্যে ৯০ জন দেখতে পেলেও, ১০ জন দেখতে পান না। যাঁরা অতিরিক্ত লজিক্যাল বা যাদের মনে ভয় কাজ করে, তাঁরা সহজে এই ট্রান্স স্টেটে যেতে পারেন না।

■ **ভয়ঃ** অনেকের ভয় থাকে, আমি যদি ওই জন্মে আটকা পড়ে যাই? কিন্তু থেরাপিস্টদের মতে, ফিরে আসাটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার।

■ **শারীরিক প্রতিক্রিয়াঃ** অনেক সময় সেশনের মধ্যে শরীর বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাওয়া বা তীব্র ব্যথা হতে পারে। যেমন-পূর্বজন্মে আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া কেউ সেশনে সেই জ্বালা অনুভব করতে পারেন। তবে দক্ষ থেরাপিস্টরা এনার্জি হিলিং-এর মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করেন।

● বিজ্ঞান কী বলছে?

আধুনিক বিজ্ঞান বা সাইকিয়াট্রি এখনো পূর্বজন্মের অস্তিত্ব সরাসরি স্বীকার করে না। তবে ডা. ব্রায়ান ওয়েইস-এর মতো বিশ্বখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা পিএলআর-কে 'হিলিং মেথড' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁদের মতে, এটি আমাদের অবচেতন মনে জমে থাকা ট্রমা বা ভয়কে বের করে আনতে সাহায্য করে। পূর্বজন্ম সত্যি কি না, তা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ যদি এই থেরাপির মাধ্যমে নিজেদের বর্তমান জীবনের সমস্যা, ফোবিয়া বা সম্পর্কের জটিলতা কাটাতে পারেন, তবে তাকে অস্বীকার করাও কঠিন। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে এটি আসলে নিজেকে চেনার এক অন্য দর্পণ।

রেশন নিয়ে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিবের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাইঃ ডবল ইঞ্জিনে টক্কর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য সচিবের অর্ডার খারিজ করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব। রেশন ব্যবস্থায় বায়োমেট্রিক বাধ্যতামূলক। আধার আইন অনুযায়ী, আঙুলের ছাপ নেওয়া বাধ্যতামূলক। আঙুলের ছাপ না মিললে তখন ওটিপি বা চোখের মনি স্ক্যান করে বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন করা যেতে পারে। কিন্তু গত ১৩ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সচিব জগদীশ মীনা নতুন অর্ডার জারি করে বলেন, রেশন পাওয়ার ক্ষেত্রে আইরিশ অর্থাৎ চোখের মনি স্ক্যান বাধ্যতামূলক করা হল। বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব এর দ্বারস্থ হয় অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন।

সরানো হল সীমা পাহুজাকে!

...১ পাতার পর

দিক তদন্তের আওতায় আনার কথা ছিল। আগের তদন্তকারী দল সেই সব বিষয়ে কতটা অগ্রগতি করেছে, তা নতুন তদন্তকারী দল বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করুক এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক বলেই তাঁদের দাবি। এদিন আদালতে নির্যাতিতার মা, যিনি বর্তমানে পানিহাটির বিধায়ক, তিনিও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি জানান, তাঁর মেয়ের সঙ্গে শেষবার যাঁদের দেখা গিয়েছিল, তাঁদের ভূমিকা তদন্ত করে দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাঁর মতে, সেই দিকটি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা উচিত। তবে তদন্তের স্বার্থে তিনি এই মুহূর্তে আর কোনও মন্তব্য করতে চান না। বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি নতুন সরকারের উপর আস্থা প্রকাশ করেন। নির্যাতিতার মা বলেন, ''এটা তদন্তসাপেক্ষ বিষয়। তাই এই মুহূর্তে বেশি কিছু বলতে চাই না। তবে আমাদের নতুন সরকার এসেছে। কঠোরভাবে সব কিছু দেখা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কোনও দুর্নীতি সহ্য করবেন না। তাঁর উপর আমার সম্পূর্ণ ভরসা রয়েছে।'' আরজি কর-কাণ্ডের তদন্তে সিবিআইয়ের এই পুনর্গঠন এবং নতুন তদন্তকারী দল গঠনের ফলে মামলাটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এখন নজর থাকবে নতুন তদন্তকারী দল কত দ্রুত নথিপত্র পর্যালোচনা করে তদন্তে নতুন দিশা দেখাতে পারে এবং আদালতে তার প্রতিফলন কীভাবে উঠে আসে।

ক্লাস ওয়ান থেকে পুরো বদলে যাবে সিলেবাস, জানিয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

...১ পাতার পর

শিক্ষার মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এদিন এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য শিক্ষা দফতর। এবার থেকে রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেলেও কিংবা সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে পড়াশোনা থমকে গেলেও, অতি সহজেই তা চালিয়ে যাওয়া যাবে। এই লক্ষ্যপূরণে রাজ্য সরকারের সমগ্র শিক্ষা মিশন এবং জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় সংস্থান বা এনআইওএস-এর মধ্যে বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তি স্বাক্ষর কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন সরকারের দূরদর্শী ভাবনার কথা বিশদে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ''জাতীয় শিক্ষানীতি এবং শিক্ষার অধিকার আইনের ন্যতম প্রধান ও মূল লক্ষ্যই হল দেশের কোনও শিশুই যেন কোন পরিস্থিতিতেই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না থাকে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায়, নানা ধরনের আর্থিক ও সামাজিক অনটনের কারণে অথবা কাজের সন্ধানে বাবা-মাকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হতে হলে বাচ্চাদের পড়াশোনা মাঝপথেই আচমকা বিঘ্নিত হয় এবং তারা স্কুলছুট হয়ে পড়ে।'' শিক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় আশ্বস্ত করে জানান, শিক্ষা দফতরের এই অভিনব ও নমনীয় ব্যবস্থার সুবাদে পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তান কিংবা যেকোনো সাধারণ শিক্ষার্থী এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হলেও তাদের লেখাপড়ার পথ আর কোনওভাবেই রুদ্ধ হবে না। বিষয়টির সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ''উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, কোনও শিক্ষার্থী কেরালায় থাকাকালীন এনআইওএস-এ নিজের নাম রেজিস্ট্রেশন করল। পরবর্তীতে পরিবারের সঙ্গে সে যদি ওড়িশায় চলে যায়, তবে আটকে থাকবে না তার পরীক্ষা। সে অনায়াসেই ওড়িশার যেকোনও নির্ধারিত সেন্টারে বসে সম্পূর্ণ নিজের মাতৃভাষাতেই পড়াশোনা ও পরীক্ষা চালিয়েই যেতে পারবে।'' শুধু শিশুরা বা পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তানরাই নয়, শিক্ষা মন্ত্রী আরও জানান যে এই মুক্ত শিক্ষা প্ল্যাটফর্মের পরিধি অনেক বড়। অতীতে যেসব বয়স্ক মানুষ কিংবা তরুণ-তরুণী কোনও বিশেষ কারণে নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করতে পারেননি, তাঁরাও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন করে পুনরায় তাঁদের পড়াশোনা শুরু করতে পারবেন। রাজ্য শিক্ষা দফতরের এই ঐতিহাসিক এবং মহতী উদ্যোগের সুফল যাতে শুধু শহরকেন্দ্রিক না থেকে একেবারে গ্রামীণ প্রান্তিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সে বিষয়ে রাজ্য সরকার অত্যন্ত নজর দিচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন জানান, এনআইওএস-এর এই লার্নিং সেন্টার বা কেন্দ্রগুলিকে রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায় পর্যন্ত প্রসারিত ও সম্প্রসারিত করার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপে সমগ্র রাজ্যের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের পথ যে আরও বেশি সুগম ও সুরক্ষিত হল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, এই যৌথ সমন্বিত কাঠামোর আওতায় প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে অষ্টম শ্রেণী (প্রাইমারি ও আপার প্রাইমারি), দশম শ্রেণী (মাধ্যমিক) এবং ১০+২ বা দ্বাদশ শ্রেণী (উচ্চ মাধ্যমিক)- অর্থাৎ স্কুলের সমস্ত স্তরের শিক্ষাই অনায়াসে গ্রহণ করতে পারবেন ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা। গতানুগতিক বা সাধারণ স্কুলের মতো কঠোর নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট এক বছরের মধ্যেই যে কোর্স শেষ করতে হবে, তেমন কোনও বাধ্যতামূলক শর্ত এখানে রাখা হয়নি। শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ নিজের সুবিধাজনক গতিতে পাঠ্যক্রম শেষ করতে পারবে এবং সুবিধামতো সময়ে পরীক্ষায় বসতে পারবে। তবে নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী, এক বার নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর সংশ্লিষ্ট কোর্সটি চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করার জন্য সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত সময় পাওয়া যাবে। অনেকের মনেই মুক্ত শিক্ষা বোর্ডের শংসাপত্র নিয়ে দ্বিধা থাকে, তবে সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এনআইওএস থেকে উত্তীর্ণ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শংসাপত্র সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা স্বীকৃত। এই বোর্ডের শংসাপত্রের গ্রহণযোগ্যতা ভারতের যেকোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি দফতর কিংবা বড় বড় বেসরকারি সংস্থায় হুবহু সমান। সহজ কথায়, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, সিবিএসই, আইসিএসই কিংবা দেশের অন্যান্য যেকোনো রাজ্য বোর্ডের সার্টিফিকেটের মতোই এনআইওএস-এর শংসাপত্র সমতুল্য আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক মান বহন করে।

সিঙ্গুরে কেমিক্যাল হাব করা যেতে পারে

...১ পাতার পর

যে, রাজ্য সরকার চাইলে পরিকাঠামো অনুযায়ী অন্য কোনও উপযোগী বিতর্কমুক্ত জমি বেছে নিতে পারে। প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী রাজ্যকে অন্তত ২,০০০ একর নিরবচ্ছিন্ন জমি চিহ্নিত করতে হবে এবং ৫০০ কোটি টাকার আর্থিক অংশীদারিত্ব দিতে হবে। রাজ্যকে দ্রুত এগিয়ে রাখতে শমীক ভট্টাচার্য ৪টি মূল পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। শিল্প দফতর ও ডব্লুবিআইডিসি-কে নিয়ে দ্রুত আন্তঃবিভাগীয় টাস্ক ফোর্স গড়ে আবেদন প্রস্তুত করা। ২,০০০ একর বিতর্কমুক্ত জমির মালিকানা ও প্রস্তুতি সংক্রান্ত নথি গুছিয়ে রাখা। আগামী রাজ্য বাজেটে প্রয়োজনীয় ৫০০ কোটি টাকার অংশীদারিত্বের বন্দোবস্ত রাখা এবং কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও পেট্রোরসায়ন মন্ত্রকের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় রাখা। সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে কেন্দ্রীয় স্তরে সমন্বয় সাধনের জন্য তিনি সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। চিঠিটির অনুলিপি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবং শিল্প সচিবের কাছেও পাঠানো হয়েছে।

দিল্লিতে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে আর কোনও আইনি পদক্ষেপ নয়

...১ পাতার পর

বিক্ষোভকারীদের ভিড়ের মাঝে অন্তত ২৮০০ জন এমন ব্যক্তি লুকিয়ে রয়েছে যাদের দীর্ঘ অপরাধমূলক ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। উল্লেখ্য, এই আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে টানা ২৬ দিন আমরণ অনশনে বসেছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। শুক্রবার ভোরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি অনশন প্রত্যাহার করে নেন। তবে জল ঘোলা হওয়া থামেনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। ইতিমধ্যে লোকসভায় পাশ হয়েছে অ্যান্টি পেপার লিক বিল

মিড-ডে মিলে চিকেন বিরিয়ানি? পড়ুয়াদের 'কামাই' আটকাতে ভাবনা বিজয়ের সরকারের

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ৩০ জুলাইঃ বাংলায় যেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণার আগে পর্যন্ত স্কুল পড়ুয়াদের পাতে ডিম পড়বে কিনা, তা নিয়ে ধন্ধ ছিল, সেই সময়ে তামিলনাড়ুর সরকার মিড ডে মিলের জন্য করে ফেলে অন্যরকম এক পরিকল্পনা। সরকারি স্কুলগুলিতে সপ্তাহে অন্তত একদিন পড়ুয়াদের চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ানোর কথা ভাবা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, রাজ্য সরকারের এই পরিকল্পনা এখন চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়। তামিলনাড়ুর স্কুল শিক্ষামন্ত্রী রাজমোহন সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের কাছে এই অভিনব প্রস্তাবটি তুলে ধরেছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, তামিলনাড়ুর রাজনীতি ও রাজ্য পরিচালনায় বিভিন্ন সময়ে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই স্কুলের পুষ্টি কর্মসূচিকে নিজেদের মতো করে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ইতিহাসের পাতা উল্টে তিনি মনে করিয়ে দেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কামরাজ প্রথম স্কুলে মিড-ডে মিল চালু করেছিলেন। এরপর সে রাজ্যে 'কালাইঞার' করুণানিধি পাতে ডিম যুক্ত করেন, এমজিআর একে 'পুষ্টিকর আহার প্রকল্প'-এ রূপান্তরিত করেন

এবং জয়ললিতা সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোতেও ডিম দেওয়ার বন্দোবস্ত বাড়িয়ে এই ধারা বজায় রাখেন। সেই ঐতিহ্য মেনেই শিক্ষামন্ত্রী রাজমোহনের ইচ্ছা, সপ্তাহে অন্তত একদিন সরকারি স্কুলের শিশুদের চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ানো হোক। এই প্রস্তাবটি মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে। যদিও এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, তবে খবর মিলেছে যে সরকার বিষয়টি নিয়ে বেশ ইতিবাচক। উল্লেখ্য, শিশুদের পুষ্টি ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বাড়াতে তামিলনাড়ু বরাবরই সারা দেশের সামনে মডেল। ১৯৫০-এর দশকে কে কামরাজের হাতে যে পথচলা শুরু হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। সম্প্রতি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে সেখানে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য 'প্রাতরাশ প্রকল্প' (যা পরে 'পেরুনথালাইভার কামরাজার প্রাতরাশ প্রকল্প' নামে পরিচিত হয়) চালু করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা স্কুলে দিনে দুটি পুষ্টিকর খাবার পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। যদি শিক্ষামন্ত্রীর এই প্রস্তাব সবুজ সংকেত পায়, তবে তা রাজ্যটির মিড-ডে মিলের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত বড় পরিবর্তন হতে চলেছে। শুধু বিরিয়ানিই নয়, এর পাশাপাশি সকালের খাবারের মেনুতেও পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা চলছে। বর্তমানে প্রতি শিক্ষার্থী পিছু প্রায় ১৫ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, গমের তৈরি উপমা বা রাভা উপমার মতো একঘেয়ে খাবার বদলে বাচ্চাদের জন্য আরও পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। সব মিলিয়ে, তামিলনাড়ুর সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য যে আগামী দিনে এক দারুণ স্বাদের চমক অপেক্ষা করছে, তা বলাই বাহুল্য।

CHANGE OF NAME

I, Abdul Latib Sk (Old Name) S/O–Abdul Wahed Sk resident of Vill & Po-Gurah , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742184 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Latib Sk to Abdul Latif Sk and henceforth I shall be known as Abdul Latif Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/07/2026. My name Abdul Latif Sk & Abdul Latib Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Salma Begum (Old Name) W/O– Md Abdus Sattar resident of Vill - Khularpukur , Po & Ps-Bhagwangola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Salma Begum to Sompa Singha and henceforth I shall be known as Sompa Singha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 27/06/2026 . My name Sompa Singha & Salma Begum both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Monaj Sk (Old Name) S/O -Raihan Sk resident of Jibanagar, Hatinagar, Berhampore, Murshidabad, WestBengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Monaj Sk to Manoj Sk and henceforth I shall be known as Manoj Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 30/07/2026 . My name Manoj Sk & Monaj Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asraful Mandal (Old Name) S/O- Late Siraj Mondal resident of Patuli, Begopara, Ranaghat, Nadia, WestBengal, Pin-741256 do hereby declared that I have changed my name from Asraful Mandal to Asraf Mondal and henceforth I shall be known as Asraf Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 30/07/2026 . My name Asraf Mondal & Asraful Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Haji Mojibur Rahman (Old Name) S/O- Late Md Dareshtulla Sk resident of Dakshin Mahadebnagar, Mahadebnagar, Farakka, Murshidabad, WestBengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Haji Mojibur Rahman to Md Mojibur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Mojibur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 30/07/2026 . My name Md Mojibur Rahaman & Haji Mojibur Rahman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sahanara Bibi (Old Name) W/O-Asraful Sekh resident of Mahadipur, Mahadipur, Englishbazar, Malda, WestBengal, Pin-732216 do hereby declared that I have changed my name from Sahanara Bibi to Sahanara Khatun and henceforth I shall be known as Sahanara Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 30/07/2026 . My name Sahanara Khatun & Sahanara Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rezaul Karim (Old Name) S/O- Late Sorfu Mondal resident of Belaipara, Khairati, Sagadighi, Murshidabad, WestBengal, Pin-742226 do hereby declared that I have changed my name from Rezaul Karim to Rejaul Karim Mondal and henceforth I shall be known as Rejaul Karim Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Berhampore court dated on 30/07/2026 . My name Rejaul Karim Mondal & Rezaul Karim both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Biplab Mazumder (Old Name) S/O-Yogesh Chandra Majumdar resident of Khanjipur, Gopalpur, Tehatta, Nadia, WestBengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Biplab Mazumder to Biplab Majumdar and henceforth I shall be known as Biplab Majumdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Berhampore court dated on 30/07/2026 . My name Biplab Majumdar & Biplab Mazumder both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jogesh Chandra Mazumder (Old Name) S/O Late Haripada Majumdar resident of Khanjipur, Gopalpur, Tehatta, Nadia, WestBengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Jogesh Chandra Mazumder to Yogesh Chandra Majumdar and henceforth I shall be known as to Yogesh Chandra Majumdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Berhampore court dated on 30/07/2026 . My name to Yogesh Chandra Majumdar & Jogesh Chandra Mazumder both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abul Husen Malita (Old Name) S/O–Late Apiluddin Malita resident of Bajitpur, Gazna, Hanskhali , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741507 do hereby declared that I have changed my name from Abul Husen Malita to Abul Hussain Malita and henceforth I shall be known as Abul Hussain Malita (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Berhampore court dated on 30/07/2026 . My name Abul Hussain Malita & Abul Husen Malita both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Eliash Ali (Old Name) S/O Late Munjur Ali resident of Maharajpur, Maharajpur, Ratua, Malda, WestBengal, Pin-732102 do hereby declared that I have changed my name from Eliash Ali to Ilias Ali and henceforth I shall be known as Ilias Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Berhampore court dated on 30/07/2026 . My name Ilias Ali & Eliash Ali both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Yeastulla Sk , S/O-Sanuar Sk, date of birth is 01/01/1975. resident of Vill-Hatgacha , Po- Sundipur, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 , do hereby declared That my actual name Yeastulla Sk S/O- Sanuar Sk as recorded in my aadhaar Card No- 9691 0212 0647 and my name Seikh Yastulla recorded in my voter Card no RJG2780286 & That my name Manuwar Sk as recorded in my land deed no-I 2542, dated 03/03/1972 . That my name Yeastulla Sk and Seikh Yastulla & Manuwar Sk are same identical persons vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit court on 15/07/2026.

CHANGE OF NAME

I, Hironmoy Pal (Old Name) S/O–Dhirendranath Pal resident of 43/1/A S N Bagchi Road , Po & Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Hironmoy Pal to Hironmoy Paul and henceforth I shall be known as Hironmoy Paul (new name) in all purpose, vide an affidavit no 735 sworn before the notary public Berhampore court on 29/07/2026. My name Hironmoy Paul & Hironmoy Pal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dolenurnesha (Old Name) W/O–Md Abdul Kadir resident of Vill-Purbo Ratanpur , Po-Ratanpur , Ps-Samsherganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Dolenurnesha to Dolinur Nesha and henceforth I shall be known as Dolinur Nesha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/07/2026. My name Dolinur Nesha & Dolenurnesha both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sahara Banu (Old Name) W/O–Bajlur Rhaman resident of Vill-Belgram , Po-Panchthupi , Ps-Burwan , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742161 do hereby declared that I have changed my name from Sahara Banu to Saira Banu Bibi and henceforth I shall be known as Saira Banu Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/07/2026. My name Saira Banu Bibi & Sahara Banu both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Naushad Ali (old name) son of Md. Nizamuddin, resident of 2/H/4, Motijhil Lane, Tangra, Kolkata – 700015, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Naushad Ali (old name) to Md. Naushad Alam (new name) and henceforth I shall be known as Md. Naushad Alam in all purpose, vide affidavit no.K/July/221/26, sworn before the Notary Public at Howrah on 28/07/2026. Md. Naushad Alam (new name) and Naushad Ali (old name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Saraban Tahura (old name) W/o- Sariful Islam residing at Natunpara Kashyadanga, Mahisasthali, Bhagwangola, Dist- Murshidabad, Pin-742135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SARABAN TAHURA to MT SARABAN TAHURA and henceforth I shall be known as MT SARABAN TAHURA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Court of Ld " 1st Class" Judicial Magistrate at Lalbagh, Murshidabad dated 29/07/2026. SARABAN TAHURA (old name) and MT SARABAN TAHURA (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Biswajit Bose,S/o Nanigopal Bose, residing at Vill North Habra, United Club Goli, P.O. & P.S. Habra, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from Biswajit Bose to Biswajit Basu and henceforth I shall be known as Biswajit Basu in all purpose vide affidavit No. 3033 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 29/7/2026. Biswajit Bose & Biswajit Basu both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Taijel Mondal(old name) S/o Late Jahabaks Mondal residing at Vill.-Meherpur, P.O.-Media Hat, P.S.-Gopalnagar, Dist.-North 24 Parganas, PIN-743262 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Taijel Mondal to Taijal Mondal and henceforth I shall be known as Taijal Mondal(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 29/07/2026. Taijel Mondal(old name) and Taijal Mondal(new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD SAMIM MONDAL(old name) S/o Nazrul Islam residing at Vill.-Bhanderkola, P.O.-Bhanderkola, P.S.-Gopalnagar, Dist.-North 24 Parganas, PIN-743701 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD SAMIM MONDAL to MD SAMIM MONDAL and henceforth I shall be known as MD SAMIM MONDAL(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 13/07/2026. MOHAMMAD SAMIM MONDAL(old name) and MD SAMIM MONDAL(new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ANOWARA BEGUM, W/o Rezaul Karim Tarafdar, residing at Vill Tarafdar para, P.O. Bergoom, P.S. Habra, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from ANOWARA BEGUM to ANOWARA BEGAM TARAFDAR and henceforth I shall be known as ANOWARA BEGAM TARAFDAR in all purpose vide affidavit No. 10099 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 30/6/2026. ANOWARA BEGUM & ANOWARA BEGAM TARAFDAR both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nanigopal Bose, S/o Lt. Mohini Mohan Bose, residing at Vill North Habra, United Club Goli, P.O. & P.S. Habra, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from Nanigopal Bose to Nanigopal Basu and henceforth I shall be known as Nanigopal Basu in all purpose vide affidavit No. 3032 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 29/7/2026. Nanigopal Bose & Nanigopal Basu both are same and one identical person.

নতুন রেললাইন প্রকল্পের অগ্রগতির পর্যালোচনা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজারের

মালিগাঁও, ৩০ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজার আশীষ বনসাল সম্প্রতি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ডিমাপুর (ধনসিরি)-কোহিমা (জুবজা) নতুন রেললাইন প্রকল্পের সামগ্রিক পরিদর্শন করেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সাথে, আশীষ বনসাল প্রকল্পের অ্যালাইনমেন্ট-এর পাশাপাশি সুড়ঙ্গ, মেজর ব্রিজ, স্টেশন ইয়ার্ড এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণস্থলসহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত কাজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে, জেনারেল ম্যানেজার চলমান কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন, ফিল্ড আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং গুণমান, সুরক্ষা ও ইঞ্জিনিয়ারিং উৎকৃষ্টতার সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে প্রকল্পটি যথাসময়ে সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ডিমাপুর (ধনসিরি)-কোহিমা (জুবজা) নতুন রেললাইন প্রকল্পটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বাস্তবায়নাধীন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত পদক্ষেপ। প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার পর, এটি নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমাকে প্রথমবারের জন্য জাতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করবে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে রেল সংযোগ ব্যবস্থা মজবুত করার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। ৭৮.৪২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই প্রকল্পটি অসমের কার্বি আংলং জেলা এবং নাগাল্যান্ডের চুমুকেডিমা ও কোহিমা জেলার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এখানে আটটি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে - ধনসিরি, ধনসিরিপার, শোখুভি, মলভোম, ফেরিমা, পিফেমা, মেঙ্গুজুমা এবং জুবজা। এর মধ্যে ধনসিরি, শোখুভি ও মলভম স্টেশনে কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বেশ কিছু জটিল কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন- মোট ৩১,১৬৯ মিটার দৈর্ঘ্যের ২০টি সুড়ঙ্গ, ২৭টি মেজর ব্রিজ এবং ১৪৯টি মাইনর ব্রিজ যা নাগাল্যান্ডের পাহাড়ি ভূখণ্ডে রেলপথ নির্মাণের জটিলতাকেই তুলে ধরে। প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমে চালু করা হয়েছে ১৬.৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ধনসিরি- শোখুভি সেকশনটি অক্টোবর ২০২১-এ এবং ১৪.৬৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের শোখুভি-মোলভম সেকশনটি মার্চ ২০২৫-এ চালু করা হয়। বর্তমানে শোখুভি থেকে গুয়াহাটি ও নাহরলগুন পর্যন্ত নিয়মিত যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু রয়েছে অন্যদিকে, নাগাল্যান্ডের তৃতীয় প্রধান রেল স্টেশন মোলভম চালু হওয়ার ফলে রাজ্যে রেল সংযোগ আরও শক্তিশালী হয়েছে। দুর্গম ভূখণ্ড ও জটিল ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও, অবশিষ্ট সেকশনগুলির নির্মাণকাজ সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা এবং আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং সমাধানের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রকল্পটির সুরক্ষিত ও দক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে অত্যাধুনিক নির্মাণ কৌশল ও ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের সহায়তায় একই সাথে একাধিক টানেল ফেস-এ কাজ চলছে। পরিদর্শনকালে, আশীষ বনসাল ইঞ্জিনিয়ার ও নির্মাণকারী টিমের নিষ্ঠার প্রশংসা করেন। পাশাপাশি তিনি কাজের গতি বজায় রাখা, সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় নিশ্চিত করা এবং সুরক্ষা ও গুণমান-এর সর্বোচ্চ মানদণ্ড বজায় রেখে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পটি সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সম্পূর্ণ ডিমাপুর (ধনসিরি)-কোহিমা (জুবজা) নতুন রেললাইন প্রকল্পটি ২০২৯- এর মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সম্পূর্ণ হওয়ার পর, এই প্রকল্পটি সংযোগ ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন ও বাজারের সুবিধা প্রাপ্তি সহজতর করবে এবং নাগাল্যান্ড ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

বর্ধমান পুরসভায় বোর্ড বৈঠকে বিজেপির বিক্ষোভ, কাউন্সিলরদের পদত্যাগের আহ্বান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ জুলাই ঃ বোর্ড বৈঠক চলাকালীন বর্ধমান পুরসভায় আচমকাই বিক্ষোভে সামিল হল বিজেপির প্রতিনিধি দল। পুর-পরিষেবার বেহাল দশার অভিযোগ তুলে কাউন্সিলরদের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে পুরপ্রধানের ঘরে ঢুকে প্রতিবাদ জানান তারা। বৃহস্পতিবার বিকেলে এই ঘটনাকে ঘিরে কিছু সময়ের জন্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পুরসভা চত্বর। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, এদিনের বোর্ড বৈঠকে প্রায় ২০ জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র গঠিত ১৩ সদস্যের প্রতিনিধি দলের কয়েকজন সদস্য পুরপ্রধানের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, পুরসভার কাজ তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হলেও প্রতিনিধি দলকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। প্রতিনিধি দলের সদস্য সুদীপ কুমার সাধু জানান, কয়েকদিন আগেই প্রতিনিধি দলের তালিকা পুরসভায় জমা দেওয়া হয়েছিল। তবুও তাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। বোর্ড বৈঠকের খবর পেয়ে তারা পুরসভায় এসে প্রতিবাদ জানান। বিক্ষোভ চলাকালীন বিজেপি প্রতিনিধিরা পুরপ্রধানের ঘরে প্রবেশ করে শহরের ভাঙাচোরা রাস্তা, নর্দমা পরিষ্কারে অনিয়ম, নিয়মিত আবর্জনা অপসারণ না হওয়া, বিভিন্ন ওয়ার্ডে অবৈধ বহুতল নির্মাণ এবং রেলব্রিজের নীচে আবর্জনা জমে থাকার মতো একাধিক অভিযোগ তুলে ধরেন। প্রতিনিধি দলের সদস্য অনীল সাঁতরা ও সুবীর দত্তের দাবি, বর্তমান কাউন্সিলররা মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই জনস্বার্থে বর্তমান পুরবোর্ড ভেঙে দিয়ে কাউন্সিলরদের পদত্যাগ করা উচিত। বিক্ষোভের মধ্যেই বিজেপি জেলা কমিটির এক্সিকিউটিভ সদস্য মহাদেব ঘোষ মোবাইল ফোনে প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের সঙ্গে কথা বলেন। অভিযোগ, সেই ফোনটি লাউডস্পিকারে চালিয়ে উপস্থিত কাউন্সিলর ও পুরপ্রধানকে মন্ত্রীর বক্তব্য শোনানো হয়। সেখানে মানুষের স্বার্থে কাউন্সিলরদের পদত্যাগ করার আহ্বান জানাতে শোনা যায় তাঁকে। এরপর 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে দিতে পুরপ্রধানের ঘর থেকে বেরিয়ে যান বিজেপি প্রতিনিধিরা। অন্যদিকে, পুরসভা সূত্রের দাবি, বৈঠকের সময় কয়েকজন কাউন্সিলর কাজের পরিবেশ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে পদত্যাগের ইচ্ছার কথা জানালেও শেষ পর্যন্ত কেউই পদত্যাগ করেননি। বর্ধমান পুরসভার পুরপ্রধান পরেশচন্দ্র সরকার বলেন, কয়েকজন প্রতিনিধি কিছু দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের লিখিত আকারে অভিযোগ জমা দিতে বলা হয়েছে। অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। বোর্ড বৈঠক ঘিরে এই বিক্ষোভের জেরে বর্ধমানের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তবে বিজেপির অভিযোগ এবং মন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে অন্য পক্ষের প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি।

SERGEANT CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

Registration No.111/RTAH/BULK dated-08-08-2012
Registered office at-Premises No.-06-0607, Plot No.-859/3, Block No.-AAIIB, Newtown, Kolkata-700161

Election to the Board of Directors of the society is going to take place at the Co-operation Directorate, RATH Cell, WBHIDCO BHAWAN (Ground floor) on 16-09-2026

Sl. No.	Name	Fathers name/ Husband'sName	Date of Membership	S.N. in M.R.
1	Ashok Kr. Ojha	S/o.Tarkeswar Nath Ojha	08-08-2012	4
2	Asim Kr.Ghose	S/o. Banshi Dhar Ghose	08-08-2012	5
3	Alok Paul	S/o. Hari Pada Paul	08-08-2012	6
4	Basudeb Maji	Slo. Late Shyama Pada Maji	08-08-2012	7
5	Debarshi Pande	S/o.Tushar Kanti Pande	08.08.2012	9
6	Goutam Nanda	S/o. Sachindra Nath Nanda	08.08.2012	12
7	Indranil Das Gupta	S/o. Samarendra Bijoy Das Gupta	08.08.2012	13
8	Janardan Saha Roy	S/o.Late Chittaranjan Saha Roy	08.082012	14
9	Jiban Kumar Dutta	S/o. Late Ranjit Kumar Dutta	08.08.2012	15
10	Kalyan Chakraborty	S/o. Late Saradindu Chakraborty	08.08.2012	16
11	Prabhakar Singh	S/o. Late Daroga Singh	08.08.2012	21
12	Purnendu Chattopadhyay	S/o. Late Basudeb Chattopadhyay	08.08.2012	23
13	Rajib Sil	S/o. Naba Kumar Seal	08.08.2012	24
14	Sanjay Singh	S/o. Late Nawal Kishore Prasad Singh	08.08.2012	27
15	Shyamal Kumar Sarkar	S/o. Late Panchanan Sarkar	08.08.2012	28
16	Soumen Saha	S/o. Balai Krishna Saha	08.08.2012	30
17	Swapan Kumar Chanda	S/o. Late Suresh Ch. Chanda	08.08.2012	33
18	Vivekananda Ganguly	S/o. Late Gannesh Chandra Ganguly	08.082012	34
19	Barun Kumar Chaudhury	S/o. Byomkesh Chaudhury	31.08.2019	36
20	Pankaj Kumar Ghatak	S/o. Jyotirmoy Ghatak	31.08.2019	38
21	Rajarshi Chowdhury	S/o. Raghunath Chowdhury	31.08.2019	40
22	Amarendra Saha	S/o. Asim Kumar Saha	31.08.2019	35
23	Debashis Ganguly	S/o. Purnangshu Bhusan Ganguly	31.08.2019	37
24	Tamas Ranjan Upadhyay	S/o. Late Debidas Upadhyay	31.08.2019	39
25	Anirban Halder	S/o. Rabindra Nath Halder	31.08.2019	41
26	Rajib Chattopadhyay	S/o. Amarnath Chattopadhyay	22.12.2019	42
27	Priyandri Laha	D/o. Sankar Kumar Laha	29.07.2020	43
28	Piklu Roy	W/o. Late Chanchal Roy	23.12.2020	45
29	Swarup De & Asmita Pal	S/o. Late Shib Nath De & Swarup De	10.04.2024	46
30	Subhankar Saha & Irabati Chakraborty	S/o. Subbas Saha & W/o. Subhankar Saha	05.05.2024	47
31	Sonali Khan	W/o. Kunal Chanda	15.01.2025	49
32	Anjana Roy	D/o. Nemai Chandra Das	02.02.2025	48
33	Amit Moitra (Membership not accepted by valid board)	S/o. Hirendra Nath Moitra	25.05.2025	50
34	Oindrila Sarkar (Membership not accepted by valid board)	D/o. Kujal Chandra Sarkar	13.07.2025.	51

If anybody has objection can file objection on or before 12-08-2026, any official day under Govt. of W.B. at WBHIDCO BHABAN (Ground floor) between 12 Noon 05-00 PM, before Sushmita Chakrabarti, CDO, Cooperation Directorate, RATH Cell & Assistant Returning Officer, SERGEANT Co-Operative Housing Society Ltd.

BYORDER
SUSHMITA CHAKRABARTI
CDO & ARO, SERGEANT C.H.S. Ltd.

ভালুকা পঞ্চায়েতে নতুন সমীকরণ বোর্ড গঠনের দৌড়ে বিজেপি

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ৩০ জুলাই ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ বিধানসভার ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা ভোটকে কেন্দ্র করে বদলে গেল রাজনৈতিক সমীকরণ। বিজেপির আনা অনাস্থা প্রস্তাবে প্রধানের পদ হারালেন তৃণমূল সমর্থিত প্রধান হাফিজুল মণ্ডল। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় অনাস্থা প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গৃহীত হওয়ায় তাঁকে প্রধানের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। এর পরেই নতুন বোর্ড গঠন নিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। ১৮ সদস্যের ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০২৩ সালের নির্বাচনে সিপিএম ৮ টি, বিজেপি ৬ টি, তৃণমূল ৩টি এবং নির্দল ১টি আসনে জয়ী হয়েছিল। নির্বাচনের পর সিপিএমের সদস্য হাফিজুল মণ্ডল প্রধান নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি-সহ কয়েকজন সদস্য তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় পঞ্চায়েতের ক্ষমতার সমীকরণ বদলে যায় এবং তৃণমূলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে প্রধানের পদে বহাল ছিলেন হাফিজুল মণ্ডল। চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রধানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে কৃষ্ণনগর-১ ব্লকের বিডিওর কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয় বিজেপি। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার অনাস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হয়। ভোটাভুটিতে বিজেপির ৬ জন সদস্য, সিপিএমের ২ জন সদস্য, তৃণমূলের ২ জন সদস্য এবং নির্দল সদস্য-সহ মোট ১১ জন অনাস্থার পক্ষে ভোট দেন। ফলে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় প্রধানকে পদচ্যুত করা হয়। এই ফলাফলের পর ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন বোর্ড গঠনের অঙ্ক শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক সূত্রের দাবি, সিপিএমের একাংশ, নির্দল সদস্য এবং তৃণমূলের দুই সদস্যের সমর্থন নিয়ে বিজেপি নতুন বোর্ড গঠনের উদ্যোগী হবে। যদিও বোর্ড গঠন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। বিজেপি নেতা গুরুপদ দে বলেন, প্রধানের বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষ ও একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতেই অনাস্থা আনা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন দলের জনপ্রতিনিধিরা অনাস্থার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আগামী দিনে স্বচ্ছ প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক পরিষেবা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।

মুর্শিদাবাদে মহিলাদের জন্য উচ্চশিক্ষায় বিরাট সুযোগ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩০ জুলাই ঃ মহিলাদের জন্য ফের একবার বড় সুখবর। মাসিক ৩ হাজার টাকা ভাতার 'অন্নপূর্ণা যোজনা' এবং সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের পর এবার ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুবিধার জন্য উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' নীতিকে সামনে রেখে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরে একটি নতুন গার্লস কলেজ চালু হতে চলেছে। আর গোটা বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়িত করতে পদক্ষেপ করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং অনগ্রসর কল্যাণ এবং জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ। মন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই জিয়াগঞ্জ শ্রীপত সিং কলেজের 'মর্নিং সেকশনে' কেবলমাত্র মহিলাদের কলেজ চালু করা হবে। সেখানে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রীরা পড়াশোনার সুযোগ পাবে। তিনি বলেন, বর্তমানে বাহাদুরপুর, লালবাগ অথবা জিয়াগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ২০-৩০ কিলোমিটার পথ পার হয়ে বহরমপুরের গার্লস কলেজে ছাত্রীদের পড়তে যেতে হয়। যাতায়াতের এই দূরত্ব এবং খরচের কারণে অনেক ছাত্রীর পড়াশোনা মাঝপথেই থেমে যায়। জিয়াগঞ্জে গার্লস কলেজ চালু হলে লালবাগ, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জের হাজার হাজার ছাত্রী উপকৃত হবে। এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই কলেজ চালু করার ইচ্ছা থাকলেও, ইতিমধ্যে বেশিরভাগ ছাত্রীই অন্য কলেজে ভর্তি হয়ে যাওয়ায় এবং পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান তিনি। তবে অতি দ্রুত জিয়াগঞ্জের কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় নিজস্ব ভবন সহ গার্লস কলেজ তৈরি করার পরিকল্পনাও করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মন্ত্রী অভিযোগ করেন, তৃণমূল সরকারের আমলে নেতা-নেত্রীরা মানুষকে লুট করে, ঠকিয়ে নিজেদের সম্পত্তি বাড়িয়েছে। শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থান, কোনও কিছুর দিকেই তারা নজর দেয়নি। তিনি আরও বলেন, কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথম দিন থেকেই মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে। অন্নপূর্ণা যোজনায় মহিলারা মাসে ৩ হাজার টাকা পাচ্ছেন, সরকারি বাসে মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করছেন। এবার ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার দায়িত্বও আমরা নিলাম। মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী বলেন, এক সময় মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ ছিল শশাঙ্কের রাজধানী। বাংলা, বিহার, ওড়িশার রাজধানীও ছিল মুর্শিদাবাদ। সেই নবাবের রাজধানী শহরকে তৃণমূল সরকার পরিযায়ী শ্রমিকের শহর বানিয়ে দিয়েছে। আমরা চাই মুর্শিদাবাদের সেই হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে। শিক্ষা, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান - সব ক্ষেত্রেই মুর্শিদাবাদ জেলাকে রাজধানীর সমতুল্য শহর হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের বিজেপি সরকারের লক্ষ্য।

JANGIPUR MUNICIPALITY

P.O. - Raghunathganj Dist- Murshidabad

e-TENDER NOTICE

NIeT No: MAD/ULB/JM/Electric/NIeT1/25-26 (1st Call, e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for Supply of Electrical Materials for maintenance and repair works under Jangipur Municipality, Tender ID: 2026_MAD_1035304_1, Publish Date: 31-07-2026 at 10:00 IST, Bid Submission Start date (Online): 31-07-2026 at 12:00 IST and Bid Submission Closing date (Online): 07-08-2026 at 18:00 IST. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Jangipur Municipality

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৬৩০৪০ডব্লুবি১৯৮৬পিএলসি০৪০৭৯৬
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৪, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র রোড, ১ম তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেলঃ complianceofficer@tspiritualworld.com
ওয়েবসাইটঃ www.tspiritualworld.com

৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২৬ সালের ২৫শে আগস্ট, মঙ্গলবার, বিকেল ৪:০০টায় (ভারতীয় মান সময়)** শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (''ওএভিএম'') সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। **এই সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কোম্পানি ২৫.০৭.২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ৪০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২০২৬ অর্থবছর** সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে অথবা রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিগুলোর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এমসিএ এবং এইবিআই-এর সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির হার্ড কপি বা মুদ্রিত অনুলিপি পাঠানোর আবশ্যিকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

২. এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুযায়ী, যেসব সদস্য তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করেননি, তাদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন দেখার জন্য প্রয়োজনীয় ওয়েব-লিঙ্ক সম্বলিত চিঠি ২৫শে জুলাই, ২০২৬ তারিখে পাঠানো হচ্ছে।

৩. কোম্পানির ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন-যার মধ্যে ৪০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-তা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.tspiritualworld.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইট, অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর www.bseindia.com ও দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর www.cse-india.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com-এও এর একটি অনুলিপি পাওয়া যাচ্ছে।

৪. কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন')-এর ধারা ১০৮ এবং এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ (সময়ে সময়ে সংশোধিত) ও এমসিএ-র সাধারণ সার্কুলার নং. ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের ৯/২০২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/২০২৫-এর পাশাপাশি এসইবিআই (এলওআরডি) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান এবং ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের এসইবিআই বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133-এর আলোকে, কোম্পানিটি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর সভা শুরুর পূর্বে এবং সভা চলাকালীন সময়ে রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে কোম্পানি সিডিএসএল-কে নিয়োগ করেছে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে রিমোট ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

ক) রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাটি নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবেঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সূচনা	**২১শে আগস্ট, ২০২৬ (সকাল ৯:০০টা) থেকে**
দূরবর্তী ই-ভোটদান ব্যবস্থার সমাপ্তি	**২৪ আগস্ট, ২০২৬ (বিকাল ৫:০০টা) পর্যন্ত**

এরপর ভোটগ্রহণের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না,

খ) **মঙ্গলবার, ১৮.০৮.২০২৬ তারিখে ('কাট-অফ তারিখ')** কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে সদস্যদের শেয়ারের অনুপাতে তাদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে। সভার চলাকালীন সময়েও রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থার সুবিধা উপলব্ধ থাকবে এবং সভায় উপস্থিত যেসব সদস্য আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা সভার সময় তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন তবে যদি উভয় পদ্ধতিতে ভোট দেওয়া হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ভোট গণনার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটই গণ্য করা হবে।

গ) শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই বার্ষিক সাধারণ সভা-এর আগে বা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন, যার নাম 'কাট-অফ তারিখ'-এ সদস্যদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে,

ঘ) নোটিশ পাঠানোর পরে কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং 'কাট-অফ তারিখ'-এ শেয়ার ধারণ করেন, তবে তিনি সিডিএসএল-এর নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা ০২২-২৩০৫৮৭৩৮, ২২-২৩০৫৮৫৪২-৪৩ ও টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ কল করে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। অথবা, ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি www.evotingindia.com-এর 'হেল্প' বিভাগে উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' ('FAQs') এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। কাট-অফ তারিখ-এ সদস্য নন এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এজিএম-এর নোটিশটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে গণ্য করা উচিত,

ঙ) যেসব সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেনকোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর https:/www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx লিঙ্কে গিয়ে সাময়িকভাবে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করিয়ে নেন।

৫. এতদ্দ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত আইন ও এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং এসইবিআই রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ অনুযায়ী, **কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা-র উদ্দেশ্যে** কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত বইসমূহ **বুধবার, ১৯ আগস্ট ২০২৬ থেকে মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।**

ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ (কাগজি শেয়ার/বন্ড)-এর হস্তান্তর ও ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের এসইবিআই সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 অনুযায়ী, ১ এপ্রিল ২০১৯-এর আগে কেনা বা বিক্রি করা ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ কাগজের সনদযুক্ত শেয়ার-এর হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন ইলেকট্রনিক রূপে রূপান্তর সহজতর করার লক্ষ্যে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের একটি বিশেষ সময়সীমা বা উইন্ডো চালু করা হয়েছে। এর আওতায় সেইসব পুরোনো হস্তান্তরের আবেদনও অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা নথিপত্র বা প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটির কারণে আগে বাতিল, ফেরত বা অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে ছিল। এই বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে হস্তান্তরিত সিকিউরিটিজগুলো গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে শুধুমাত্র ডিম্যাট ইলেকট্রনিক রূপে জমা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন বিক্রি বা হস্তান্তরের ওপর বিধিনিষেধ অবস্থায় থাকবে এই সময়ের মধ্যে সেগুলো পুনরায় হস্তান্তর, লিয়েন-মার্ক বা বন্ধক রাখা যাবে না। যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট-বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর (অফিস নং এস৬-২, ৬ষ্ঠ তল, পিনাকল বিজনেস পার্ক, আহুরা সেন্টারের পাশে, মহাকালী কেভস রোড, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০ ০৯৩ ফোনঃ ০২২-৬২৬৩৮২০০ ইমেলঃ investor@bigshareonline.com ওয়েবসাইটঃ www.bigshareonline.com)-এর সাথে যোগাযোগ করেন এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
নেত্র বাহাদুর রানাভত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
ডিআইএনঃ ০৬৭১৬৬৬৬

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০.০৭.২০২৬

অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) চিকিৎসকের নিযুক্তি

CMS/APDJ'S EOI Notice No. CMS/06 তারিখঃ ২৮ ০৭-২০২৬

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে চিফ মেডিক্যাল সুপারইনটেনডেন্ট, এন. এফ. রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং. নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) হিসেবে ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল আলিপুরদুয়ার জংশনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করছেন।

১। **ভিজিটিং স্পেশালিস্টের নামঃ অ্যানেস্থেসিওলজি = ০১, পেডিয়াট্রিক্স = ০১, ডার্মাটোলজিস্ট = ০১, কার্ডিওলজিস্টস = ০১।**

২। **আবেদন প্রাপ্তির শুরুর তারিখঃ** ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে।

৩। **আবেদন জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময় ঃ** ১৭-০৮-২০২৬, ১২.০০ ঘণ্টা।

৪। **সময়-এর বৈধতা ঃ** ১ (এক) বছরের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

৫। **বয়সের সীমাঃ** প্রথম নিযুক্তি ৩০ থেকে ৬৪ বছর পর্যন্ত।

৬। **অভিজ্ঞতার যোগ্যতা ঃ (i) সুপার স্পেশালিস্টঃ** ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে পোস্ট-ডক্টরাল যোগ্যতা ডিএম/এমসিএইচ বা সমতুল্য। (ii) **স্পেশালিস্টঃ** স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, পি.জি. ডিগ্রি লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর অভিজ্ঞতা। (iii) **পিজি ডিগ্রি সহ উপযুক্ত প্রার্থী না থাকলে ঃ** পি.জি. ডিগ্রি লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সহ পিজি ডিপ্লোমাধারী।

৭। **বয়সের প্রোফাইলঃ** প্রথম নিযুক্তির সময় পছন্দের বয়স ৩০ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। **বয়সের উচ্চ সীমাঃ** অবিরত নিযুক্তির ক্ষেত্রে বয়সের উর্দ্ধ সীমা হলো ৬৫ বছর।

৮। **কাজের মেয়াদঃ** প্রত্যেকবার প্রস্তাব দেওয়ার সময় শুধুমাত্র ১ (এক) বছরের জন্য দেওয়া হতে পারে। মেয়াদ বৃদ্ধির বৈধতা অতিক্রম করার পর দেওয়া হতে পারে।

৯। এইচভিএস-এর অনরেরিয়াম নিম্নরূপঃ

ডিউটির সময়	অনরেরিয়াম: স্পেশালিস্ট (প্রতি মাসে)	অনরেরিয়াম: সুপার স্পেশালিস্ট (প্রতি মাসে)
৬ দিন/সপ্তাহের জন্য একদিনে ২ ঘন্টা	৬৭,০০০/- টাকা	৮২,০০০/- টাকা
৪ দিন/সপ্তাহের জন্য একদিনে ২ ঘন্টা	৪১,০০০/- টাকা	৫১,০০০/- টাকা
২ দিন/সপ্তাহের জন্য একদিনে ২ ঘন্টা	২০,০০০/- টাকা	২৫,০০০/- টাকা
৬ দিন/সপ্তাহের জন্য একদিনে ৪ ঘন্টা	১,০০,০০০/- টাকা	১,২৩,০০০/- টাকা
৪ দিন/সপ্তাহের জন্য একদিনে ৪ ঘন্টা	৬১,০০০/- টাকা	৭৭,০০০/- টাকা
২ দিন/সপ্তাহের জন্য একদিনে ৪ ঘন্টা	৩০,০০০/- টাকা	৩৮,০০০/- টাকা

১০। শনিবার এবং রবিবার /ছুটির দিন ব্যতীত কার্যালয়ের কার্যকালীন সময়ে ০৩-০৮-২০২৬ তারিখ থেকে ১৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১২.০০ ঘন্টায় উপরে উল্লেখিত পদের জন্য আবেদন পত্র চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে চিকিৎসালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পি.ও. - আলিপুরদুয়ার জংশন, জিলা - আলিপুরদুয়ার, পিন - ৭৩৬১২৩-এর কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

১১। এছাড়াও উল্লেখিত সময়ে উক্ত পদের জন্য আবেদনের বিস্তারিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in** তে ও উপলব্ধ থাকবে।

১২। ইচ্ছুক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক-এ চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে চিকিৎসালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পি.ও. - আলিপুরদুয়ার জংশন, জিলা - আলিপুরদুয়ার, পিন - ৭৩৬১২৩ এই ঠিকানায় মোহরবন্ধ খামে বিজ্ঞাপন নং. এবং **"হনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট ফর ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল/আলিপুরদুয়ার জংশন"** খামের উপরে উল্লেখ করে আবেদন করতে পারেন।

১৩। সাদা কাগজের আবেদন পত্রের সাথে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি - যেমন, বয়সের প্রমান, মোবাইল নং., শনাক্তকরন, ঠিকানার প্রমান, ডিগ্রী/ডিপ্লোমার প্রমানপত্র স্ব-প্রত্যয়িত করে এবং সম্প্রতি উঠানো পাসপোর্ট সাইজের তিনটি ছবি সংলগ্ন করে আবেদন করতে হবে।

১৪। আবেদন পত্র স্টেনোগ্রাফার টু চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট অথবা চেম্বার অফিস সুপারইনটেনডেন্ট অব চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট/আলিপুরদুয়ার জং.-এর কার্যালয়ে ১৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টার মধ্যে জমা করতে হবে। তৎসত্ত্বেও আবেদন পত্র ডাকযোগেও চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে চিকিৎসালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পি.ও. - আলিপুরদুয়ার জংশন, জিলা - আলিপুরদুয়ার, পিন - ৭৩৬১২৩ এই ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। এই ক্ষেত্রে খামের উপরে স্পস্ট করে **"বিজ্ঞাপন নং. ...."** এবং **"এপ্লিকেশন ফর হনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট ফর ডিআরএইচ/আলিপুরদুয়ার জংশন অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে"**।

চিফ মেডিকেল সুপারইনটেনডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. Chief Engineer (M)/Sewerage & Drainage, KMC** invites e-Tender online percentage rate for the following works:

(1) NIT No.: KMC/S_D/KGPS-52/26-27
Name of the Work: **Clog cleaning with other allied works of three numbers pump for five months at Canal Road Drainage Pumping Station under Kudghat Unit/S&D department.** Estimated Amount: ₹ **1,45,785.42**. Earnest Money: ₹ **2,950.00.** Period of Completion: **150 days.**

(2) NIT No.: KMC/S_D/KGPS-51/26-27
Name of the Work: **Repairing and Overhauling of 120 LPS capacity Pump Unit No.-4 with other allied works at Keorapukur MPS under Kudghat Unit/S&D department.** Estimated Amount: **Open to be quoted by the participating party**. Earnest Money: ₹ **4,550.00.** Period of Completion: **20 days.**

(3) NIT No.: KMC/S_D/KGPS-12/26-27
Name of the Work: **Supply and errection of new water level indicator at Keorapukur SSE PS under Kudghat Unit/S&D department.** Estimated Amount: **Open to be quoted by the participating party.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of Bid: **08.08.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **31.07.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/121 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of damaged road IFO Prem. No. 192C, Kasba Road, 130A, 100C, Raja s. C. Mullick Road, 344/12 N. S. Bose Road, near Nerkel Bagan More and Bangur Hospital etc. under Br.-X.** Estimate Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,95,471.88**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **14.08.2026 – 12 Noon**. The bid forms and other details are available on and from **04.08.2026 (12 Noon)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/EE_PS/I/5/5/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of Pot grown Rose and Dahlia in Tala Park Nursery in Ward No.-05, Br.-I.** Estimated cost: ₹ **1,96,735.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **365 days.**
(2) NIT No.: KMC/EE_PS/VII/57/02/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Annual maintenance of Park at Metropolitan in Ward No.-57, Br.-VII.** Estimated cost: ₹ **2,95,102.50**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of Bid: **10.08.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **12.08.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details shall be available on and from **01.08.2026 – 10 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Uttaran Services), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/US/HQ/049/26-27/22 (1st Call)
Name of the Work: **Development of drainage work with other allied works at Lady Dufferin Victoria Medical College And Hospital in Ward No.-49, Br.-V, KMC.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **2,67,954.38**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **12.08.2026 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals: **14.08.2026 at 11.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **01.08.2026 (11 a.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-III, KMC** invites open e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/11
Name of the Work: **Supply and delivery of LED street light fittings in Ward No.-67 under Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **1,93,180.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 days.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/20
Name of the Work: **Repairing of street lighting system at Jawaharlal Neheru Road and Hospital Road in Ward No.-63 under Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **1,37,224.66.** Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Period of Completion: **15 days.**
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VII/2026-27/21
Name of the Work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping at A. J. C. Bose Road, Cathedral Road, Hospital Road, J. L. Neheru Road and D. L. Khan Crossing in Ward No.-63 under Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **4,51,140.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of Bid: **08.08.2026 at 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 3). Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **08.08.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on **28.07.2026 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-IV/Br.-XI, KMC** invites e-Tender online, two part bid system for following work:
NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/82/26-27/PD (1st Call)
Name of the Work: **Operation and maintenance of electrical installation at Roy Nagar and Ganga Puri Community Hall under Br.-XI, KMC.** Estimate Amount: ₹ **3,20,762.37.** Earnest Money: ₹ **6,500.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of completion of Bid: **10.08.2026 upto 2 p.m.** The bid forms and other details are available on **30.07.2026 from 12 Noon** from the website **https://etender.wb.nic.in** (288/26-27)

ফিফার প্রস্তাব একটি সুযোগ, বাধ্যবাধকতা নয় ইনফান্তিনো

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ৩০ জুলাইঃ বিশ্বকাপ ফুটবলের বাণিজ্যিক সুবিধা পেতে নতুন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তাব নিয়ে মুখ খুলেছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। বিষয়টিকে তিনি একটি 'সুযোগ' হিসেবে উল্লেখ করলেও এতে যুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক নয় বলে জানিয়েছেন। ফিফার মূল প্রতিযোগিতাগুলোর মালিকানার অংশীদারত্ব বিক্রির পরিকল্পনা গত মঙ্গলবার প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে বিস্ময় ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তবে গতকাল বুধবার এক ভিডিও বার্তায় নিজের ভাবনার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন ফিফা সভাপতি। ইনফান্তিনো বলেন, ''ফুটবলের যে খাতগুলোয় সবচেয়ে বেশি অর্থ প্রয়োজন, সেগুলোতে বর্তমানে বাণিজ্যিক আয়ের খুব সামান্য অংশই পৌঁছায়।'' বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় প্রকাশিত সেই ভিডিওতে ইনফান্তিনো বলেন, ''ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ বা এফএফই মূলত একটি প্রস্তাব বা আহ্বান। এটি একটি গণতান্ত্রিক আলোচনার প্রক্রিয়ার অংশ। সর্বোপরি এটি একটি সুযোগ, কোনো বাধ্যবাধকতা নয়।'' ইনফান্তিনো যোগ করেন, ''বিশ্বজুড়ে ফুটবলের বিকাশকে আরও গতিশীল করার জন্য এটি এক অনন্য সুযোগ। তবে আবারও বলছি, এটি শুধুই একটি প্রস্তাব, কোনো বাধ্যবাধকতা নয়।''

ইনফান্তিনো জোর দিয়ে বলেন, ফুটবলে 'এত দিন অব্যবহৃত থাকা বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো'ই এ প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য। আর এটি বাস্তবায়নের বিষয়টি ফিফার ২১১টি সদস্যদেশের গণতান্ত্রিক ভোট এবং ফিফা কাউন্সিলের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করছে। ইনফান্তিনোর ভাষায়, ''এই বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন, যা খেলা পরিচালনা ও উন্নয়নের কাজ থেকে একেবারেই আলাদা।'' ইনফান্তিনো বলেন, ''এটি সহজ কথায় স্পনসরশিপ, সম্প্রচারস্বত্ব, লাইসেন্সিং ও নতুন ব্যবসার মাধ্যমে ফিফার মালিকানাধীন সব প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিকীকরণ ও আয়োজন সুসংগঠিত করবে, যার সুবিধা পাবে ফিফার ২১১টি সদস্যদেশই।'' ফুটবলের মূল আবেদন বদলে যাবে না জানিয়ে ফিফাপ্রধান বলেন, এর ফলে সমর্থকেরা আরও বেশি আনন্দ পাবেন, ''বিশ্বর সব প্রান্তের সমর্থকেরা এ যুগান্তকারী পরিবর্তন থেকে অফুরন্ত সুবিধা পাবেন। কারণ, এটি তাঁদের নিজ নিজ দেশের ফুটবলকে পুরোপুরি বদলে দেবে।''

বিশ্বকাপের ১০ দিন পর মায়ামিতে ফিরলেন মেসি, মাঠে ফিরবেন কবে

বিশ্বকাপ বিরতির পর ইন্টার মায়ামি মাঠে ফিরলেন লিওনেল মেসি ছিলেন ছুটিতে। লম্বা বিশ্বকাপ শেষে বিশ্রামে ছিলেন তিনি। পরিবারের সঙ্গে একান্তে সময় কাটাচ্ছিলেন আর্জেন্টিনায়। সেই অধ্যায়েরও আপাতত সমাপ্তি। মাঠের ডাকে আবার মায়ামি ফিরেছেন আর্জেন্টাইন জাদুকর।

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ৩০ জুলাইঃ স্পেনের বিপক্ষে বিশ্বকাপের ফাইনালে হারের হতাশা কাটাতে পরিবারের সঙ্গে নিজ শহর রোজারিওতে কয়েক দিন বিশ্রামে কাটান লিওনেল মেসি। সেই বিশ্রাম পর্ব শেষে মানসিকভাবে চাঙা হয়ে গতকাল বুধবার ইন্টার মায়ামির অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। অনুশীলন মাঠে খেলোয়াড়দের প্রবেশের হচ্ছে, এনইউ স্টেডিয়ামের কোনো একটি বক্স থেকে ম্যাচটি দেখবেন মেসি। মাঠে মেসির ফেরার দিনক্ষণ এখনো নিশ্চিত নয়। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বৃহস্পতিবার লিগস কাপের ম্যাচে আতলেতিকো সান লুইসের বিপক্ষে তাঁকে আবারও মাঠে দেখা যেতে পারে। এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে মেসির বিশেষ স্মৃতি জড়িয়ে আছে। উত্তর আমেরিকায় যোগ দেওয়ার পর

কয়েকটি ছবি পোস্ট করে ইন্টার মায়ামি তাদের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রামে লিখেছে, 'আজ আগমনটা যেন একটু অন্য রকম।' প্রকাশিত সেসব ছবিতে মেসিকে দেখা যায় স্বভাবসুলভ শান্ত মেজাজে। তাঁর হাতে ছিল প্রিয় মাতে পান করার পাত্র, সঙ্গে নজরকাড়া সোনালি রঙের থার্মোস এবং কাঁধে বুটের ব্যাগ। পরে ক্লাবটি খেলোয়াড়দের একটি ভিডিও প্রকাশ করে, যেখানে মেসির নেতৃত্বে সবাইকে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজারকে শুভেচ্ছা জানাতে দেখা যায়। বিশ্বকাপের পর নতুন মরসুমের যাত্রা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে ইন্টার মায়ামি। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) তারা শিকাগো ফায়ার ও মন্ট্রিয়লকে হারিয়েছে। আগামী রবিবার এমএলএসে পরের ম্যাচে কলম্বাস ক্রুর মুখোমুখি হবে দলটি। তবে সেই ম্যাচে মেসির খেলার সম্ভাবনা নেই। ধারণা করা ইন্টার মায়ামির হয়ে প্রথম শিরোপা জিতেছিলেন তিনি এই লিগস কাপেই। ইন্টার মায়ামির দায়িত্বের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকান লিগের তারকাদের নিয়ে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী অল-স্টার ম্যাচেও খেলার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন মেসি। তবে বিশ্বকাপে শেষ পর্যন্ত খেলার কারণে তাঁকে এই আসর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ফলে আজ রাতে শার্লটে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই ম্যাচে তিনি খেলছেন না। মেসির মতো তাঁর সতীর্থ রদ্রিগো দি পলও অল-স্টার ম্যাচের পর কয়েক দিনের ছুটির বিষয়ে আগেই ক্লাবের সঙ্গে সমঝোতা করেছিলেন। তাই এই ম্যাচে না খেললেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। গত বছরের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। তখন অল-স্টার ম্যাচে অংশ না নেওয়ায় এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছিলেন মেসি।

শামিদের টপকে ১৫ বছরেই পূর্বাঞ্চলের সহ-অধিনায়ক বৈভব

কলকাতা, ৩০ জুলাইঃ অবিশ্বাস্য উত্থান। বিস্ময়বালকের মুকুটে আরও এক নতুন পালক! মাত্র ১৫ বছর বয়সেই পেলেন বিশাল দায়িত্ব। ২০২৬-২৭ মরশুমের দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন বৈভব সূর্যবংশী। দলের নেতৃত্বে তারকা উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ঈশান কিষাণ। এই দলেই জায়গা পেয়েছেন মহম্মদ শামির মতো অভিজ্ঞ পেসার। দল ঘোষণার পর সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে বৈভবকে নিয়ে। ভারতীয় ক্রিকেটে এই মুহূর্তে সবচেয়ে দ্রুত উঠে আসা প্রতিভা তিনি। বিহারের এই তরুণ ব্যাটার গত এক বছরে নজরকাড়া পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। বয়স কম হলেও তাঁর ভয়ডরহীন ক্রিকেট ও আগ্রাসী শট খেলার ক্ষমতা নির্বাচকদের মুগ্ধ করেছে। এই কারণেই বৈভবে এতখানি ভরসা। ২০২৫-২৬ সিজনের রঞ্জি ট্রফিতেও বিহার দলের প্রথম দুই রাউন্ডে সহ-অধিনায়ক ছিলেন তিনি।

আন্তর্জাতিকের পর এবার আইপিএল ও ঘরোয়া মঞ্চ!

আচমকাই অবসর ঘোষণা রাহানের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৩০ জুলাইঃ ভারতীয় ক্রিকেটের এক আস্ত অধ্যায়ের সমাপ্তি। সমস্ত ফর্ম্যাটের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন অভিজ্ঞ ব্যাটার অজিঙ্ক রাহানে। আন্তর্জাতিক কেরিয়ার অনেক আগেই থমকে গিয়েছিল। তবে হঠাৎ করে আইপিএল এবং ঘরোয়া ক্রিকেট থেকেও তাঁর সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ক্রিকেটমহলকে রীতিমতো অবাক করেছে। কঠিন পরিস্থিতিতেও ঠান্ডা মাথায় লড়াই করার ক্ষমতা, নিখুঁত টেকনিক এবং নিখাদ আত্মত্যাগের জন্য ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে তিনি চিরকাল বিশেষ জায়গা জুড়ে থাকবেন। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের জার্সিতে দাপটের সঙ্গে খেলেছেন রাহানে। সব ফর্ম্যাট মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর সংগ্রহ আট হাজারের বেশি রান। দেশের হয়ে মোট ৮৫টি টেস্ট, ৯০টি ওডিআই এবং ২০টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নেমেছেন এই ডানহাতি ব্যাটার। কঠিন বিদেশের মাটিতে তাঁর রেকর্ড বরাবরই উজ্জ্বল। ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে শেষবার ভারতের টেস্ট দলে দেখা গিয়েছিল। ওডিআই ফর্ম্যাটে দেশের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন ২০১৮ সালে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। আর টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারের ইতি ২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। কঠিন সময়েও উইকেটে থিতু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা তাঁকে ভারতের টেস্ট দলের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ করে তোলে। স্লিপে রাহানের নিখুঁত ক্যাচিংও ছিল ভারতীয় বোলিংয়ের বড় ভরসা। রাহানের কেরিয়ারের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় ২০২০-২১ সালের ঐতিহাসিক অস্ট্রেলিয়া সফর। সেই বিখ্যাত সিরিজে চোটে জর্জরিত এবং

বিপর্যস্ত টিম ইন্ডিয়াকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন তিনি। মেলবোর্নে অনবদ্য সেঞ্চুরি হাঁকানোর পাশাপাশি ক্যাঙারুদের মাটিতে ভারতকে ঐতিহাসিক সিরিজ জেতানোর কাণ্ডারি রাহানে। তাঁর নেতৃত্বগুণ এবং ঠান্ডা মাথার অধিনায়কত্ব ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে লেখা থাকবে। আজ অবসরের ঘোষণা করে ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন ভিডিও শেয়ার করেছেন রাহানে। ক্যাপশনে লেখা, 'ক্যাপ ২৭৮ সাইনিং অফ। বিগত বছরগুলোতে আপনারা যে ভালোবাসা ও সমর্থন জানিয়েছেন, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। চিরকৃতজ্ঞ থাকলাম।' আন্তর্জাতিকের গণ্ডি পেরিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটেও চমুম্বই দলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ ছাড়া আইপিএলেও নিয়মিত খেলেছেন। এমনকি গত কয়েক মরশুমে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের অধিনায়কত্বও সামলান। রাহানের নেতৃত্বে দল প্লে-অফের টিকিট পাকা করতে পারেনি, তবুও অভিজ্ঞতার আলোয় তরুণদের পথ দেখিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ঘরোয়া লাল বলের ক্রিকেটেও মুম্বইয়ের হয়ে নিয়মিত খেলে গিয়েছেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অজিঙ্ক নায়েক তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে এক বার্তায় জানান, 'রাহানের অবসর ভারতীয় ক্রিকেটে এক অসাধারণ অধ্যায়ের সমাপ্তি। নিষ্ঠা, চাপের মুখেও ঠান্ডা মাথায় খেলা এবং উৎকর্ষের প্রতি প্রতিশ্রুতি তাঁকে মুম্বই ক্রিকেটের অন্যতম সেরা দূত করে তুলেছে। রাহানের উত্তরাধিকার আগামী প্রজন্মকে সবসময় অনুপ্রাণিত করবে।' বিতর্ক ও গুঞ্জন উঠেছে। সামলেছেন ঠান্ডা মাথায়। ঠিক ট্রেডমার্ক ব্যাকফুট পাঞ্চের স্টাইলে! আপাতত সব দূরে সরিয়ে নিজের শর্তে ব্যাট হাতে ময়দান ছেড়ে বিদায় নিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের নীরব যোদ্ধা অজিঙ্ক রাহানে।

গ্লাসগোয় রুপো জিতলেন জ্ঞানেশ্বরী

সংবাদ সংস্থা, গ্লাসগো, ৩০ জুলাইঃ পিরিয়ডের সময় ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত নয়, দেশে এমনও কিছু গ্রাম বা শহরাঞ্চলে মাসের ওই ক'টা দিন মেয়েদের কার্যত একঘরে করে রাখা হয়, এখনও সমাজের কিছু অংশে বছরের পর বছর পিরিয়ড নিয়ে 'মিথ' বদলায়নি। এদিকে, এই সব ধারণা মুহূর্তে ভেঙে চুরমার করে দিলেন ভারতীয় ভারত্তোলক জ্ঞানেশ্বরী যাদব। গ্লাসগোতে আয়োজিত কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের ৫৩ কেজি বিভাগে ভারতের জন্য রুপোর পদক জিতেছেন তিনি। তবে শুধু এই পদক জয়ই নয়, খেলা শেষে তাঁর একটি খোলামেলা স্বীকারোক্তি আজ দেশের কোটি কোটি মেয়ের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কোনও রাখ-ঢাক না করেই জ্ঞানেশ্বরী বলেন, ''আজ আমার পিরিয়ডের প্রথম দিন। শরীর কেমন সঙ্গ দেবে বুঝতে পারছিলাম না। তবে

আমি আমার ১০০ শতাংশ দিয়েছি। কোচরা ভরসা রেখে আমাকে ১১১ কেজি তুলতে দিয়েছিলেন। ট্রেনিংয়ের সময় এই ওজন তুলেছি ঠিকই, কিন্তু 'ক্লিন অ্যান্ড জার্ক'-এ আগে কখনও এতটা তুলতে পারিনি।'' জ্ঞানেশ্বরীর এই অনন্য কৃতিত্ব নতুন করে এক বড় প্রশ্ন তুলে ধরেছে, পিরিয়ড বা ঋতুস্রাবের সময়েও কি মহিলারা তাঁদের সেরা পারফরম্যান্স দিতে পারেন? নাকি এতে শরীরের শক্তি ও স্ট্যামিনা কমে যায়? স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও আইভিএফ বিশেষজ্ঞ ডঃ অর্চনা ধাওয়ান বাজাজের মতে, পিরিয়ডের শুরুর দিনগুলোতে পেটে ব্যথা, ক্লান্তি, শরীর ফুলে যাওয়া বা এনার্জির অভাব হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এর ফলে ওয়ার্কআউট বা খেলাধুলা করা কিছুটা কঠিন মনে হতেই পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে শারীরিক সক্ষমতা বা পারফরম্যান্স কমে যাবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, ঋতুস্রাবের কারণে অ্যাথলিটদের শক্তি বা স্ট্যামিনায় খুব একটা প্রভাব পড়ে না। বিশ্বমানের অ্যাথলিটরা পিরিয়ডের মধ্যেও নিয়মিত ট্র্যাকিং ও ট্রেনিং চালিয়ে যান এবং সাফল্য পান। তবে যাঁদের অতিরিক্ত রক্তপাত বা মারাত্মক যন্ত্রণা হয়, তাঁদের কিছুটা শারীরিক অস্বস্তি হতে পারে। প্রতিটি নারীর শরীর আলাদা। তাই কোনও নির্দিষ্ট ছকে না বেঁধে নিজের শরীরের ভাষা বুঝে ট্রেনিং এবং যত্নের মাত্রা ঠিক করাই আসল চাবিকাঠি। জ্ঞানেশ্বরী যাদব প্রমাণ করে দিলেন, সঠিক মানসিক জোর আর প্রস্তুতি থাকলে পিরিয়ডের বাধা ডিঙিয়েও বিশ্বের মঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করা সম্ভব।

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার পথে ফিফা

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ৩০ জুলাইঃ বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে হারের পর দলটির খেলোয়াড়দের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়েরা। এই ঘটনাসহ টুর্নামেন্টজুড়ে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা আরও কয়েকটি অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে ফিফা। গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে ফাইনাল শেষে কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখতে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতাবিষয়ক একজন প্রসিকিউটর নিয়োগ দেয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। ফাইনালে ১-০ গোলে হারের পর স্পেনের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আর্জেন্টিনার একাধিক খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের সদস্য সংঘর্ষে জড়ান। এ নিয়ে সপ্তাহব্যাপী তদন্ত চালায় ফিফা। ফিফা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ফিফা শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী অভিযুক্তদের নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এরপর ফিফা শৃঙ্খলাবিধি কমিটি যথাসময়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে।' ফাইনালে শেষ বাঁশি বাজার পর স্পেনের বদলি খেলোয়াড়েরা উদ্‌যাপনের জন্য মাঠে ছুটে গেলে তাদের মিডফিল্ডার গাভিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার লিয়ান্দ্রো পারেদেস। তাঁর মুখেও আঘাত করেন। পাশাপাশি স্পেনের ডিফেন্ডার এরিক গার্সিয়াকেও আঘাত করেন পারেদেস। প্রসিকিউটরের সুপারিশের ভিত্তিতে ফিফা এখন আর্জেন্টিনার নাহুয়েল মলিনার বিরুদ্ধে দুটি, লিয়ান্দ্রো পারেদেসের বিরুদ্ধে তিনটি এবং সহকারী কোচ রবার্তো আয়ালার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ তদন্ত করবে। ফিফার শৃঙ্খলাবিধির ১৪ নম্বর ধারার আওতায় তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। মলিনা ফিফার শৃঙ্খলাবিধির ১৪ নম্বর ধারায় খেলোয়াড়সুলভ আচরণবিরোধী একটি অভিযোগেও শাস্তির মুখে পড়তে পারেন। একই অভিযোগ আনা হয়েছে আর্জেন্টিনার থিয়াগো আলমাদা এবং স্পেনের মিডফিল্ডার গাভির বিরুদ্ধেও। ফিফার শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী, খেলোয়াড়সুলভ আচরণবিরোধী অপরাধে খেলোয়াড় বা কর্মকর্তাদের অন্তত এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞায় পড়তে হতে পারে। সংঘর্ষের অভিযোগ প্রমাণিত হলে ন্যূনতম তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান রয়েছে। এ ছাড়া একাধিক ম্যাচে বিভিন্ন ধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধেও শৃঙ্খলাবিষয়ক কার্যক্রম শুরু করেছে ফিফা। অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে খেলাধুলার চেতনাবিরোধী কার্যক্রম (১৩ নম্বর ধারা), দলের অসদাচরণ (১৪ নম্বর ধারা), বৈষম্য ও বর্ণবাদী আচরণ (১৫ নম্বর ধারা) এবং ম্যাচে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার নিয়ম ভঙ্গ (১৭ নম্বর ধারা)। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগগুলো হলো বৈষম্যমূলক স্লোগান ও অঙ্গভঙ্গি, নির্ধারিত সময়ের পরে ম্যাচ শুরু করা, দল ও দর্শকদের অনুপযুক্ত বার্তা প্রদর্শন এবং দর্শকদের মাঠে বিভিন্ন বস্তু নিক্ষেপের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারানোর পর আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়েরা ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের ওপর আর্জেন্টিনার সার্বভৌমত্ব দাবি করে একটি ব্যানার প্রদর্শন করেন। ব্যানারটিতে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা ছিল, 'ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ আর্জেন্টিনার।' ফিফা জানিয়েছে, খেলাধুলার কোনো আসরকে খেলাধুলাবহির্ভূত প্রদর্শনী বা প্রচারের জন্য ব্যবহার করলে তাতে শৃঙ্খলাবিধির স্পষ্ট লঙ্ঘন হতে পারে। ২০১৪ সালে স্লোভেনিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচের আগে ফুটবলাররা একই ধরনের ব্যানার প্রদর্শন করায় আর্জেন্টিনাকে ২০ হাজার পাউন্ড জরিমানা করেছিল ফিফা।

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে এমবোলোর লাল কার্ড নিয়ে মুখ খুললেন রেফারি

সংবাদ সংস্থা, তুরিন, ৩০ জুলাইঃ ২০২৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ডের ম্যাচটি নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। সেই ম্যাচের বিতর্কগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন পর্তুগিজ রেফারি জোয়াও পিনেইরো। এই ম্যাচের রেফারি ছিলেন তিনি। ম্যাচে পিনেইরো ও মেসির মধ্যে কথোপকথন পরে ভাইরাল হয়। আর্জেন্টিনা অধিনায়ক তাঁকে ঠিক কী বলেছিলেন এবং কেন সুইজারল্যান্ডের ব্রিল এমবোলোকে লাল কার্ড দেখিয়েছিলেন, সেসব নিয়েও মুখ খুলেছেন পিনেইরো। সেদিন ম্যাচের এক পর্যায়ে মেসি রেফারি পিনেইরোকে বলেন, ''আমার সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলুন। আমাকে অসম্মান করবেন না। আমি আপনার সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলেছি, আপনিও আমার সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলুন।'' এই কথপোকথনের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন পিনেইরো। পাশাপাশি মেসির মতো তারকা ফুটবলারদের ম্যাচ পরিচালনার সময় একজন রেফারিকে কীভাবে পরিস্থিতি সামলাতে হয়, সেটিও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। পর্তুগালের চ্যানেল ১১-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পিনেইরো বলেন, ''এই ধরনের ঘটনা খেলোয়াড়দের মধ্যে ঘটে। ফুটবলে এমন কথাবার্তা স্বাভাবিক। অধিনায়কেরা সাধারণত একটু বেশি কথা বলেন, আর নতুন নিয়মও তাঁদের সেই সুযোগ দিয়েছে।'' পিনেইরো আরও বলেন, ''মেসির সঙ্গে যা হয়েছে, এমন ঘটনা অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গেও হয়েছে। অবশ্য তিনি মেসি বলেই বিষয়টি হয়তো বেশি নজরে এসেছে। কিন্তু ফুটবলে এসব খুবই স্বাভাবিক। রেফারিরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলেন, খেলোয়াড়েরাও রেফারিদের সঙ্গে কথা বলেন। কোনো কোনো পরিস্থিতি নিয়ে মতভেদ হতে পারে, তবে এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।'' উয়েফার এলিট ক্যাটাগরির এই রেফারি যোগ করেন, ''এটা যদি মেসি বা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে ঘিরে না ঘটত, তাহলে হয়তো বিষয়টিকে এত বড় করে দেখা হতো না। এগুলো ইতিবাচক কারণ, সব পরিস্থিতিতেই হলুদ কার্ড দেখানোর প্রয়োজন হয় না। আমরা কথা বলি, আর কথা বলেই একে অপরকে বুঝতে পারি।'' কানসাস

সিটিতে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে অন্যতম আলোচিত ঘটনা ছিল সুইস ফরোয়ার্ড ব্রিল এমবোলোর লাল কার্ড। এ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় নিজের অবস্থানও স্পষ্ট করেন পিনেইরো, ''সে মুহূর্তে আমাদের মনে হয়েছিল, আর্জেন্টিনার খেলোয়াড় ফাউল করেছেন এবং সেটি হলুদ কার্ড পাওয়ার মতো অপরাধ। কিন্তু ভিএআর জানায়, কোনো ফাউল হয়নি বরং অন্য খেলোয়াড় ফাউলের অভিনয় করেছেন। এরপর আমি ঘটনাটি আবার (ভিএআর মনিটরে) দেখি এবং নিশ্চিত হই যে সত্যিই কোনো ফাউল হয়নি, এটি ছিল অভিনয়। ফলে সেটিই দ্বিতীয় হলুদ কার্ডে পরিণত হয়।'' পিনেইরো ব্যাখ্যা করেন, ''এটি যদি তাঁর প্রথম হলুদ কার্ডও হতো, তবু সিদ্ধান্ত একই থাকত। এ কারণেই ফিফা এই পরিবর্তন এনেছে। আমার বিশ্বাস, নতুন নিয়মগুলোর লক্ষ্যই হলো খেলাকে আরও উন্নত করা। রেফারিদের জন্যও এগুলোর প্রভাব খুবই ইতিবাচক এবং এগুলো মাঠের প্রকৃত ঘটনাকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করছে। সত্যি বলতে, এগুলো অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবর্তন।'' তবে পিনেইরোর বক্তব্যের সঙ্গে একমত নয় ফুটবলের নিয়মনীতি নির্ধারক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড (আইএফএবি)। সংস্থাটি জানিয়েছে, এমবোলোর লাল কার্ড দেখানো ছিল রেফারির ভুল সিদ্ধান্ত। নিজেদের অফিশিয়াল বিবৃতিতে ভিএআর প্রটোকল ব্যাখ্যা করে আইএফএবি বলেছে, ''ভুল খেলোয়াড় শনাক্তকরণ-সংক্রান্ত (মিসটেকেন আইডেন্টিটি) ভিএআর প্রটোকল বা নিয়মটি এমবোলোর মতো ওই ধরনের ঘটনার জন্য প্রযোজ্য ছিল না। ভবিষ্যতে অন্য টুর্নামেন্টে হয়তো নিয়মটি ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে চলমান নিয়ম পর্যালোচনার প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটি এভাবে প্রয়োগ করা যাবে না।'' তবে আইএফএবি নিজেদের অবস্থান জানানোর পর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে ফিফা। সংস্থাটি এমবোলোকে লাল কার্ড দেখানোর সিদ্ধান্তের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলেছে, এটি নিয়মের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিবৃতিতে ফিফা প্যারাগুয়ে-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচে মিগেল আলমিরনের একই ধরনের হলুদ কার্ডের ঘটনা উল্লেখ করে বলেছে, ''ফিফা বিশ্বকাপজুড়ে 'ভুল খেলোয়াড় শনাক্ত'-সংক্রান্ত নিয়মের একই ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।'' ফিফার বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ''আমাদের মতে এটি রেফারি বা ভিএআরের কোনো ভুল ছিল না বরং এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়েছে। আইএফএবির সার্কুলারে দেওয়া মন্তব্য আমরা লক্ষ করেছি। পুরো প্রক্রিয়াতেই তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। তারা নিশ্চিত করেছে, এই ব্যাখ্যা বৈধ এবং ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভায় যেমন আলোচনা হয়েছিল, তেমনি ভিএআর প্রটোকল সংশোধনের সময়ও বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হবে।'' ফিফা জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এ ধরনের বিভ্রান্তি ও ব্যাখ্যার সুযোগ এড়াতে সংশ্লিষ্ট নিয়মটি আরও স্পষ্টভাবে পুনর্লিখন করা হবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com